১৮৬
৯২

সেই মহানায়ক কে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬/৯২

সেই মহানায়ক কে ?

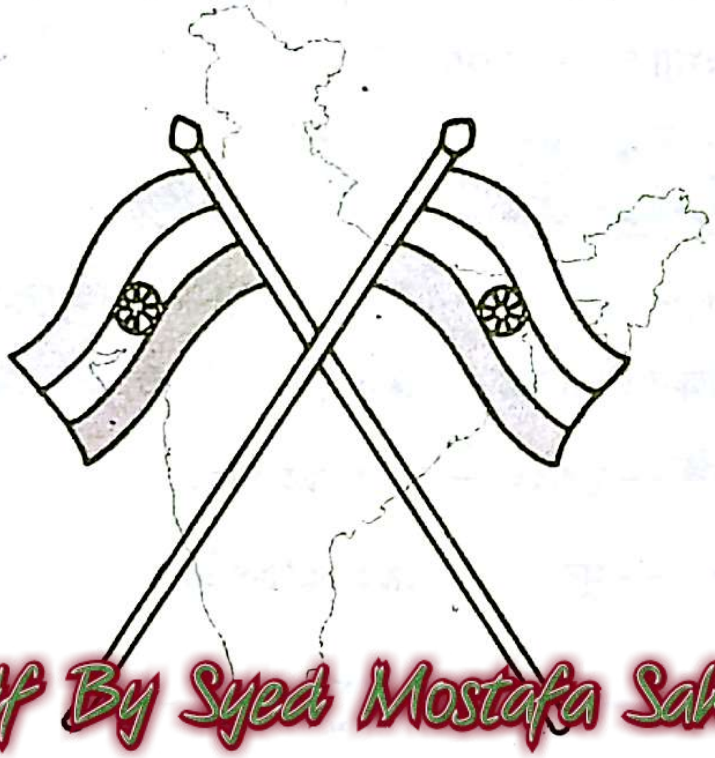

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড
পোঃ- ইসলামপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
বাড়ির ফোন — ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫ মোবাইল - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

প্রকাশক ঃ —

মোহাম্মাদ ওরফ্ ইমরান উদ্দিন রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, পোষ্ট - ইসলামপুর, জেলা — মুর্শিদাবাদ

প্রথম সংস্করণ ঃ — ০১/০১/২০০৬

সংখ্যা ঃ — ২০০০

বিনিময় মূল্য ঃ —

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ — নূর পাবলিকেশান্স

অক্ষর বিন্যাসঃ — মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী

☞ — মুবাইল — ৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪

☞ — মুবাইল — ৯৯৩২৩৫৯৭৬৮

— ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ —

ইম্পিরিয়াল বুক হাউস ঃ — ৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট (কোলকাতা)

মাওলানা ষ্টোর্স ঃ — শেখ পাড়া, মুর্শিদাবাদ

রেজা লাইব্রেরী ঃ — নলহাটী, বীরভূম

নূরী অ্যাকাডেমী ঃ — গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ

কালিমী বুক ডিপো ঃ — সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ

সাঈদ বুক ডিপো ঃ — দারইয়া পুর, মালদা

মুফতি বুক হাউস ঃ — রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সেই মহানায়ক কে?

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয় — পৃষ্ঠা-

১/ আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী ৯

২/ বংশ সূত্র ৯

৩/ আল্লামার শিক্ষা জীবন ১০

৪/ ইরাণী মুজতাহিদের পালায়ন ১১

৫/ মুদার্‌রিসের মসনদে আল্লামা ১৪

৬/ ইল্মে হাদিসের সনদ ১৫

৭/ ইল্মে মানতেক বা দর্শন শাস্ত্রের সনদ ১৫

৮/ আল্লামার কলমে ১৬

৯/ আল্লামার আধ্যাত্মিক গুরু ১৭

১০/ আল্লামার শিষ্যগণের নাম ১৭

১১/ আল্লামা মুনরজারাহ্ করিয়াছিলেন ১৯

১২/ আল্লামার রাজনৈতিক জীবন ২০

১৩/ জিহাদের ফতওয়া প্রদান ২২

১৪/ ইংরেজ লেখক মিষ্টার হান্টার ২৩

১৫/ ম্যাডাম পোলোনাস্কায়া ২৪

১৬/ দিল্লির বিখ্যাত সাংবাদিক চুন্নিলাল ২৪

১৭/ মুফতী ইন্তেজা মুল্লাহ ২৫

১৮/ প্রফেসার আইউব ক্বাদেরী ২৫

২৯/ ডক্টর আবুল লাইস ২৬

২০/ হোসাইন আহমাদ মাদানী ২৬

২১/ রাইস্ আহমাদ জা'ফরী ২৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয় — পৃষ্ঠা-

২২/ মুস্তাকীম আহসান হামিদী ২৮
২৩/ গোলাম রসুল মোহর ২৮
২৪/ হামিদ হাসান ক্বাদেরী ২৯
২৫/ মোহাম্মাদ ইসমাইল পানিপাতী ২৯
২৬/ সাইয়েদাহ উনাইস ফাতিমাহ ২৯
২৭/ সাইয়েদ সুলাইমান নদভী ২৯
২৮/ 'আজ জোবাইর' পত্রিকার একাংশ ৩০
২৯/ 'তাহরীক' পত্রিকার একাংশ ৩০
৩০/ আল্লামার শেষ পরীক্ষা ৩১
৩১/ আন্দামানে আল্লামার ইন্তেকাল ৩২
৩২/ সত্যই পুত্র পিতার নমুনা ৩৩
৩৩/ ফাঁসী অথবা গুলিতে নিহত ৩৩
৩৪/যাহারা পরদেশী হইয়াছিলেন ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয় — পৃষ্ঠা-

৩৫/ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ৩৬
৩৬/ হানাফী মাযহাবের ঘোর বিরোধিতা ৩৮
৩৭/ ইসমাইল দেহলবীর দীক্ষা গ্রহন করা ৩৯
৩৮/ তাকবীয়াতুল ঈমান ৩৯
৩৯/ বিনা মূল্যে বিতরণ ৪০
৪০/ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর খন্ডনে ৪১

বিষয় — পৃষ্ঠা-

৪১/ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবী ৪৫
৪২/ নয়া ঐতিহাসিকের নতুন ইতিহাস ৪৮
৪৩/ সাইয়েদ সাহেবের দীক্ষা গ্রহণ ৪৯
৪৪/ গাংগুহীও বাঁচিলেন না ৫১
৪৫/ অমুসলিমদের দাওয়াৎ গ্রহণ ৫২
৪৬/ একটি ছোট্ট সমীক্ষা ৫৪
৪৭/ হিন্দু মহারাজের দাওয়াত গ্রহন ৫৫
৪৮/ হরিরামের উপঢৌকন ৫৬
৪৯/ ভাবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ৫৭
৫০/ দুই নায়কের রাজনৈতিক চরিত্র ৬১
৫১/ বৃটিশের জঘন্য প্ল্যান ৬২
৫২/ ইংরেজদের ইংগিতে হজ্বে গমন ৬৩
৫৩/ কা'বা শরীফে পৃথক জামায়াত ৬৫
৫৪/ হজ্ব থেকে ফিরিবার পর ৬৬
৫৫/ ইংরেজদের সহিত সুসম্পর্ক ৬৮
৫৬/ শিখদের সহিত জিহাদ ৭৬
৫৭/ মৌলবী খয়রুদ্দীনের বিবরণ ৭৯
৫৮/ শীধুর যুদ্ধ হইতে পলায়ন ৮০
৫৯/ শীধুর যুদ্ধের পর ৮২
৬০/ সাইয়েদ আহমাদের ফতওয়া ৮৪
৬১/ মুরীদ না হইবার অপরাধে ৮৫
৬২/ মৌলবী মাহবুব আলি দেহলবী ৮৭
৬৩/ মৌলিক মতভেদ ৯০
৬৪/ শিখদের সহিত আপোশ ৯৩
৬৫/ সাইয়েদ সাহেবের মরদেহ ৯৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই মহানায়ক কে?

বিষয় — পৃষ্ঠা

৬৬/ ইমাম মাহদীর মসনদে সাইয়েদ ৯৮
৬৭/ সাইয়েদ আকাশ থেকে নামিবেন ৯৯
৬৮/ সমীক্ষা ১০২
৬৯/ সাইয়েদ সাহেবের মূর্তি ১০৪
৭০/ মিথ্যা তথ্যে ভরা 'চেপে রাখা ইতিহাস' ১০৭
৭১/ অভিশপ্তদের প্রতি গজব ১১৭

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় — পৃষ্ঠা -

৭২/ ভারতে ওহাবী মতবাদ ১১৯
৭৩/ দেওবন্দীদের কপিতয় ধারণা ১২১
৭৪/ দেওবন্দী আলেমদের ওহাবী হইবার স্বীকৃতী ১২৪
৭৫/ দেওবন্দ মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন ১২৫
৭৬/ কাশেম নানুতবী ও রশীদ আহমদ গাংগুহী ১২৭
৭৭/ আরও একটি ঘটনা ১৩২
৭৮/ আশরাফ আলী থানুবী ১৩৩
৭৯/ তাবলিগী জামায়াত ১৩৭

আন্তরিক আবেদন

আমার সুন্নী ভাইগণ! নিশ্চয় আপনারা উপলব্ধি করিতেছেন যে, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ও বেদয়াত জামায়াতগুলি সুন্নীদিগকে গোমরাহ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাইতেছে। আপনাদের আক্বীদাহ ও আমলগুলি যাহা কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে অবশ্য অবশ্যই সঠিক। সেইগুলিকে ইহারা শির্ক ও বেদয়াত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে। আপনারাও ইহাদের অপ ব্যাখ্যায় অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। এইজন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিক আবেদন করিতেছি যে, আমার সমস্ত বই পুস্তক কেবল আপনাদের হাতে থাকিলে যথেষ্ট হইবে না, বরং ব্যাপক থেকে ব্যাপক করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, আমার সমস্ত বই পুস্তক হানাফী মাযহাবের আলোকে লেখা। যদি বাতিল ফিরকাগুলির প্ররচনায় মাযহাব থেকে খানিকটা দুরে সরিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আশাকরি আমার বই পুস্তক আবার আপনাকে মাযহাবের কাছাকাছি করিয়া দিবে। সুতরাং আপনি আপনার সঞ্চয়ের একাংশ নিছক আল্লাহর অয়াস্তে বাহির করিয়া কিছু বই পুস্তক ক্রয় করতঃ দুর দুরান্তে নয়, বরং নিজের এলাকায় বিনা পয়সায় মানুষের হাতে তুলিয়া দিন। যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাকাত, ফিৎরা, উশুর ও কুরবানীর পয়সায় ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়া দিন। ইহাতে যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি আদায় হইয়া যাইবে, বরং ইহাতে স্থায়ী কাজ হইবে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের প্রেরণা দিয়া পয়সার বিনিময়ে পুস্তক পুস্তিকাগুলি প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি এতটুকু শ্রম আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো আপনি কোন দিন এই বাতিল ফিরকাগুলির শিকার হইয়া নিজের মাযহাব - তথা ঈমান থেকে সরিয়া যাইতে পারেন। — বই পুস্তকের জন্য সরাসরি আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন।

গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

ইতিহাসেরও দুর্ঘটনা রহিয়াছে। উপমহাদেশের ইতিহাসে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বলিয়া চিহ্নিত করা, উহারা ইংরেজদের কট্টর দুশমন ছিলেন বলিয়া প্রমান করিতে যাওয়া, উহাদিগকে 'ওলীউল্লাহ' এবং 'মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলিয়া দেখান ইত্যাদি হইল ইতিহাসের দুর্ঘটনা। উপমহাদেশের ইতিহাসে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এক শ্রেনীর ঐতিহাসিক ইচ্ছাকৃত ইতিহাসের এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছেন।

প্রকৃত ইতিহাস প্রমান করিয়া থাকে যে, সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ইংরেজদের দুরের দুশমনও ছিলেন না। বরং উহারা ছিলেন ইংরেজদের নিমকখোর এজেন্ট। উহারা ইংরেজদের ইংগিতে মুসলমানদের রক্ত বন্যার ন্যায় বহাইয়া ছিলেন। উহারা অখন্ড ভারতের উপর ইংরেজদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া ছিলেন। ইংরেজদের প্ররচনায় যে ওহাবী সম্প্রদায়ের জন্ম হইয়া ছিল, সেই ওহাবীদের মতবাদ অখন্ড ভারতে সর্ব প্রথম এই দুই হীরো প্রচার করিয়া ছিলেন। জিহাদের জয় ধ্বনী গাহিয়া ইংরেজদের নিমক হালাল করিয়া ছিলেন এই দুই নায়ক। এক কথায় ইসলামের পরম শত্রু এবং মুসলমানদের প্রানের শত্রু সুচতুর ইংরেজ এই দুই ওহাবী নায়ককে যথার্থ ভাবে কাঠের পুতুল হিসাবে ব্যবহার করিয়া ছিলেন।

আসল ইতিহাস প্রমান করিয়া থাকে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী রহমা তুল্লাহি আলাইহি। আল্লামা ফজলে হক্ক সর্ব প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় উলামায় আহলে সুন্নাত এই সংগ্রামে অংশ গ্রহন করিয়া ছিলেন।

অত্র পুস্তকটি তিনটি অধ্যায়ে সমাপ্ত করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর অমর জীবন কাহিনী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অকাট্ট ভাবে প্রমান করানো হইয়াছে সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও তদীয় মুরীদ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর ইংরেজ তোষন।

তৃতীয় অধ্যায়ে উলামায় দেওবন্দের ধর্মীয় চরিত্র ও রাজনৈতিক কপটতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে।

গোলাম ছামদানী রেজবী
১০/৪/১৯৯৫

সেই মহানায়ক কে?

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই মহানায়ক হজরত আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২১২ হিজরী অনুযায়ী ১৭৯৭ সালে উত্তরপ্রদেশের খয়রাবাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বাগীয়ে হিন্দুস্থান ১৩০ পৃষ্ঠা, নাংগেদীন নাংগে অত্বন ১২৫ পৃষ্ঠা) মুকাদ্দামায় তাহকীকুল ফাতাওয়ার ৮ পৃষ্ঠায় আল্লামার জন্মস্থান দিল্লী বলা হইয়াছে। আল্লামার পিতা মাওলানা ফজলে ইমাম খয়রাবাদী সেই যুগের সুবিখ্যাত আলেম এবং রাজধানী দিল্লীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আল্লামার দাদা মাওলানা শায়েখ মোহাম্মাদ আরশাদ আফগানিস্থানের হারগাম হইতে খয়রাবাদ আসিয়াছিলেন। যথাক্রমে তাঁহার বংশ সূত্র হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহ আনহু পর্যন্ত পৌঁছায় বলিয়া তিনি ফারুকীও ছিলেন।

বংশ সূত্র

(১) আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী, (২) মাওলানা ফজলে ইমাম, (৩) শায়েখ মোহাম্মাদ আরশাদ, (৪) হাফিজ মোহাম্মাদ সালেহ, (৫) মোল্লা আব্দুল অয়াজিদ, (৬) আব্দুল মাজিদ, (৭) কাজী সাদরুদ্দিন, (৮) কাজী ইসমাঈল হারগামী, (৯) কাজী ইমাদুদ্দীন বাদাউনী, (১০) শায়েখ আরজানী, (১১) শায়েখ মুনাউওর, (১২) শায়েখ খাতীরুল মালেক, (১৩) শায়েখ সালার শাম, (১৪) শায়েখ অজীহুল মুল্ক, (১৫) শায়েখ বাহাউদ্দীন, (১৬) শেরুল মুল্কশাহে ইরাণী, (১৭) শাহ আতাউল মুল্ক, (১৮) মালেক বাদশা, (১৯) হাকিম, (২০) আদিল, (২১) তায়েরুঁ, (২২) জারজীস্, (২৩) আহমাদ নামদার,

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২৪) মোহাম্মাদ শাহার ইয়ার, (২৫) মোহাম্মাদ উসমান, (২৬) দামান, (২৭) হুমায়ূন, (২৮) কুরাইশ, (২৯) সুলাইমান, (৩০) আফ্‌ফান, (৩১) আব্দুল্লাহ, (৩২) মোহাম্মাদ, (৩৩) উবাইদুল্লাহ, (৩৪) (আমীরুল আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহু। দ্রঃ বাগীয়ে হিন্দুস্থান ১৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লামার শিক্ষা জীবন

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর খান্দানে তাঁহার বাপ দাদার যুগ হইতে ইল্মের চর্চা ছিল। তাঁহার পিতা মাওলানা ফজলে ইমাম ইল্মে মানতেক ও ফিলোজফীর ইমাম ছিলেন। যখন আল্লামা চোখ খুলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার খান্দানে এবং দেশব্যাপী চারিদিকে বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি খয়রাবাদ হইতে দিল্লী পৌঁছিয়া যেমন বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও দার্শনিকের দর্শন পাইয়াছিলেন, তেমনই বড় বড় ওলীউল্লাহ ও সাধকের সঙ্গলাভ পাইয়াছিলেন। অবশ্য আল্লামা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতা মাওলানা ফজলে ইমামের নিকট হইতে। মাওলানা ফজলে ইমাম আল্লামাকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন নিজ বাড়ীতে। এমনকি তিনি দরবারে যাইবার সময় হাতীর পৃষ্ঠে আল্লামাকে পড়াইতেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবার পর হাদীস অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন শাহ আব্দুল ক্বাদের ও শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহ্‌লবীর দরবারে। শাহ সাহেবদের দরবারে তিনি হাতী চড়িয়া যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে যাইতেন মুফতী সাদরুদ্দীন খান এবং কিতাব পত্র বহন করিবার জন্য সঙ্গে খাদেম থাকিত। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহ্‌লবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মস্ত বড় আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ওলী ছিলেন। কাশ্‌ফে বহু কিছু অবগত হইয়া যাইতেন। প্রত্যেক দিন আল্লামাকে পড়াইতেন না। অনেক সময় উস্তাদের আদব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতেন।

একদিন আল্লামা এবং মুফতী সাদরুদ্দীন খান শাহ সাহেবের দরবারে যাইবার সময় আলোচনা করিতেছিলেন যে, শাহ সাহেবের বংশের মানুষ ইল্মে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হের সবাই সুপণ্ডিত। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে ইহাদের পারদর্শিতা কম। যখন যথা সময়ে শাহ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন শাহ সাহেব বলিলেন - আজ পড়া বন্ধ থাকিবে। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করিব। তোমরা দর্শনের যে কোন একটি বিষয় আমার সামনে উত্থাপন করতঃ উহার দুর্বল পয়েন্ট আমাকে দাও। আল্লামা ও মুফতী সাহেব সানন্দে সম্মত হইয়া শাহ সাহেবের সহিত দর্শনশাস্ত্র লইয়া চরম পর্যায়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরিশেষে পরাস্ত হইয়া আল্লামা ও মুফতী সাহেব এই বলিয়া স্বীকার উক্তি করিয়াছিলেন যে, আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কাছে আমাদের পরাজয় হইল। আমরা নিরুত্তর হইলাম বটে কিন্তু আমাদের উক্তি সঠিক। (বাগীয়ে হিন্দুস্তান ১৪১ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৪ পৃষ্ঠা)

ইরাণী মুজতাহিদের পলায়ন

আল্লামা ফজলে হক্কের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। মাত্র চার মাস কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ১২২৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮০৯ সালে যখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র তের বৎসর। তখন তিনি প্রচলিত সমস্ত বিদ্যার সনদ লাভ করিয়াছিলেন। —শাহ আব্দুল আজীজ দেহ্‌লবী শিয়া সম্প্রদায়ের খণ্ডনে 'তোহফায়ে ইস্‌না আশারীয়া' নামক একখানা অতুলনীয় কিতাব লিখিয়াছিলেন। যাহার কারণে হিন্দুস্তান হইতে ইরাণ পর্যন্ত শিয়া জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। ইরাণের সুবিখ্যাত আলেম, 'উফকুল্ মবীন'- এর লেখক মিরবাকের দামাদের বংশের সুদক্ষ আলেম ও মুজতাহিদ মুনাজারাহ করিবার জন্য বহু কিতাব পত্র লইয়া শাহ সাহেবের দরবা র দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিলেন। এই সময়ে আল্লামার বয়স ছিল মাত্র বার বৎসর। ইরাণী শিয়া মুজতাহিদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া সাক্ষাতের জন্য আল্লামা উপস্থিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পর - মুজতাহিদ ঃ– সাহেবজাদা কি পড়?

আল্লামা ঃ–শারহে ইশারাত, শিফা ও উফকুল মুবীন প্রভৃতি কিতাব দেখিয়া থাকি।

মুজতাহিদ ঃ–আশ্চর্য হইয়া 'উফকুল মুবীন'! -এর অমুক স্থানের বিবরণ দিতে পারিবে?

আল্লামা ঃ– 'হ্যাঁ' বলিয়া সেই স্থানের ব্যাখ্যাসহ বিবরণ দিয়া দিলেন এবং লেখকের উপর একাধিক প্রশ্ন চাপাইয়া দিলেন।

মুজতাহিদ ঃ–বহু চেষ্টার পরও প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। আল্লামা ঃ— 'উফকুল মুবীন'-এর এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নাবলীর উত্তরও হইয়া গেল। মুজতাহিদ আশ্চর্য হইয়া এই কিশোর দার্শনিককে দেখিতে লাগিলেন। আল্লামা বিদায় কালে বলিলেন যে, আমি শাহ সাহেবের নগন্য শিষ্য। ইরাণী মুজতাহিদ চিন্তা করিলেন যে, এই দরবারের একজন শিশুর বিদ্যা যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলে শায়েখ-এর বিদ্যা কেমন হইবে! রাতারাতি নিজের আসবাব পত্র লইয়া ইরাণ পলায়ন করিলেন। সকালে শাহ সাহেব জানিতে পারিলেন, তাঁহার ইরাণী অতিথি পলায়ন করিয়াছেন। শাহ সাহেব আসল ব্যাপারটি অবগত হইয়া আল্লামাকে ভালবাসার স্বরে বলিলেন, মেহমানের সহিত তোমার এই প্রকার ব্যবহার করা উচিৎ ছিল না। আমার মেহমান ছিল, আমি নিজেই বুঝিয়া নিতাম। (বাগীয়ে হিন্দুস্তান ১৪৫/১৪৬ পৃষ্ঠা)

অখণ্ড ভারত তথা ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি দেশের মধ্যে আল্লামার পাণ্ডিত্যের কাছে কাহার পাণ্ডিত্য ছিলনা। আলীগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান আল্লামার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—"বহুবার দেখা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি নিজেকে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করিতেন। যখন তিনি আল্লামার জবানে এক হরফ শুনিয়াছেন, তখন নিজের গৌরব ভুলিয়া গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাই নিজের জন্য গৌরব মনে করিতেন।" (মাকালাতে স্যার সাইয়েদ ১৬ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

শরীয়তের এই সুপণ্ডিত আল্লামা ফজলে হক্কের মধ্যে তাক্ওয়া, পরহিজগারী কিছু কম ছিল না। মাওলানা আব্দুল্লাহ বলগ্রামী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—" খোদার প্রদান করা হাতী, উট, উত্তম ধরনের ঘোড়া খোদাই আদেশ ও নিষেধ পালনে বাধা প্রদান করিত না। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহাকে আল্লাহর জিকির হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। তিনি প্রতি সপ্তাহে কোরআন শরীফ খতম করিতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজ ধারাবাহিক আদায় করিতেন। যাঁহার নফল ইবাদাত এইরূপ—তাঁহার ফরজ ইবাদাত কেমন ছিল তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।" (নাংগেদ্বীন নাংগে অত্বন ১৬৫/১৬৬ পৃষ্ঠা)

আরবী ভাষার উপর আল্লামার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। আরবী ভাষায় ভাল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি চার হাজার কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। (তাজকিরাতুল মুসান্নেফীন অল্ মুয়াল্লেফীন ২০৮ পৃষ্ঠা) মাওলানা ফজলে ইমাম যখন আল্লামাকে সঙ্গে লইয়া শাহ আব্দুল আজীজের দরবারে গিয়াছিলেন, তখন কথা প্রসঙ্গে শাহ সাহেবকে বলিয়াছিলেন—ফজলে হক্ক ভাল কবিতা রচনা করিতে পারে। শাহ সাহেব শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি একটি কবিতা শুনাইয়া দিলেন। শাহ সাহেব কবিতার একটি শব্দ সম্পর্কে বলিলেন, ইহা আরবী ভাষায় খুব কম ব্যবহার হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লামা কুড়িজন নির্ভরযোগ্য কবির কবিতা হইতে উক্ত শব্দটির ব্যবহার দেখাইয়া দিলেন। তিনি আরো কয়েকটি কবিতা শুনাইতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা নিষেধ করতঃ বলিলেন, —আদব রক্ষা কর। আল্লামা বলিলেন,—ইহাতো তাফসীর বা হাদীসের কোন মসলা নয়; কবিতা মাত্র। ইহাতে বিয়াদবীর কি প্রশ্ন থাকিতে পারে। শাহ সাহেব বলিলেন—সাহেবজাদা, তুমি ঠিক বলিতেছো। আমার ভুল হইয়াছে। (মুকাদ্দামায় তাহকীকুল ফাতাওয়া ৮/৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুদার্‌রিসের মসনদে আল্লামা

ভারত তথা ভারতের বাহির হইতে বহু শিক্ষার্থী মাওলানা ফজলে ইমামের দরবারে আসিতেন। পিতার নির্দেশে আল্লামা সাহেব তাহাদের পড়াইতেন। তের বৎসরের তরুণ আল্লামার সামনে শত শত শিষ্য বড় বড় কিতাব অধ্যায়ন করিতেন। আল্লামা প্রথম অবস্থায় যখন মুদার্‌রিসের মসনদে বসিয়া ছিলেন, সেই সময়ে এক শিক্ষার্থী অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে মাওলানা ফজলে ইমামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আল্লামার নিকট পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। এই পড়ুয়ার বয়স ছিল বেশি, গরীব মানুষ এবং স্মৃতি শক্তি ও বুদ্ধি ছিল কম। যাহার কারণে তরুণ আল্লামার মেজাজ মানিয়া লইতে পারে নাই। সামান্য পড়াইবার পর লোকটির কিতাব ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন এবং বড় ছোট কথা বলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দেন। লোকটি মাওলানা ফজলে ইমামের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ শুনাইয়া দেন। মাওলানা বলিলেন—খবীস্‌কে ডাক। আল্লামা সাহেব পিতার সম্মুখে অতি আদাবের সহিত দাঁড়াইয়া গেলেন। মাওলানা এমন থাপ্পড় মারিলেন আল্লামার মাথায় যে, মাথার পাগড়ী দূরে গিয়া পড়িল। তারপর খুব গর্জন করিয়া বলিলেন—তুমি সারা জীবন বিস্‌মিল্লার ঘরে রহিয়াছ। আরামে বসবাস করিতেছ। যাহার সামনে কিতাব রাখিয়াছ তিনি তোমাকে আদর করিয়া পড়াইয়াছেন। তালিবুল ইল্মদের সম্মান তুমি কি জানিবে! যদি সফর করিতে হইত এবং ভিক্ষা করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে হইত, তাহা হইলে অবস্থা বুঝিতে পারিতে। তালিবুল ইল্মদের সম্মান আমার নিকট হইতে জানিয়া নাও। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে আমার তালিবুল ইল্মদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার কর, তাহা হইলে অবস্থা বুঝিতে পারিবে। আল্লামা নিরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকিলেন। কিছু বলিবার স্পর্ধা পাইলেন না। (তাজকিরায় গওসীয়া ১২৩ পৃষ্ঠা)

ইল্মে হাদীসের সনদ

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর সুযোগ্য সাহেবজাদা শাহ আব্দুল ক্বাদের মুহাদ্দিস দেহলবীর নিকট হইতে হাদীস শাস্ত্রের সনদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথাক্রমে তাঁহার সনদের সূত্র জগৎ বিখ্যাত ইমাম বোখারী পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। যথা-(১) আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী, (২) শাহ আব্দুল ক্বাদের মুহাদ্দিস, শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস, (৩) শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস, (৪) আবু তাহের মাদাণী, (৫) শায়েখ ইব্রাহীম কারদী, (৬) আহমাদ কাশ্‌শাশী, (৭) আশ্‌ শাম্‌স মোহাম্মাদ বিন আহমাদ রামলী, (৮) জায়েন যাকারিয়া আনসারী, (৯) হাফিজ ইবনো হাজার আসকালানী, (১০) ইব্রাহীম বিন আহমাদ তানুখী, (১১) শায়েখ আহমাদ বিন আবি তালেব হাজ্জাজ, (১২) আবু আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন বিন মুবারক বাগদাদী, (১৩) আবুল ওয়াক্ত আব্দুল আউওয়াল বিন ঈসা, (১৪) জামালুল ইসলাম আবুল হাসান আব্দুর রহমান বিন মোহাম্মাদ, (১৫) আবু মোহাম্মাদ আব্দিল্লাহ বিন আহমাদ, (১৬) আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ বিন ইউসুফ, (১৭) আবু আব্দিল্লাহ মোহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বোখারী।

ইল্মে মানতেক বা দর্শনশাস্ত্রের সনদ

আল্লামা নিজ পিতা—ইল্মে মানতেকের ইমাম মাওলানা ফজলে ইমামের নিকট হইতে ইল্মে মানতেক-এর সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সনদ সূত্র যথাক্রমে হজরত ঈদ্‌রীস আলাইহিস্‌ সালাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। যথা,- -(১) আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী, (২) মাওলানা ফজলে ইমাম খয়রাবাদী, (৩) মাওলানা আব্দুল ওয়াজিদ কেরমাণী, (৪) মোল্লা মোহাম্মাদ আ'লাম সান্দিলোবী, (৫) মাওলানা কামালুদ্দীন সাহালবী, (৬) মোল্লা কুতবুদ্দীন শহীদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহালবী ও মোল্লা আমানুল্লাহ বেনারসী, (৭) মাওলানা দান্‌ইয়াল জুরাসী, (৮) মাওলানা আব্দুস্ সালাম দাবুহী, (৯) মাওলানা আব্দুস্ সালাম লাহূরী, (১০) আমীর ফাতাউল্লাহ শীরাজী।

মাওলানা দানিয়াল জুরাসীর সূত্র আল্লামা জালালউদ্দীন মোহাম্মাদ আসয়াদ মুহাক্কিকে দাউয়াণী পর্যন্ত পৌঁছায়। অনুরূপ আল্লামা দাউয়াণীর সূত্র আবুল হাসান জারজাণী পর্যন্ত পৌঁছায়। অনুরূপ আল্লামা জারজাণীর সূত্র বুআলী বিন সীনা পর্যন্ত পৌঁছায়। বুআলী সিনার সূত্র আবু নাসার ফারাবী পর্যন্ত এবং ফারাবীর সূত্র আরাস্তাতালিস্ পর্যন্ত পৌঁছায়। আরাস্তাতালিসের সূত্র ফিসাগাউরীয়াস পর্যন্ত পৌঁছায়। ইনি ছিলেন হজরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের সাহাবীদের শিষ্য। ফিসাগাউরীয়াসের সূত্র হজরত ঈদ্রীস্ আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছায়। যাহাদের নাম ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করা হইল, তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন ইল্মে মানতেকের ইমাম। ইউনানের 'ইল্মে মানতেক'-এর শেষ মুজতাহিদ ছিলেন আরাস্তাতালিস। অনুরূপ হিন্দুস্তানের 'ইল্মে মানতেক'-এর শেষ মুজতাহিদ হইলেন আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী।

আল্লামার কলমে

আল্লামার মধ্যে অলসতা ছিল না। সব সময় লেখালেখি ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি বহু কিতাব লিখিয়াছেন। যথা, - (১) আল্ জিনসুলগালী শারহে জাওয়াহিরুল আলী, (২) হাশিয়ায় উফকুল মুবীন, (৩) হাশিয়ায় তালখীসুশ্ শিফা, (৪) হাশিয়ায় শারহে সুল্লাম, (৫) আল্ হিদায়াতুস্ সা'দিয়া, (৬) রিসালায় তাশকীকে মাহিয়াত, (৭) রিসালায় কুল্লি তাবয়ী, (৮) রিসালায় ইল্ম ও মা'লুম, (৯) আর্ রওজুল মাজুদ ফি তাহকীকে হাকীকাতুল অজুদ, (১০) রিসালায় কাতে গউরিয়াস, (১১) রিসালায় তাহকীকে হাকীকাতুল আজসাম, (১২) আস্ সাওরাতুল হিন্দীয়া, (১৩) কাসায়েদে ফিৎনাতুল হিন্দ,

(১৪) মাজমুয়াতুল কাসায়েদ, (১৫) ইমতেনাউন্নাজীর, (১৬) তাহকীকুল ফাতাওয়া, (১৭) শারহে তাহজীবুল কালাম। 'হিদায়া সা'দীয়া' নামক কিতাবটি ভারত ও বর্হিভারতের সর্বত্র মাদ্রাসার কোর্সভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। মাওলানা ফজলে ইমাম হাতীর পিঠে আল্লামাকে যাহা পড়াইতেন তাহার সমষ্টি হইল 'হাদ্ইয়ায় সা'দীয়া'। ইল্মে হাদীসের সনদ হইতে এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহা 'বাগিয়ে হিন্দুস্তানের' ১৭৪ হইতে ১৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আল্লামার আধ্যাত্মিক গুরু

আল্লামা হানাফী মাজহাব অবলম্বী ছিলেন। এই কারণে তিনি মাওলানা ইসমাঈল দেহলবীর সহিত 'আমীন বিল জাহার' ও 'রাফয়ে ইয়াদাইন' ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ করিয়া ছিলেন। ইসমাঈল দেহলবী বদ্‌মাজহাব ও বদ্ আকীদার মানুষ ছিলেন। তিনি হানাফী মাজহাবের বিপরীত আমল আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া তিনি 'ইমকানে নজীর'-এর মসলায় গোমরাহ হইয়াছিলেন। পরে সম্ভব হইলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। আল্লামা চিশ্‌তীয়া তরীকা ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন শাহ ধুমান দেহলবী। (বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২০২ পৃষ্ঠা)

আল্লামার শিষ্যগণের নাম

ভারতে ওলীউল্লাহ খান্দানে যেমন ইল্মে হাদীসের চর্চা ছিল, তেমনই ইল্মে মানতেকের চর্চা ছিল খয়রাবাদে আল্লামার খান্দানে। আরব, ইরাণ, বোখারা ও আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা ইল্মে হাদীস ও ইল্মে মানতেক এর উদ্দেশ্যে চলিয়া আসিতেন এই দুই খান্দানী দরবারে। আল্লামা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফজলে হক্ক ১৮০৯ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক দর্‌স দিয়া অগণিত শিষ্য তৈরী করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার শিষ্যদের সঠিক তালিকা প্রদান করা কাহার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে বিশিষ্ট শিষ্যদের কতিপয় নামের একটি তালিকা প্রদান করা হইতেছে। এই শিষ্যগণ প্রত্যেকেই ছিলেন ইল্মে মানতেক এর ইমাম। যথা, (১) শামসুল উলামা মাওলানা আব্দুল হক্ক-বিন ফজলে হক্ক খয়রাবাদী (২) সাঈদুন্নিসা বিনতে ফজলে হক্ক (৩) মাওলানা হিদায়তুল্লাহ খান (৪) মাওলানা ফায়জুল হাসান রামপুরী (৫) মাওলানা জামীল আহমাদ বলগ্রামী (৬) মাওলানা সুলতান হাসান বেরেলবী, (৭) মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল্লাহ বলগ্রামী (৮) মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের বিন শাহ ফজলে রসুল বাদাউনী (৯) শামসুল উলামা আব্দুল হক্ক বিন শাহ গোলাম রসুল কানপুরী (১০) মাওলানা হিদায়েত আলী বেরেলবী (১১) মাওলানা গোলাম কাদের গোপামুবী (১২) মাওলানা খয়রুদ্দীন (১৩) মাওলানা আব্দুল আজীজ সান্ডালী (১৪) মাওলানা আব্দুল আলী রামপুরী (১৫) মাওলানা হাকীম মোহাম্মদ ফাইয়াজ (১৬) মাওলানা মুসা খান (১৭) মাওলানা মোল্লা নওয়াব (১৮) মাওলানা কালান্দার আলী জুবাইরী (১৯) মাওলানা কালান্দার বখশ পানিপাতী (২০) মাওলানা হাকীম মোহাম্মদ হাসান আমরুহী (২১) মাওলানা দাদার বখ্‌শ পাঞ্জাবী (২২) মাওলানা সাইয়েদ আলী সাসওয়ানী (২৩) নওয়াব ইউসুফ আলী খান রামপুরী (২৪) মাওলানা আহসান গিলানী (২৫) মাওলানা শাহনূর আহমাদ, (২৬) মাওলানা নুরুল হাসান (২৭) মাওলানা আবু আহমাদ মুরাদ আলী (২৮) নওয়াব কালবে আলী খান (২৯) আবু আহমাদ মুরাদ আলী।

আল্লামা মুনাজারাহ করিয়াছিলেন

যেহেতু আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী ছিলেন খাঁটী সুন্নী হানিফী। তিনি হানাফী মাজহাব বিরোধী কোন কাজ মানিয়া লইতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। অনুরূপ তিনি আহলে সুন্নাতের বর্হিভূত আক্বীদাহ বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেন না। এই কারণে যখন শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দিস দেহলবীর পৌত্র ও শাহ আব্দুল গণীর পুত্র মাওলানা ঈসমাঈল দেহলবী প্রকাশ্যে হানাফী মাজহাব বিরোধী আমল আরম্ভ করিয়া ছিলেন এবং আহলে সুন্নাতের বিপরীত আক্বীদাহ পোষণ করতঃ ওহাবী মতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্‌হাব নজদীর 'কিতাবুত্ তাওহীদ' এর অনুকরণে 'তাকবিয়াতুল ঈমান' লিখিয়া উপমহাদেশের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিতে ছিলেন। তখন খোদার সিংহ আল্লামা ফজলে হক্ক-খয়রাবাদী গর্জিয়া উঠিয়া ছিলেন এবং বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে উহার খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আল্লামার অতুলনীয় কিতাব 'তাহকীকুল ফাতওয়া' ও 'ইমতেনাউন্ নাজীর' ইত্যাদি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই কিতাব গুলিতে ইসমাঈল দেহলবীর গোমরাহী দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

ইসমাঈল দেহলবী 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়া ছিলেন,- "আল্লাহ তায়ালার শান ইহাই যে, তিনি ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্তে 'হইয়া যাও' বলিয়া কোটি কোটি নবী, ওলী জ্বিন, ফিরিশ্‌তা, জিব্রাঈল এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সমতুল্য পয়দা করিয়া ফেলিবেন।" —ইহা সম্ভব, না অসম্ভব। এ বিষয়ে দিল্লির জামে মসজিদে ইসমাঈল দেহলবীর সহিত আল্লামার মুনাজারাহ হইয়াছিল। এই মুনাজারাতে ইসমাঈল দেহলবী শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন। আল্লামা কোরআন, হাদীসের আলোকে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাই হি অ সাল্লামের ন্যায় দ্বিতীয় মোহাম্মাদ পয়দা করা অসম্ভব। ইহাতে খোদার খোদায়ীতে কোন কলঙ্ক আসিবে না। ইহা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আল্লামার কিতাব গুলি পাঠ করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

একান্ত প্রয়োজন। এক কথায়, ঈমান ও ইসলামের ব্যপারে ইসমাঈল দেহলবীর সহিত যেমন আল্লামার মত বিরোধ ছিল, তেমন রাজনৈতিক জীবনেও পরস্পর বিরোধী ছিলেন। বলাই বাহুল্য, ইসমাঈল দেহলবী আল্লামার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইংরেজের এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আল্লামার রাজনৈতিক জীবন

আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী খোদা প্রদত্ত প্রতিভায় ও দূরদর্শিতায় ভারতের ভবিষ্যত উপলব্ধি করিতে ছিলেন। তিনি নিজের অনিচ্ছায় কেবল পিতার ইচ্ছায় ও আদেশে ১৮১৫ সাল হইতে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ ষোল বৎসর কাল খুব নিকট হইতে ইংরেজদের জঘন্য চক্রান্ত দেখিয়াছিলেন। আল্লামা তাঁহার লিখিত 'আস্ সাওরাতুল হিন্দীয়া' নামক কিতাবে ইংজেরদের চক্রান্তের বহু কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, (১) ইংরেজরা মুসলমানদের শিশুদিগকে খৃষ্টানী শিক্ষায় গড়িবার জন্য শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে স্কুল খুলিয়াছিল এবং ইসলামী মাদ্রাসাগুলি ধ্বংস করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালাইতেছিল। (২) নগদ মূল্যে সমস্ত শস্যাদি ও খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইত, যাহাতে মানুষ তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করিতে না পারে। (৩) মুসলিম বালকদের খাৎনা নিষিদ্ধ করণ ও মুসলিম মহিলাদের পর্দা প্রথা উচ্ছেদ করতঃ ঈমানদারদিগকে বিভিন্ন প্রকার ফিৎনার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া এবং ইসলামী কানুন খতম করিবার জঘন্য চেষ্টা চালাইয়াছিল। (৪) মুসলমান সৈন্যদের শুকরের চর্বি ও হিন্দু সৈন্যদের গরুর চর্বি জিহ্বাতে লাগাইতে বাধ্য করিয়াছিল। ফলে হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যরা উত্তেজিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যরা বহু ইংরেজ সৈন্যকে হতাহত করিয়া মীরাট দুর্গ হইতে দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিল এবং ভারত স্বাধীনের জন্য ইংরেজ সৈন্যদের সহিত লড়াই শুরু করিয়াছিল ইত্যাদি।

আল্লামা শৈশবকাল হইতেই দিল্লীতে বসবাস করিয়া আসিয়াছেন। যখন দিল্লীতে ইংরেজদের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখন তিনি দিল্লী হইতে লখ্নৌ পৌঁছিয়াছিলেন। দিল্লীর অপেক্ষা লখ্নৌর অবস্থা আরো ভয়াবহ দেখিয়া তিনি ১৯৫৬ সালে লখ্নৌ ত্যাগ করতঃ আল্ওয়ার চলিয়া যান। আলওয়ারের রাজার সহিত ইংরেজদের অত্যাচারের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উহাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দান করতঃ মানুষকে খুব সোচ্চার করিয়া ১৮৫৭ সালের মে মাসে আবার দিল্লীতে চলিয়া আসেন। আল্লামার প্রচেষ্টায় ও পরামর্শে ১৮৫৭ সালে ১১ই মে মীরাঠের বিদ্রোহী সৈন্যরা দিল্লীর উপর আক্রমণ করিয়া দেয় এবং চরমভাবে হতাহত করিতে থাকে। এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিল্লীর বাদশা। আল্লামা সব সময়ে বাদশার সহিত পরামর্শে শরীক থাকিতেন। ইহার সত্যতা উদ্ঘাটন হইয়া থাকে মুন্শী জৈয়ূন লালের ডায়রী হইতে। জৈয়ূন লাল লিখিয়াছেন– "১৮৫৭ সালে ১৬ই আগষ্ট মৌলবী ফজলে হক্ব শাহী দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি দরবারে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন এবং সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে বাদশার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালে ২রা সেপ্টেম্বর বাদশাহ সাধারণ দরবারে উপস্থিত হইলে মির্জা ইলাহী বখ্শ, মৌলবী ফজলে হক্ব, মীর সাঈদ আলী খান ও হাকীম আব্দুল হক্ব আদাব জানাইয়াছেন। ১৮৫৩ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর মৌলবী ফজলে হক্ব সংবাদ দিয়াছেন যে, মথুরার সৈন্য আগ্রা চলিয়া গিয়াছে এবং ইংরেজদের পরাস্ত করিবার পর শহরের উপর আক্রমণ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর বাদশাহ বিশেষ দরবারে ছিলেন। ঐ দরবারে উপস্থিত ছিলেন হাকীম আব্দুল হক্ব, মীর সাঈদ আলী খান, মৌলবী ফজলে হক্ব, বদরুদ্দীন খান এবং সমস্ত বড় বড় নেতাগণ"। (গদর কী সুবাহ ও শাম জৈয়ূন লাল লিখিত ডায়রী ২১৭,২৪০,২৪৬, ও ২৪৭ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২১৪ পৃষ্ঠা)

উক্ত ডায়েরী হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হইতেছে যে, আল্লামা স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিহাদের ফতওয়া প্রদান

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী কেবল ইসলাম দুশমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। বরং সর্ব প্রথম উহাদের বিরুদ্ধে নিজ হস্তে জিহাদের ফতওয়া লিখিয়া ছিলেন এবং দিল্লীর জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে উক্ত ফতওয়া নিজেই পাঠ করিয়া শুনাইয়া ছিলেন। নিজের প্রাণের আশা না করিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে এমনই উত্তেজনামূলক ভাষণ দিয়াছিলেন যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে জিহাদী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে মানুষ মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আল্লামা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়ায় উলামায় কিরামগণের দস্তখত করাইয়াছিলেন। মুফতী সদরুদ্দীন খান, মৌলবী আব্দুল ক্বাদের, কাজী ফায়জুল্লাহ দেহলবী, মাওলানা ফায়েজ আহমাদ বাদায়ূনী, ডক্টর মৌলবী ওজীর খান আকবার আবাদী, সাইয়েদ মুবারক শাহ রামপুরী, প্রমুখ সাক্ষর করিয়াছিলেন। ফলে ফতওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি হইয়া যায়। সারাদেশ ব্যাপী এই ফতওয়াটি প্রচার করা হইলে দেশের সর্বত্র বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। হিন্দুস্তানের সর্বত্র ইংরেজ বিরোধী হাঙ্গামা শুরু হইয়াছিল। দিল্লীতে নব্বই হাজার সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়াছিল। (নাংগে দ্বীন নাংগে অত্বন ১৬৮ পৃষ্ঠা, বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২১৫ পৃষ্ঠা)

ইহা আদৌ অস্বীকার করিবার নয় যে, আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্ব্বস্তরে মহানায়ক রূপে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন হিন্দুস্তানের বড় বড় আলেমগণ। তবুও এক শ্রেণীর হিংসুক ওহাবী ঐতিহাসিক আল্লামার সত্য ইতিহাসকে লুকাইবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। অনেক ঐতিহাসিক যাহারা আদৌ নিরপেক্ষ নন, তাহারা মনের ইচ্ছা না থাকিলেও কলমের ইচ্ছায় আল্লামার কর্ম্ম জীবনের বহু সত্য ঘটনা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন মুসলিম ও অমুসলিম এবং দেশ ও বিদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখকদের অভিমত উদ্ধৃত করা হইতেছে।

ইংরেজ লেখক মিষ্টার হান্টার

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর ইন্তেকালের নয় বৎসর পর সুবিখ্যাত ইংরেজ লেখক মিষ্টার হান্টার কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত মাদ্রাসার প্রধান মুদার্‌রিস মাওলানা আব্দুল হক্ক খয়রাবাদীর পিতা আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বর্তমান হেড মৌলবী সেই আলেমে দ্বীনের সাহেবজাদা, যাহাকে ১৮৫৩ সালের আন্দোলনে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। তাহার নিজের অপরাধের কারণে হিন্দুস্তানের এক সমুদ্র দ্বীপে সারা জীবনের জন্য দেশান্তর করা হইয়াছিল। এই 'গাদ্দার' আলেমে দ্বীনের লাইব্রেরী সরকার করায়ত্ব করিয়া লইয়াছিল। এখন কলিকাতার কলেজে মৌজুদ রহিয়াছে।" (হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান ২৯৪ পৃষ্ঠা, অনুবাদক ডক্টর সাদেক হুসাইন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৫ সালে, লাহোর, সংগৃহীত নাংগে দ্বীন ১৭৭ পৃষ্ঠা)

ইহার পরেও কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, আল্লামা কট্টর ইংরেজ বিরোধী ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন মিষ্টার হান্টার যে, আল্লামাকে সারা জীবনের জন্য দেশান্তর করা হইয়াছিল। কেবল তাই নয়, তিনি আল্লামাকে 'গাদ্দার' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

জরুরী বিজ্ঞাপন

আমার লেখা নিম্নের কিতাবগুলি অবশ্যই পাঠ করিবেন — (ক) সেই মহানায়ক কে? (খ) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ (গ) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য ইত্যাদি। এই কিতাবগুলি পাঠ করিলে আশা করি ওহাবীদের সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ম্যাডাম পোলোনাস্কায়া

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাইন্স অ্যাকাডেমির এক বিশেষ সদস্য ম্যাডাম পোলোনাস্কায়া লিখিয়াছেন – "মাওলানা ফজলে হক্ক আলওয়ার পৌঁছিয়া সেখানে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যে সমস্ত জমিদার বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপদ নয়। মূলতঃ ক্ষমতা তাহাদেরই হইবে। মাওলানা ফজলে হক্কের সমসাময়িকগণ এবং তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার বহু চিঠির উদ্ধৃতি দিয়াছেন। যে চিঠিগুলি তিনি বিভিন্ন নেতাদের নিকটে লিখিয়া ছিলেন। মাওলানা ঐ চিঠিগুলিতে বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। আন্দোলনের সময় মাওলানা ইংরেজ বিরোধীদের দলে ছিলেন।"..... "মাওলানা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের থেকে দেশকে আজাদ করা।" (পাক্ষিক সোভিয়েত দেশ, দিল্লী, ১০ই জুলাই ১৯৫৮ সাল, সংগৃহীত বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২৭৭ পৃষ্ঠা)

দিল্লীর বিখ্যাত সাংবাদিক চুন্নিলাল

সেই যুগে বিখ্যাত সাংবাদিক চুন্নিলাল ১৯ শে মে ১৮৫৭ সালে সংবাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন– "উলামায়ে ইসলাম সমস্ত শহরের মুসলমান বাসিন্দাদের একত্রিত করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কাফেরদের হত্যা করিলে বড় পূণ্য পাওয়া যায়। হাজার হাজার মুসলমান উহাদের পতাকা তলে সমবেত হইয়াছেন।" (বাহাদুর শাহ জাফর কা মুকাদ্দামা ১১৭ পৃষ্ঠা)–চুন্নিলাল আরো লিখিয়াছেন—"মৌলবী ফজলে হক্ক তাঁহার বক্তৃতায় সবসময় সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করিতেছেন।" (আখাবারে দেহলী, ২৭৩ পৃষ্ঠা, ১২৭ নং ফাইল, সংগৃহীত ফজলে হক্ক খয়রাবাদী আওর সাম্রে সাতাওন ৪৮ পৃষ্ঠা, হাকীম মাহমুদ আহমাদ বর্কাতী)।

মুফতী ইন্তেজা মুল্লাহ

মুফতী সাহেব লিখিয়াছেন–"ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাওলানা ফজলে হক্ক জিহাদের ফতওয়া দিয়াছিলেন। এই ফতওয়ার উপর মুফতী সাদরুদ্দীন, মৌলবী ফায়েজ আহমাদ বাদায়ুনি ও মৌলবী ওজীর খান আকবারাবাদী প্রমুখ ব্যক্তিগণের দস্তখত করানো হইয়াছিল।—জজের সম্মুখে মাওলানার উপস্থিতিতে সরকারী সাক্ষীকে আনা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, – যিনি জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি এই ফজলে হক্ক নন। তিনি অন্য লোক। সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রথম বিবরণ সঠিক। এখন ভুল বলিতেছেন। আমার উপর যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সত্য। আমি ফতওয়া লিখিয়াছি। আজও আমার এই সিদ্ধান্ত। জজ যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি লিখিলেন। মাওলানা উহা হাস্যবদনে গ্রহণ করতঃ আন্দামান চলিয়া গেলেন।" (উলামায়ে হক্ক আওর উনকী মাজলুমীয়াত কি দাস্তানেঁ ৫৬ পৃষ্ঠা)

প্রফেসার আইউব ক্বাদেরী

"১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধে মাওলানা ফজলে হক্ক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে জেনারেল বখ্ত খানের সঙ্গী ছিলেন। লখ্নৌতে বেগম হজরত মহল কোর্টের সদস্য ছিলেন। শেষে গ্রেফ্তার হইয়াছিলেন। মুকাদ্দামা চলিয়াছিল এবং সমুদ্র পার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি হইয়াছিল। .....আন্দামান ও নিকোবরের অবস্থান কালে আল্লামা খয়রাবাদীর দুইটি স্মরণীয় জিনিষ রহিয়াছে। একটি 'আস্ সাওরাতুল হিন্দীয়া', অপরটি 'কাসায়েদুল ফিৎনাতিল হিন্দীয়া'। .....এই রিসালা এবং কাসীদাহ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান।" (জাজায়েরে আন্দামান ও নিকোবর মে মুসলমানোঁ কি ইল্মী খিদমাত, ত্রৈমাসিক উর্দু করাচি, ৬৮ সাল, ৬১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ডক্টর আবুল লাইস

"মুসলমানদের স্বসম্মানে জীবন ধারণের জন্য শেষ বারের মত প্রেরণা দিতে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মুফতী সাদরুদ্দীন আজারদাহ এবং মৌলবী ফজলে হক্কও ছিলেন। মাওলানা ফজলে হক্ক ফতওয়া প্রদানের পরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়াছিলেন এবং শেষে দিল্লী পৌঁছিয়াছিলেন। .....মাওলানা ফজলে হক্কের মরামর্শ কেবল গোপন সভায় সীমিত ছিল না। তিনি জেনারেল বখ্ত খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং পরামর্শ দিয়াছেন। শেষে জুমার নামাজের পর দিল্লীর লাল মসজিদে উলামাদের সামনে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং ফতওয়া পেশ করিয়াছেন।" (মুজাল্লায়ে খিয়াল লাহোর, সানে সাতাওন নাম্বার ২৬৩/২৬৪ পৃষ্ঠা)

হোসাইন আহমাদ মাদানী

অযোধ্যাবাসী মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন—"মাওলানা (ফজলে হক্ক) এর প্রতি যে সমস্ত অভিযোগ ছিল, তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেকটির খণ্ডন করিয়াছেন। যে সাংবাদিক ফতওয়ার সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সমর্থন করতঃ বলিয়াছেন,- এই সাক্ষী প্রথমে সত্য কথা বলিয়াছিলেন এবং রিপোর্ট সঠিক লিখাইয়াছিলেন। এখন আদালতে আমার আকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়া গিয়াছেন এবং মিথ্যা বলিতেছেন। উক্ত ফতওয়া সঠিক এবং আমারই লিখিত। আজ এই মুহূর্তেও উহাই আমার সিদ্ধান্ত। জর্জ বার বার আল্লামাকে বাধা প্রদান করিতেছিলেন যে, আপনি কি বলিতেছেন! সাংবাদিক আদালতের মোড় এবং আল্লামার ভয়ঙ্কর ও ভদ্র আকৃতি দেখিয়া না চিনিবার ভান করতঃ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ইনি সেই মাওলানা ফজলে হক্ক নন, তিনি অন্য ছিলেন। সাক্ষী সুন্দর আকৃতি ও পবিত্র গুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্লামার দৃঢ়তা দেখুন, খোদার বাঘ গর্জন করিয়া বলিতেছেন—উক্ত ফতওয়া সঠিক, আমার লিখিত এবং আজ এই মুহূর্তেও আমার এই সিদ্ধান্ত।" (নকশে হায়াত ২য় খণ্ড৫২ পৃষ্ঠা)

মাদানী সাহেব আরো লিখিয়াছেন—"মাওলানা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী সাহেব যিনি সংগ্রামের বড় নায়ক ছিলেন এবং বেরেলী, আলীগড় ও উহার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সংগ্রামের সময় গভর্ণর ছিলেন। শেষে তাঁহাকে বাড়ী হইতে গ্রেফ্তার করা হইয়াছিল। ..... খোদার বান্দা এই প্রকার হইয়া থাকেন। তিনি প্রাণের পরোয়া না করিয়া প্রাণ দিতে ময়দানে নামিয়াছিলেন।" (তাহরীকে রেশমী রোমাল ৬৪/৬৫ পৃষ্ঠা)

রাঈস্ আহমাদ জা'ফরী

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জনাব রাঈস আহমাদ জা'ফরী সাহেব লিখিয়াছেন—"আল্লামা ফজলে হক্ক ইংরেজদের বিতাড়িত করিবার জন্য রীতিমত সমস্ত আন্দোলনে জান প্রাণ দিয়া অংশ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং যখন আন্দোলন আরম্ভ হইল, তখন তিনি বিনা চিন্তায় শরীক হইয়া গেলেন। তিনি বাহাদুর শাহের খুবই বিশ্বস্ত ও নিকটস্থ ছিলেন। সব সময় তাহার দরবারে উপস্থিত হইতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে তাহাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টা এই ছিল যে, স্বাধীনতা আন্দোলন কামিয়াব হউক এবং ইংরেজ চিরদিনের জন্য দেশ থেকে বিদায় হইয়া যাক। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরের ন্যায় প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যে সমস্ত রাজা মহারাজা ও হিন্দুস্তানের বড় বড় নেতার যোগাযোগ ছিল, তাহারা প্রত্যেককে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করাইবার জন্য চেষ্টা চালাইয়াছিলেন।"
(বাহাদুর শাহ জাফর আওর উনকা আহাদ ৮৮২ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুস্তাকীম আহসান হামিদী

ফাজেলে দেওবন্দ মাওলানা মুস্তাকীম আহসান হামিদী লিখিয়াছেন— "মাওলানা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইতিহাসের সেই সমস্ত বীর পুরুষ ও নির্ভীক মুজাহিদগণের একজন ছিলেন। যাহাদের অসাধারণ হিম্মৎ, বীরত্ব ও নির্ভীকতা দুনিয়াকে আশ্চর্য করিয়া দিয়াছে।—মাওলানা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী "অত্যাচারী রাজার সামনে ন্যায় কথা বলাই সব চাইতে বড় জিহাদ" ইহার ফরজ আদায় করিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য জীবন আন্দামানের কারাবাসে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী প্রমুখ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়া মুসলমানদিগকে উহাদের সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।—মাওলানা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীকে বিদ্রোহী বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছিল। জিহাদের ফতওয়া প্রদানের কারণে তাঁহার সীতাপুর হইতে গ্রেফ্‌তার করিয়া লখ্‌নৌ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।" (সাপ্তাহিক, খুদ্দামুদ্ দ্বীন, লাহোর, ৯/১০ পৃষ্ঠা, ২৩ শে নভেম্বর ১৯৬২ সাল, বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২৭৩ পৃষ্ঠা)

গোলাম রসুল মোহর

গোলাম রসুল মোহর সাহেব লিখিয়াছেন — "মাওলানা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বেও মানুষ জিহাদের পতাকা উড়াইয়াছিলেন। মাওলানা পৌঁছিয়া গেলে মুসলমানদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে যথারীতি একটি ফতওয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ঐ ফতওয়ার উপর দিল্লীর উলামাদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল। আমার ধারনা যে, মাওলানা ফজলে হক্কের পরামর্শ অনুযায়ী ঐ ফতওয়াটি তৈরী হইয়াছিল এবং তাহার ব্যবস্থাপনায় উলামাদিগের স্বাক্ষর করানো হইয়াছিল।" (১৮৫৭ কে মুজাহিদ ২০৬ পৃষ্ঠা)

হামিদ হাসান ক্বাদেরী

১৮৫৯ সালে যখন হাঙ্গামার পর ইংরেজরা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন অন্যান্য মানুষদের সাথে মাওলানা ফজলে হক্ককেও অপরাধী সাব্যস্ত করা হইল এবং সমুদ্র দ্বীপে কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল। (দাস্তানে তারিখ উর্দু ৩২৯ পৃষ্ঠা)

মোহাম্মদ ইসমাঈল পানিপাতী

১৮৫৭ সালে যখন দিল্লীতে বড় হাঙ্গামা দেখা দিয়াছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা ফজলে হক্ক দিল্লী পৌঁছিয়া যান এবং জিহাদের ফতওয়া প্রদান করেন এবং জেনারেল বখ্‌ত খানের সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাহাকে খুব সাহায্য করেন। (মুজ্জাল্লায়ে লায়েল ও নাহার, লাহোর, ১৮৫৭ সালের আজাদী নাম্বার ২৮ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদাহ উনাইস ফাতিমাহ

"প্রধানদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল বখ্‌ত খান, ফীরোজ শাহ, নানারাঁও, নবাব তাজাম্মুল হুসাইন খান, জেনারেল মাহমুদ খান এবং উলামাদের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন মৌলবী আহমাদুল্লাহ, মৌলবী লিয়াকত আলী এবং মৌলবী ফজলে হক্ক খয়রাবাদী।" (১৮৫৭ কে হীরো ৭০ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সুলাইমান নদভী

"মারহুম (মাওলানা ফজলে ইমাম) এর প্রতিনিধি — পুত্র এবং শিষ্য মাওলানা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী ছিলেন। যিনি দর্শন শাস্ত্রের প্রাণ দিয়া যুগের ইবনো সীনা নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা তাহার নিকটে আসিত। তিনি দর্শন ও ফিলোজোফীকে নতুন ভাবে প্রচলন দিয়াছেন। স্বাধীনতার হাঙ্গামায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আন্দামানে পাঠানো হইয়াছিল। সেখানে ১২৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।" (হায়াতে শিবলী ২২/২৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

'আজ্ জোবাইর' পত্রিকার একাংশ

মাওলানা ফজলে হক্ব জামে মসজিদে ফতওয়া পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। উলামাদের স্বাক্ষর নিয়াছেন। এই ফতওয়া প্রচারের পর স্বাধীনতা সংগ্রাম মজবুত হইয়াছিল। শেষে কেস চলাকালীন আল্লামা ফজলে হক্ব খুব দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই ফতওয়া তাঁহারই লেখা এবং তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই রায় পরিবর্তন করা হইবে না।

মাওলানা ফজলে হক্ব একদিন জুমার নামাজের পর জামে মসজিদে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফতওয়া পাঠ করিয়া শুনাইলে অনেকের জন্য চিন্তার কারণ হইয়া যায়। উক্ত ফতওয়ার উপরে মুফতী সাদরুদ্দীন ও আরো পাঁচজন আলেমের স্বাক্ষর ছিল। উহা প্রচার হইতেই সংগ্রামের শক্তি বাড়িয়া যায় এবং বহুস্থানে ইংরেজদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। জাকাউল্লাহর ইতিহাস অনুযায়ী এই ফতওয়া প্রচারের পর দিল্লীতে নব্বই হাজার সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। আল্লামা সরকারী উকিলের মুকাবালায় নিজেই জেরা করিয়াছিলেন। সমস্ত অভিযোগের উত্তর নিজেই দিয়াছিলেন। কিন্তু ফতওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন যে, উহা সঠিক এবং আমার লেখা এবং আজও উহাই আমার সিদ্ধান্ত।" ('আজ জোবাইর' ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান—তাহরীকে আযাদী নাম্বার, ১৯৭০ সাল ৯২ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত ইমতিয়াজে হক্ব ৩২/৩৩ পৃষ্ঠা)

'তাহরীক' পত্রিকার একাংশ

"বিচার দুই জজের দায়িত্বে ছিল। জর্জ ক্যাম্বেল, জুডিশনাল কমিশনার এবং মেজর বার্ণ, প্রতিনিধি কমিশনার খয়রাবাদ ডিভিশন। এই যৌথ আদালত ১৮৫৯ সালে ৪ঠা মার্চ রায় লিখিয়াছিল.....আদালতের নজরে প্রমাণ হইয়াছে যে, অপরাধী বিনা কারণে বাহাদুরী দেখাইতে প্রকাশ্যে এই ফতওয়া প্রদান

করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল হত্যাকাণ্ডে প্রেরণা দেওয়া। ইনি কোরআনের আয়াত পাঠ করিয়াছেন এবং ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়াছেন। আবার জোর দিয়াছেন যে, ইংরেজদের কর্ম্মচারীরা কাফের, মুর্তাদ। এই কারণে শরীয়তের নিকটে উহাদের শাস্তি হত্যা করা বরং বিদ্রোহী নেতাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, উহাদের হত্যা না করিলে খোদার কাছে অপরাধী হইবে।" (তাহরীক, দিল্লী, জুন সংখ্যা, ১৯৬০ সাল, সংগৃহীত ইমতিয়াজে হক্ব ৪১ পৃষ্ঠা)

এ পর্যন্ত উদ্ধৃতির আলোকে যাহা দেখানো হইল, নিশ্চয় ইহার পরে কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, আল্লামা প্রকৃতই স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন। তিনি তাঁহার মুক্তির জন্য জজের প্রদান করা সমস্ত সুযোগে লাথি মারিয়া, জিহাদের ফাতওয়া বলবৎ রাখিয়া, হাসিমুখে কারাবরণ করিয়াছিলেন। মোট কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহানায়ক আল্লামা ফজলে হক্বের অবদানের কথা কোনদিন ভুলিবার নয়।

আল্লামার শেষ পরীক্ষা

"আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যখন আল্লামা ফজলে হক্ব নিজের মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। উঠিতে বসিতে পাশ ফিরিতে পারিতেন না। কাহারো সাহায্য ছাড়া বসিতে পারিতেন না। জীবনের শেষ সময় ছিল। মৃত্যু পদ চুম্বন করিতে আসিতেছিল। জীবন বিপদ লইয়া বিদায় লইতেছিল। জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে তাঁহার ঈমানের একটি শক্ত পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছিল। যাহার উদাহরণ পাওয়া খুবই বিরল। সুতরাং এই বিপদ ও চাঞ্চল্যকর অবস্থায় জনৈক ইংরেজ অফিসার আসিয়া আল্লামাকে বলিলেন — যদি আপনি কেবল এতটুকু বলিয়া দেন যে, আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে ফতওয়া প্রদান করিয়াছি, উক্ত ফতওয়ার প্রতি আমার দুঃখ হইতেছে। আমি এখনই আপনাকে মুক্তি দিব এবং আমার দায়িত্বে আপনার সন্তানাদির নিকটে পৌঁছাইয়া দিব। মৃত্যু শয্যার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই দুর্বলের দুর্বল; যিনি বসিয়া ঔষধ পান করিতে অক্ষম ছিলেন। এই প্রস্তাব শোনা মাত্রই বসিয়া বাঘের ন্যায় গর্জন কণ্ঠে ইংরেজ অফিসারকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে এই প্রকার একটি নয়, হাজার জীবন দান করিলেও ফজলে হক্ব ইহাই বলিবে–ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ।" (খুঁনকে আঁসু ১ম খণ্ড ১৪পৃষ্ঠা)

আন্দামানে আল্লামার ইন্তেকাল

আল্লামার আর দেশে ফেরা হইল না। আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী আলাইহির রহমাহ মাওলানা ফজলে ইমামের সেই সাহেবজাদা, যিনি কখন পাল্কীতে চড়িয়া আবার কখন হাতীর পিঠে বসিয়া পরম পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতেন। আজ তিনি আন্দামানের কারাবাসে আবর্জনার ডালি নিজের মাথায় উঠাইতেছেন। যাঁহার দুরাবস্থা দেখিয়া জনৈক ইংরেজ অফিসারের অশ্রু আসিয়াছিল। এদিকে আল্লামার সাহেবজাদাগণ মাওলানা আবদুল হক্ব, মৌলবী শামসুল হক্ব এবং খাজা গোলাম গওস আরো অন্যান্যরা তাহাদের বৃদ্ধ পিতা, মহাপণ্ডিত, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কের মুক্তির জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন। সফল হইয়াছিল তাহাদের এই চেষ্টা। মৌলবী শামসুল হক্ব মুক্তি পরওয়ানা লইয়া আন্দামান রওনা হইয়া গেলেন। জাহাজ হইতে নামিয়া শহরে পৌঁছিয়া হাজার হাজার মানুষসহ একটি জানাজা দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, কাল ১২ই সফর ১২৭৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯শে আগস্ট ১৮৬১ সালে আল্লামা ফজলে হক্ব ইন্তেকাল করিয়াছেন। এই তাঁহার দাফনের জন্য যাওয়া হইতেছে। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন। (খুঁনকে আঁসু ১ম খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

সত্যই পুত্র পিতার নমুনা

পুত্রের নিকট হইতে পিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামের মহাশত্রু, অত্যাচারী ইংরেজ এর হাত থেকে আল্লামা ফজলে হক্ব আন্তরিকভাবে ভারতকে যে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সাহেবজাদা হজরত মাওলানা আব্দুল হক্ব খয়রাবাদীর অসীয়ত হইতে ভালই বুঝা যায়। মাওলানা আব্দুশ্ শাহিদ খান লিখিয়াছেন— "মাওলানা (আব্দুল হক্ব খয়রাবাদী) শেষ অসীয়ত করিয়াছিলেন, যখন ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তখন এই সংবাদটি আমার কবরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। সুতরাং ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে মাওলানা সাইয়েদ নাজমুল হাসান রেজবী খয়রাবাদী বহু সংখ্যক মানুষ লইয়া আল্লামা আব্দুল হক্ব খয়রাবাদীর সমাধির নিকট উপস্থিত হইয়া মীলাদ শরীফ ও ফাতিহা করিয়াছিলেন এবং এই প্রকারে পূর্ণ পঞ্চাশ বৎসর পর ইংরেজদের দেশ ত্যাগ করিবার সংবাদ শুনাইয়া অসীয়ত পালন করিয়াছেন।" (মুকাদ্দামায় জহদাতুল হিকমাত ১২ পৃষ্ঠা)

ফাঁসী অথবা গুলিতে নিহত

স্বাধীনতা সংগ্রামের 'সেই বীর পুরুষদের কতিপয় নাম এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। যাহারা ফাঁসীতে অথবা গুলিতে প্রাণ দিয়াছেন— (১) নবাব আব্দুর রহমান খান, (২) রাজা নাহর সিং (৩) নবাব মুজাফ্ ফারুদ্ দাউলা (৪) নবাব মীর খান (৫) নবাব আকবর খান (৬) আহমাদ মির্যা (৭) মীর মোহাম্মাদ হুসাইন (৮) হাকীম আব্দুল হক্ব (৯) কাজী ফায়জুল্লাহ কাশ্মীরী (১০) মীর পাঞ্জাকাশ (১১) নবাব মোহাম্মদ হুসাইন খান (১২) মৌলবী ইমাম বখ্শ সাহবায়ী (১৩) নবাব আহমাদ কুলী খান (১৪) নিজামুদ্দীন খান (১৫) খলীফা ইসমাঈল (১৬) মোহাম্মদ আলী খান (১৭) আব্দুস সামাদ খান (১৮) দিলদার আলী খান (১৯) মিয়া হাসান আসকারী (২০) গোলাম মোহাম্মদ খান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না। ইতিহাস কাহার বন্ধু হইতে চায় না। কেহ ইতিহাসকে বন্ধুরূপে ব্যবহার করিতেও পারে না। ইতিহাস সব সময় সত্য ও সঠিক হইয়া প্রকাশ হইতে চায় এবং দোস্ত ও দুশমন নির্বিশেষে যাহাকে যে অবস্থায় দেখিয়া থাকে; তাহার সেই অবস্থা অবিকল বর্ণনা করিয়া দেয়।

ভারত বিভক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসী মুসলমানেরা জানিত যে, ইসলামের ঘোর শত্রু বৃটিশের চক্রান্তে 'ওহাবী ফিরকা'র জন্ম হইয়াছে। ইহা কোন হিংসা ও ঈর্ষার কথা নয়। বরং ওহাবীরা স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন করিয়া নিজেদের 'ওহাবী' নামের পরিবর্তে 'আহলে হাদীস' নাম অনুমোদন করিয়াছিল। (মুকাদ্দামায় হায়াতে সাইয়েদ আহমাদ ২৬ পৃষ্ঠা, প্রফেসর আইউব ক্বাদেরী, নফীস একাডেমি, করাচী)

ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ও সাইয়েদ আহমাদ রায় ব্রেলবীর মাধ্যমে ভারতে ওহাবীয়াতের বীজ বপন করা হইয়াছিল। ধুরন্ধর ইংরেজ সুকৌশলে সর্বদিক দিয়া এই ওহাবী ফিরকাকে পুষ্ট ও বলিষ্ট করিয়া সীমান্ত এলাকায় পাঠানদের দেশে প্রেরণ করিয়াছিল। একদিকে যেমন এই ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে জিহাদের নামে সীমান্ত প্রদেশে তাহাদের দুই বড় শত্রু - মুসলমান পাঠান ও শিখদের ঘায়েল করিয়াছে, তেমনই অপর দিকে মুসলমানদের মধ্যে চিরদিনের মত চিড় ধরাইয়া দিয়াছে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত উলামায় দেওবন্দ বৃটিশের দোস্ত হিসাবে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবী ও ইসমাঈল দেহলবীর প্রতি গৌরব করিয়া আসিয়াছেন। ইহার পর হইতে বৃটিশের দুশমন প্রমান করিবার জন্য ধারাবাহিক মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া পাকিস্তান স্বাধীন হইবার সাথে সাথে শত বৎসরের সমস্ত রেকর্ড ও ইতিহাসকে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়া চলিতেছেন। অবশ্য এ পর্যন্ত উহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ ও বিফল হইয়াছে। কারণ, উহারা ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করিয়া প্রমান করিতে চাহিতেছেন যে, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী

যাহারা পরদেশী হইয়াছিলেন

এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার কারণে যাহারা দিল্লী ত্যাগ করিয়া পরদেশে প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের একাংশের নাম উল্লেখ করা হইতেছে- – (২১) মিয়া গোলাম নিজাম উদ্দীন, (২২) নবাব গোলাম মহীউদ্দীন খান (২৩) হাকীম মাহমুদ খান (২৪) হাকীম মুর্তাজা খান, (৫) নবাব ইয়াকুব আলী খান (২৬) মির্যা ফাজেল বেগ (২৭) আব্দুল হাকীম খান (২৮) মুনশী আগা জান (২৯) সাফদার সুলতান বখ্শী (৩০) মির্যা মুঈনদ্দীন খান, (৩১) মোহাম্মাদ হুসাইন খান (৩২) লালা রামজীদাস গুড়ওয়ালে (৩৩) জিয়াউদ্দৌলা (৩৪) মুসাখান (৩৫) আব্দুস সামাদ খান (৩৬) হাকীম ইমামুদ্দীন খান (৩৭) সায়াদ আলী খান (৩৮) মীর নবাব (৩৯) নবাব আব্দুর রহমান খান (৪০) নবাব আলী মোহাম্মাদ খান (৪১) রাজা অজীৎ সিং (৪২) গোলাম ফখরুদ্ দ্বীন খান।—এইগুলি ছাড়াও আলওয়ার হইতে একশত সাত জন যুবককে গ্রেপ্তার করতঃ দিল্লী পাঠানো হইয়াছিল। তন্মধ্যে অর্ধেককে গড়গাঁও নামক স্থানে কতল করা হইয়াছিল এবং অন্যদের দিল্লীতে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। মুফতী ইনায়েত আহমাদ কাকুরুবী ও মুফতী মাজহার কারীম দরীয়াবাদী প্রমুখ ব্যক্তিগণকে কালাপানির শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল। (বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২২২/২২৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবী পীর, মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ ও শহীদ ইত্যাদি ছিলেন এবং উহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস প্রমান করিতেছে যে, উহারা পীর সাজিয়া পাদরীর ভূমিকা পালন করিয়া ছিলেন। জিহাদের নামে ইংরেজদের জয়ের ডংকা বাজাইয়া ছিলেন। সংস্কারের নামে মুসলমানদের সর্বনাশ করিয়াছিলেন। এই দুর্নীতিবাজ অত্যাচারীরা শাহাদাতের পরিবর্তে মুসলমানদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত উহাদের দূরের সম্পর্কও ছিল না। এখন উহাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হইতেছে।

মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী

১২ই রবিউস সানী ১১৯৩ হিজরী অনুযায়ী ১৭৭৯ সালে ইসমাঈল দেহলবীর জন্ম হইয়াছিল। (হায়াতে তাইয়েবা ৩২ পৃষ্ঠা) ইসমাঈল দেহলবী সাহেব শাহ আব্দুল গনীর পুত্র ও শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসের ভ্রাতুস্পুত্র এবং শাহ ওলীউল্লাহর পৌত্র ছিলেন। তিনি নিজ পিতা ও চাচা শাহ আব্দুল গনী ও শাহ আব্দুল আজীজ এর নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আলেম হইয়াছিলেন। তিনি রং-তামাশা ও খেলা-ধূলার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। দেওবন্দীদের নির্ভর যোগ্য কিতাব 'আরওয়াহে সালাসা' এর ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে- "তিনি সমস্ত প্রকার খেলা করিতেন। হিন্দু, মুসলমানের সমস্ত মেলা উৎসবে অংশগ্রহণ করিতেন।" পরবর্ত্তী জীবনে তিনি ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করতঃ গোমরাহ হইয়াছিলেন। যাহার কারণে ওলীউল্লাহ খান্দান আজও কলংক হইয়া রহিয়াছে। এই কুলাংগারের লিখিত কিতাব 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। উক্ত কিতাবকে কেন্দ্র করিয়া উপমহাদেশের মুসলমানদের শান্তি উঠিয়া গিয়াছে। সর্বত্র দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে অশান্তির আগুন। মুসলমানেরা সব সময়ে ঘরোয়া বিবাদে রত রহিয়াছেন। কারণ, ঐ অপবিত্র কিতাবে আউলিয়ায় কিরাম হইতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম পর্যন্ত সবাইকে চরম ভাবে অবমাননা করা হইয়াছে।

যাহার কারণে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের পৌত্র ও শাহ আব্দুল আজীজের ভ্রাতুস্পুত্র শাহ মাখসুসুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ও শাহ মুসা দেহলবী সাহেব ইসমাঈল দেহলবীর ঘোর বিরোধীতা করিয়া ছিলেন এবং তাহার সহিত সর্ব প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নয়, বরং লেখনীর মাধ্যমেও তাহার ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করিয়া ছিলেন। বিশেষ করিয়া শাহ মাখসু সুল্লাহ সাহেব 'তাকবীয়াতুল ঈমান'-এর খন্ডনে 'মুওয়াইয়েদুল ঈমান' নামক কিতাব লিখিয়া ছিলেন। ইহাতে প্রমান হয় যে, শাহ সাহেবের খান্দান 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। উক্ত কিতাবের খন্ডনে পাক - ভারত উপমহাদেশের উলামাগণ শতাধিক কিতাব লিখিয়া ইসমাঈল দেহলবীর গোমরাহী দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া শাহ আব্দুল আজীজের অন্যতম শিষ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদীর খন্ডন ছিল খুবই তীব্র ও জোরালো। আল্লামা 'তাহকীকুল ফাতাওয়া' লিখিয়া 'তাকবীয়াতুল ঈমান' কে চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং লেখককে কাফের প্রমান করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইসমাঈল দেহলবীর কুফরীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ উলামাগণ একমত ছিলেন। যথা,-(১) মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পর নানা হজরত আল্লামা মুনাউ ওয়ার উদ্দীন দেহলবী (২) আযাদ সাহেবের পিতা আল্লামা খয়রুদ্দীন মাক্কী (৩) আল্লামা সাইয়েদ আশরাফ আলী গুলশানাবাদী (৪) আল্লামা ফজলে রসুল বাদায়ুনী (৫) শাহ মাখসু সুল্লাহ দেহলবী (৬) শাহ মুসা দেহলবী (৭) আল্লামা আব্দুল হক খয়রাবাদী (৮) শাহ সাইয়েদ আবুল হাসান আহমাদ নুরী, মারহারা শরীফ (৯) আল্লামা নাকী আলী খান বেরেলবী (১০) আল্লামা সাইয়েদ আলে রসুল মারহারাবী (১১) আল্লামা আব্দুল আলী রামপুরী (১২) আল্লামা নুর ফিরিংগী (১৩) শাহ ফজলুর রহমান মুরাদাবাদী (১৪) আল্লামা মাহমুদ কানপুরী (১৫) আল্লামা হুসাইন এলাহাবাদী (১৬) আল্লামা আব্দুল ওহহাব লাখনুবী (১৭) কাজী শিহাবুদ্দীন- বোম্বাই (১৮) সাইয়েদ ইব্রাহীম বাগদাদী- বোম্বাই (১৯) আল্লামা গোলাম মোহাম্মাদ হায়দার ইসলামাবাদী। (ইমাম আহমাদ রেজা নম্বর ৩৩/৩৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হানাফী মাযহাবের ঘোর বিরোধীতা

ইসমাঈল দেহলবী সাহেব কেবল ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন না, বরং তিনি প্রকাশ্যে হানাফী মাযহাবের ঘোর বিরোধীতা করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তাহার চাচা শায়েখ আব্দুল আজীজ এর বেঁচে থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে ইমামগণের অনুসরন অস্বীকার এবং নামাজে 'রাফেয়ে ইয়াদাইন' * ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এইগুলির স্বপক্ষে কিতাবও লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারনে হানাফীদিগের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়া পড়ে। মাওলানা মোহাম্মাদ আলী ও মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব এ বিষয়ে শাহ আব্দুল আজীজ সাহেবকে অবগত করিলে তিনি বলিয়া ছিলেন আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমার পক্ষে মোনাজারাহ করা সম্ভব নয়। তোমরা তাহার সহিত মোনাজারাহ-বাহাস করিয়া নাও। পরে শাহ সাহেবের ভাই শাহ আব্দুল ক্বাদের সাহেব মৌলবী ইয়াকুব সাহেবের মাধ্যমে ইসমাঈল দেহলবীকে 'রাফেয়ে ইয়াদাইন' ত্যাগ করিতে বলিয়া ছিলেন যে, রাফেয়ে ইয়াদাইন করিলে অযথা ফিৎনা হইবে। ইসমাঈল সাহেব উত্তর দিয়াছিলেন - যদি সাধারন মানুষের বিভ্রান্তির দিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে সেই হাদীসের অর্থ কি হইবে? যাহাতে বলা হইয়াছে - ''আমার উম্মাতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নাতকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করিবে সে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে।'' কারণ, সুন্নাতকে জীবিত করিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অবশ্যই হাঙ্গামা হইবে। ইহা শুনিয়া শাহ আব্দুল ক্বাদের সাহেব বলিয়াছিলেন - বাবা! আমি ধারণা করিয়াছিলাম, ইসমাঈল আলেম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে একটি হাদীসেরও অর্থ বুঝিতে পারে নাই। এই হাদীস তো সেই সময়ে প্রযোজ্য হইবে, যখন সুন্নাতের বিপরীত জিনিষ সুন্নাতের বিরোধীতা করিবে। আমরা যাহা করিতেছি তাহা তো সুন্নাতের বিপরীত নয়, বরং সুন্নাত। ইহার পর ইসমাঈল সাহেব নিরুত্তর হইয়া ছিলেন। (আরওয়াহে সালাসা ৯৪/৯৫ পৃষ্ঠা)

* রুকু ও সিজদার পূর্বে হাত উঠানোকে 'রাফেয়ে ইয়াদাইন' বলা হয়।

ইসমাঈল দেহলবীর দীক্ষা গ্রহন

অখণ্ড ভারতের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও মুর্শিদ ছিলেন শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী সাহেব। এই মহান চাচাকে মুর্শিদ না মানিয়া ইসমাঈল দেহলবী মুরীদ হইয়াছিলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় ব্রেলবীর নিকটে। সাইয়েদ সাহেব ছিলেন ভারতের ওহাবী নেতা ও নিরক্ষর এবং ইংরেজদের নিমক খোর দালাল। উদ্দেশ্য খুবই পরিস্কার যে, সাইয়েদ সাহেবকে কাঠের পুতুল হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে এবং ওহাবী মতবাদ প্রচার করা সহজ হইবে। কিন্তু শাহ সাহেবের নিকট মুরীদ হইলে এগুলি সম্ভব নয়। ওহাবীরা পীরী মুরীদির ঘোর বিরোধী। তাহারা কোন সময় পীরত্ব স্বীকার করে না। সাইয়েদ সাহেব তদীয় গোত্রের ভণ্ড পীর এবং ইসমাঈল সাহেব কেবল লৌকিকতার কারনে মুরীদ হইয়াছিলেন মাত্র।

তাকবীয়াতুল ঈমান

ইসমাঈল দেহলবীর এই সেই অপবিত্র কিতাব 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। এই কিতাব প্রনয়ন করিয়া লেখক গোমরাহ হইয়াছেন, ওলীউল্লাহ খান্দানকে কলংক করিয়াছেন ও উম্মাতে মুহাম্মাদী আলাহিস্ সালামকে ফিৎনাতে ফেলিয়া দিয়াছেন। উক্ত কিতাবকে কেন্দ্র করিয়া আজও উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। উহার খণ্ডনে উলামায় ইসলাম শতাধিক কিতাব লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাবের মূল বিষয় দুইটি (১) হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসম্মান (২) যে সমস্ত আয়াত কাফের মোশরেকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে সেই গুলি মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করতঃ সবাইকে কাফের মোশরেক বলা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসমাঈল দেহলবী জানিতেন যে, 'তাকবীয়াতুল ঈমান' প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও ইসলাম বিরোধী কিতাব এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া উম্মাতে মোহাম্মাদী ফিৎনার শিকার হইবে। তাই তিনি বলিয়াছেন, "এই কিতাবে কোন কোন স্থানে ভাষা অত্যন্ত তিক্ত ও কঠিন হইয়া গিয়াছে। ..... হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবে কিন্তু আশা রহিয়াছে যে, মারামারি কাটাকাটির পর নিজে নিজেই ঠিক হইয়া যাইবে"। (আরওয়াহে সালসা - হিকাইয়াত নং ৫৯)

বিনা মূল্যে বিতরণ

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ মুসলমানদের শান্তির নিদ্রা হারাইয়া দেওয়ার ঘৃন্য উদ্দেশ্যে তাহাদের পালিত গাদ্দার ইসমাঈল দেহলবীর দ্বারা লিখাইয়াছিল 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। যখন ব্রিটিশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিল যে, তাকবীয়াতুল ঈমানে তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধি হইয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা 'তাকবীয়াতুল ঈমান' বিনা মূল্যে বিতরন করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। যথা, হায়দ্রাবাদ উসমনিয়া ইউনিভর্সিটির ডক্টর কামরুন্নেসা লিখিয়াছেন - "ইংরেজরা ' তাকবীয়াতুল ঈমান' কিতাবটি বিনা মূল্যে বিতরন করিয়াছে"। (সংগৃহীত নাংগেদ্বীন ৪০ পৃষ্ঠা)

'তাকবীয়াতুল ঈমান' যদি সত্যিকারে ইসলামের উপকারের জন্য লেখা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় ইংরেজদের মত ইসলামের ঘোর দুশমনেরা উহা বিনামূল্যে বিতরন করিত না। এক কথায় ইংরেজদের "লড়াও এবং রাজত্ব কর" ফর্মুলার বড় হাতিয়ার ছিল 'তাকবিয়াতুল ঈমান'।

বিনা পয়সায় বিতরণের আরো একটি দৃষ্টান্ত। যথা, জমীয়াতুল উলামায় হিন্দের বোম্বাই শাখার সভাপতি মোখতার আহমাদ সিদ্দিকী এক চিঠিতে লিখিয়াছেন - "এই প্রদেশে ওহাবীরা তুরকীদের করুনাবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া

যে সমস্ত টাকা আদায় করিয়াছিল, সেই টাকা দিয়া দুই লক্ষ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছে"। (খুৎবাতে সাদারত ২১ পৃষ্ঠা, ১৯২৫ সাল, সংগৃহীত "মাহনামা আ'লা হজরত" ৩৯ পৃষ্ঠা, আগষ্ট সংখ্যা, ১৯৯০ সাল)

'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর খন্ডনে

ওহাবীদের এবং 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর খন্ডনে উলামায়ে ইসলাম শতাধিক কিতাব লিখিয়াছেন। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হইতেছে।

কিতাবের নাম —	লেখকের নাম —
(১) মুঈদুল ঈমান রদ্দে তাকবীয়াতুল ঈমান	(১) শাহ মাখসুসুল্লাহ দেহবলী (ইসমাঈল দেহলবীর চাচাতো ভাই)
(২) হুজ্জাতুল আমল ফী ইবতালিল হিয়াল	(২) শাহ মুসা দেহলবী (ইসমাঈল দেহলবীর চাচাতো ভাই)
(৩) সওয়াল ও জওয়াব	(৩) ,,
(৪) তাহকীকুল ফাতাওয়া ফী ইবতালিত্ তাগা	(৪) আল্লামা ফজলে হক্ক খয়ারাবাদী
(৫) ইমতে নাউন্নাজীর	(৫) ,,
(৬) তাহকীকুল হাক্কিল মুবীন ফী আজুবাতে মাসায়েলে আরবাঈন	(৬) মাওলানা সাঈদ আহমাদ নক্শাবন্দী
(৭) মুন্তাহাল মাকাল ফী শারহে হাদীসে লা তুশাদ্দুর রিহাল	(৭) মুফতী সাদরুদ্দীন দেহবলী
(৮) বাওয়ারিকে মুহাম্মাদীয়া রদ্দে ফিরকায়ে নজদীয়া	(৮) শাহ ফজলে রাসুল বাদায়ূনী
(৯) আল মু'তাকাদুল মুন্তাকাদ	(৯) শাহ ফজলে রাসুল বাদায়ূনী

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই মহানায়ক কে?

(১০) তালখীসুল হক্ক	(১০) ,,
(১১) এহকাকুল হক্ক	(১১) ,,
(১২) সাওতুর রহমান আলা কারনিশ্ শায়তান	(১২) ,,
(১৩) সায়ফুল জাব্বার	(১৩) ,,
(১৪) আশশাওয়ারিকুস্ সামাদীয়া	(১৪) মাওলানা গোলাম ক্বাদের
(১৫) ই'লায়ে কালেমাতিল হক্ক	(১৫) পীর মোহর আলী শাহ
(১৬) আল্ ফুতুহাতুস্ সামাদীয়া	(১৬) ,,
(১৭) আদ্ দুরারুস্ সুনাইয়া	(১৭) শায়খুল ইসলাম আহমাদ বিন দাহলান মাক্কী
(১৮) তাকদীসুল অকীল	(১৮) মাওলানা গোলাম দস্তগীর
(১৯) ফিৎনাতুল ওহাবীয়া	(১৯) ,,
(২০) আস্ সুউফুল বারিকা	(২০) আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিস খোরাসানী
(২১) তানজীহুর রহমান	(২১) মাওলানা আহমাদ হাসান পাঞ্জাবী
(২২) আর রামহুদ দাইয়ানী	(২২) মাওলানা নবী বখশ লাহোরী
(২৩) শারহুস্ সুদুর	(২৩) মাওলানা মুখলিসুর রহমান ইসলামাবাদী
(২৪) তাম্বিহুল গুরুর	(২৪) মাওলানা সুলতান কটকী
(২৫) মীযানুল আদালাত	(২৫) ,,
(২৬) হাদীল মুদিল্লীন	(২৬) কারীমুল্লাহ দেহলবী
(২৭) ইজালাতুশ শুকুক্অল্ আওহাম	(২৭) হাকীম ফকরুদ্দিন ইলাহাবাদী
(২৮) শারহে তুহফায়ে মুহাম্মাদীয়া	(২৮) সাইয়েদ আশরাফ আলী গুলশানাবাদী
(২৯) জুল্ফিকারিল হায়দারীয়া	(২৯) মাওলানা সাইয়েদ হায়দার শাহ
(৩০) তাহকীকে তাওহীদ ও শির্ক	(৩০) মাওলানা আহসান পেশওয়ারী
(৩১) হায়াতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম	(৩১) মাওলানা আবিদ সিন্ধী

সেই মহানায়ক কে?

(৩২) গুলজারে হিদায়েত	(৩২) মুফতী সেবগাতুল্লাহ
(৩৩) তুহফাতুল মিসকীন	(৩৩) আব্দুল্লাহ সাহারানপুরী
(৩৪) রাসমুল খয়রাত	(৩৪) মাওলানা খলীলুর রহমান
(৩৫) তাহলীলু দাহিলিল্লাহ	(৩৫) ,,
(৩৬) সাবীলুন্নাজাহ	(৩৬) মাওলানা তুরাব আলী লাখনুবী
(৩৭) আওাওয়ারিকুল আহমাদীয়া	(৩৭) মাওলানা মুহিব আহমাদ বাদায়ূনী
(৩৮) সালাহুল মুমেনীন	(৩৮) সাইয়েদ লুৎফুল হক
(৩৯) নিজামুল ইসলাম	(৩৯) মাওলানা আজীহ (কোলকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার মুদার্রিস)
(৪০) তাহকীকাতুল হাকীকাত	(৪০) মৌলবী জহরআলী
(৪১) হিফজুলঈমান	(৪১) মৌলবী মোহাম্মাদ হুসাইন
(৪২) সাফীনাতুন্নাজাত	(৪২) মাওলানা মোহাম্মাদ আসলামী মাদরাসী
(৪৩) এহকাকুল হক্ক	(৪৩) সাইয়েদ বদরুদ্দীন হায়দারাবাদী
(৪৪) এহকাকুল হক্ক	(৪৪) মাওলানা নাসীর আহমাদ পেশওয়ারী
(৪৫) এশয়ারুল হক	(৪৫) মুফতী ইরশাদ হুসাইন রামপুরী
(৪৬) সাইফুল আবরার	(৪৬) মাওলানা আব্দুর রহমান
(৪৭) জামেউশ্ শাহয়াহিদ	(৪৭) অসী আহমাদ মুহাদ্দিস সুরাতী
(৪৮) আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত	(৪৮) কাজী ফজলে হক লুধিয়ানাবী
(৪৯) তারিখে ওহাবীয়া	(৪৯) মুফতী মোহাম্মাদ গওস
(৫০) উজালাতুর রাকিব	(৫০) মাওলানা আব্দুলাহ বিহারী
(৫১) শামসুল ঈমান	(৫১) মাওলানা মহিউদ্দীন বাদায়ূনী
(৫২) আনওয়ারে সাতেয়া	(৫২) মাওলানা আব্দুস্সামী রামপুরী
(৫৩) খায়রুজ্জাদ লি ইয়াওমিল মায়াদ	(৫৩) মাওলানা খায়রুদ্দীন মাদরাসী
(৫৪) নি'মাল ইনতেবাহ	(৫৪) মাওলানা মুয়াল্লিম
(৫৫) দাফউল বুহতান	(৫৫) মাওলানা ইউনুস
(৫৬) হিদাইয়াতুল মুসলিমীন	(৫৬) মাওলানা মোহাম্মাদ হুসাইন

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫৭) আস্ সাওয়ায়েকুল ইলাহিয়া	(৫৭) শায়খুল ইসলাম সুলাইমান (আব্দুল ওহাব নজদীর পুত্র)
(৫৮) আল্ ইশয়ারুলিল আউলিয়াইল আবরার	(৫৮) আল্লামা শায়েখ মোহাম্মাদ
(৫৯) জালাউজ জুলাম	(৫৯) সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলাবী
(৬০) আত্তাওয়াস্ সুত বিন্নাবী	(৬০) ,,
(৬১) তাজকীয়াতুল ইকান	(৬১) আল্লামা নাক্কী আলী খান বেরেলবী
(৬২) আস্সায়ে কাতুর রাবীয়া আলা ফিরকাতিল ওহাবীয়া	(৬২) ,,
(৬৩) আল্ উসুলুল আরবায়া ফী তারদীদিল ওহাবীয়া	(৬৩) খাজা হাসান জান মুজাদ্দেদী
(৬৪) আবাতিলে ওহাবীয়া	(৬৪) মাওলানা আহমাদ আলী
(৬৫) সায়ফুল আবরার	(৬৫) মাওলানা নিজামউদ্দীন সুলতানী
(৬৬) নাজমুন লে রাজমিশ শায়াতীন	(৬৬) আল্লামা খয়রুদ্দীন দেহলবী (মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পিতা)
(৬৭) ফতহুল মুবীন	(৬৭) মাওলানা মানছুর আলী
(৬৮) হিদাইয়াতুল ওহাবীঈন	(৬৮) মুফতী নূরুল্লাহ
(৬৯) ফাতাওয়ায় শামী	(৬৯) আল্লামা ইবনো আবিদ্বীন শামী
(৭০) বর্তমানে উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওহাবীদের খন্ডনে ব্যাপকভাবে লিখিতে ছেন তন্মধ্যে 'নূর ওনার' অন্যতম কিতাব।	(৭০) প্রফেসার মাসউদ আহমাদ সাহেব।

সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবী

১২০১ হিজরী ১লা মুহার্রম অনুযায়ী ১৭৮৬ সালে ২৯শে নভেম্বর উত্তর প্রদেশের রায়ব্রেলীতে সাইয়েদ আহমাদের জন্ম হইয়াছিল। তাহার পিতা সাইয়েদ মোহাম্মাদ ইরফান নাম রাখিয়াছিলেন 'মীর আহমাদ'। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি সাইয়েদ আহমাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। (হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ২০ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন বুদ্ধিহীন বালক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি শূণ্য শিশু ছিলেন। শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হয় নাই। মোট কথা তাঁহার ভাগ্যে লেখাপড়া ছিল না। সাইয়েদ সাহেবের কোন জীবনীকার তাঁহাকে আলেম বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারেন নাই। গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন, যখন সাইয়েদ সাহেবের বয়স চারি বৎসর চারিমাস চার দিন হইয়াছিল তখন ভদ্রঘরের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাকে মক্তবে পাঠানো হইয়াছিল। তিনি ছিলেন সেই বংশের একমাত্র সম্পদ। তাই তাঁহাকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও লেখা পড়ার প্রতি তাঁহার কোন উৎসাহ ছিল না।..... মৌলবী আব্দুল কাইউম বলিয়াছেন, কিতাব পাঠ করিবার সময় সাইয়েদ সাহেবের দৃষ্টি হইতে কিতাবের অক্ষরগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইত। রোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল হইল না। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস সাহেব এই কথা শুনিয়া উপদেশ দিলেন যে, কোন সূক্ষ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, উহা অদৃশ্য হইয়া যায় কিনা। পরিক্ষায় দেখা গেল, অতি সূক্ষ হইতে সূক্ষতম বস্তুও তিনি দেখিতে পান। শাহ সাহেব বলিলেন- "লেখাপড়া ছাড়িয়া দাও। কারণ, সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে না পাইলে মনে করিতাম, ইহা কোন রোগ। তাই মনে হয়, ইল্মে জাহিরী তাহার অদৃষ্টে নাই।" (হজরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, বাংলা ৪২/৪৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরের উদ্ধৃতি এই কথা বলে, লেখাপড়ায় অমনোযোগী বদমাইশ্ বালকের ন্যায় সাইয়েদ সাহেব অক্ষর দেখিতে পান না বলিয়া ভান করিতেন। আর সত্যই যদি দেখিতে না পাইতেন, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, সাইয়েদ সাহেবের প্রতি কোন কারণে খোদায়ী অভিসম্পাৎ ছিল। সাইয়েদ সাহেবের স্মৃতিশক্তি হীনতা সম্পর্কে মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন- "কারীমা বাহ্ বখশায়ে বর হালেমা"। এই ছন্দটি কণ্ঠস্থ করিতে সাইয়েদ সাহেবের তিন দিন সময় লাগিয়াছিল। আবার ইহার মধ্যে কখন 'কারীমা' ভুলিয়া-গিয়াছেন, আবার কখন 'বরহালেমা' ভুলিয়া গিয়াছেন।" (হায়াতে তাইয়েবা ৩৯০ পৃষ্ঠা)

মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন- "তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা পড়া যপিবার পর সামান্য কিছু মুখস্ত করিতেন, আবার পরদিন তাহা ভুলিয়া যাইতেন। যখন সাইয়েদ সাহেবের এই অবস্থা হইল, তখন পিতা মাতা তাহাকে তিরস্কার ও মারপিট পর্যন্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেও পিতা মাতার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া ছিলেন, আল্লার তরফ থেকে তাঁহার বুদ্ধিতে তালা লাগিয়া গিয়াছে। কোন প্রকার চেষ্টাতে পড়াশুনা হইবে না। তখন তাহারা বাধ্য হইয়া পড়া হইতে উঠাইয়া নিয়াছিলেন। (হায়াতে তাইয়েবা ৩৯১ পৃষ্ঠা)

বোকা বালকদের পিতা মাতা সন্তানকে সহজে লেখাপড়া হইতে উঠাইয়া নিতে চাহেনা। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব এমনই বোকার বোকা ছিলেন যে, পিতা মাতা নৈরাশ হইয়া তাহার পড়াশোনা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন,-"সাইয়েদ সাহেব একজন নাম করা নির্বোধ বালক ছিলেন। মানুষের ধারণা ছিল যে, তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন হইবে। কখন কিছু শিখিতে পারিবে না। সাইয়েদ সাহেব কেবল বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন এমন কথা নয়। বরং তিনি যুবক হওয়া পর্যন্ত কোন সময় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হন নাই।" (হায়াতে তাইয়েবা ৩৮৯ পৃষ্ঠা) মির্যা হায়রাতের বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায় যে, সাইয়েদ সাহেব লেখাপড়ার প্রতি কোন সময় উৎসাহী ছিলেন না। তাঁহার মুর্খামী ও নির্বুদ্ধিতা

সম্পর্কে মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন-"সাইয়েদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে প্রথমবার লাখনু গিয়াছিলেন। লাখনুতে শীয়া ও সুন্নীর চরম মতবিরোধ ছিল। এতদিনেও তিনি ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক মতভেদ কি! তাহা জানিতেন না। যখন সাইয়েদ সাহেব জনৈক আমীরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আপনি খারেজী, না শীয়ানে আলী? ইহাতে তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, এই শব্দ দুইটি সর্বপ্রথম তাঁহার কানে পড়িয়াছিল। তাই উহার অর্থ কি বুঝিতে পারেন নাই।" (হায়াতে তাইয়েবা ৩৯৫/৩৯৬ পৃষ্ঠা)

শিক্ষা দীক্ষা না থাকিলেও সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি যতটুকু থাকিবার প্রয়োজন, তাহাও সাইয়েদ সাহেবের মধ্যে ছিল না। উপরের উদ্ধৃতি তাহাই প্রমান করিতেছে। সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী লিখিয়াছেন-"দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে সাইয়েদ সাহেব কেবল কোরআন শরীফের কয়েকটি সূরা পড়িতে এবং আরবী অক্ষরগুলি লিখিতে শিখিয়া ছিলেন।" (মাখযানে আহমাদী ১২ পৃষ্ঠা)

বাল্যকাল হইতেই সাইয়েদ সাহেব লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী না থাকিলেও খেলাধূলার প্রতি তিনি চরম উৎসাহী ছিলেন। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী লিখিয়াছেন-"বাল্যকাল হইতেই সাইয়েদ সাহেবের খেলার প্রতি ঝোঁক ছিল। খুব আগ্রহের সাথে হা-ডু-ডু খেলিতেন। কখনও বা বালকদিগকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া দিতেন। একদল অন্য দলের দুর্গের উপর আক্রমণ করিত। 'তাওয়ারিখে আজীবাহ'তে আছে, -বস্তীর সমবয়স্ক বালকদিগকে ইসলামী লস্কর রূপে সমবেত করিতেন। জিহাদের ন্যায় উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনী করিয়া মনগড়া কাফির সৈন্যদের উপর হামলা করিতেন।" (হজরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৩ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব বাল্যকাল হইতেই কাফের বলায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাহার সম বয়স্ক বালকদের একদলকে কাফের বলিয়া আক্রমণ করিতেন। যদিও ইহা নিছক খোলধূলা ছিল। কিন্তু তাহার এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়াছিল না। তিনি শত শত নিরঅপরাধ মুসলমানকে কাফের মোর্তাদ, মোনাফেক বলিয়া মরঘাটে পাঠাইয়াছেন। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

নয়া ঐতিহাসিকের নতুন ইতিহাস

সাইয়েদ সাহেবের বিদ্যা, বুদ্ধির দৌড় কত দুর ছিল, তাহা তাহার জীবনীকারগণ খুব উদারতার সহিত প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। উপমহাদেশের কোন ঐতিহাসিক তাহাকে আলেম বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারেন নাই। আরো বলিয়া রাখিতেছি যে, উপরে যে সমস্ত জীবনীকারদের মতামত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই সাইয়েদ ভক্ত ছিলেন। পশ্চিম বাংলার নয়া ঐতিহাসিক গায়ের মুকাল্লিদ গোলাম মোর্তজাসাহেব সাইয়েদ সাহেব সম্পর্কে নতুন ইতিহাস রচনা করতঃ লিখিয়াছেন "সৈয়দ আহমাদ বেরেলী ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৯শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। .....ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে, তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না"। (চেপে রাখা ইতিহাস ৩০৭ পৃষ্ঠা)

ইসলাম ধর্মের সহিত সম্পর্ক রাখে এমন দুইটি দল 'শিয়া' ও 'সুন্নী' কি! যে সাইয়েদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে তাহা বুঝিতে সক্ষম হন নাই। তিনি কেমন করিয়া ইংরেজদের অত্যাচার অনাচার প্রভৃতি বুঝিয়া ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, যাহার কারণে বিখ্যাত আলেম হইতে পারিলেন না। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, গোলাম মোর্তজাসাহেব না আমার প্রদান করা উদ্ধৃতিগুলি খণ্ডন করিতে পারিবেন, না তাহার উক্তির স্বপক্ষে কোন উদ্ধৃতি প্রদান করিতে পারিবেন। সাইয়েদ সাহেবের শিক্ষা জীবনের সত্য ইতিহাস গোপন করতঃ নয়া ঐতিহাসিকের নতুন ইতিহাস রচনা করিবার পিছনে একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে, ওহাবী দেওবন্দীদের উর্ধতন ধর্ম্মগুরু ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ সাহেব। উর্ধতন মহান গুরুকে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ হিসাবে পরিচয় দেওয়া কি লজ্জার বিষয় নয়!

সাইয়েদ সাহেবের দীক্ষা গ্রহণ

সাইয়েদ সাহেব জীবিকার সন্ধানে ১৯ বৎসর বয়সে লাখনু গিয়াছিলেন। তথায় দীর্ঘদিন থাকিবার পর কোন উপযুক্ত চাকুরী না পাইয়া দিল্লী পৌঁছিয়া ছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল ২০ বৎসর। আর্থিক অভাবে দিল্লী পৌঁছাতে তাঁহার খুব কষ্ট হইয়াছিল। সেখানে নিরুপায় হইয়া হজরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবীর মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়াছিলেন। যেহেতু শাহ সাহেব অখণ্ড ভারতের স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, সেইহেতু সাইয়েদ সাহেব তাঁহার নিকট হইতে যেন তেন প্রকারে ডিগ্রিলাভ করতঃ বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে পড়াশোনা আরম্ভ করিয়া দেন। সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন–"সাইয়েদ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন প্রকারে লেখাপড়া করিয়া সুবিখ্যাত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার জন্মগত স্বভাবকে মানাইতে পারিলেন না।" (হায়াতে তাইয়েবা ৪০৫ পৃষ্ঠা) মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন–"কয়েক মাস পড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু কিছু শিখিতে পারিলেন না। হাজার চেষ্টা করিয়া ছিলেন যে, সাইয়েদ সাহেবের কিছু শিক্ষা হউক। কিন্তু তাঁহার আদৌ মন লাগিত না। (হায়াতে তাইয়েবা ৪০৮/৪০৯ পৃষ্ঠা) শাহসাহেব নিরাশ হইয়া পড়িলেন এবং নিজের মূল্যবান সময় অযোথা নষ্ট করা হইবে ধারণা করিয়া সাইয়েদ সাহেবের পড়া ছাড়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার সাধারণ সভাতে অংশ গ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন। যথা, হায়রাত লিখিয়াছেন– "শাহ সাহেব অনুমতি দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কোরআন খানী ও হাদীস পড়িবার সময় উপস্থিত থাকেন।" (হায়াতে তাইয়েবা ৪০৯ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব শিক্ষালাভ করিবার এই দ্বিতীয় সুযোগটি হারাইয়া ফেলিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে পীর, পাদরী যাহা হইয়াছিলেন তাহা হইয়াছিলেন। কিন্তু জাহালাত বা মুর্খামির দাগ কোন দিন মুছিতে পারেন নাই। সাইয়েদ সাহেব সুবিখ্যাত হইবার ফিকিরে শাহ সাহেবের নিকট বায়েত গ্রহণ করতঃ তরীকাত পন্থী হইলেন। যখন শাহসাহেব যথাক্রমে সাইয়েদ সাহেবকে 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর সবক প্রদান করিলেন, যাহা ইল্মে মারেফাতের একটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্তর। তখন সাইয়েদ সাহেব বলিলেন,-আমি উহা করিবনা। কারণ, 'তাসাব্বুরে' শায়েখ এবং প্রতিমা পূজা একই প্রকারের নিকৃষ্টতম কুফর ও শির্ক। শাহসাহেব হাফেজ শীরাজীর একটি শের পাঠ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ইল্মে মারেফাত হাসেল করিবার জন্য পীরের নির্দেশ পালন করা শর্ত। ইহার উত্তরে সাইয়েদ সাহেব বলিলেন- "আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। কিন্তু তাসাব্বুরে শায়েখ-পীরের অবর্তমানে তাহার খেয়াল করা, তাহার নিকটে সাহায্য চাওয়া, এগুলি আসলই প্রতিমা পূজা এবং প্রকাশ্য শির্ক। আমি ইহা কোন সময়ে করিব না"। (মাখযানে আহমাদী ১৯ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ২৮/২৯ পৃষ্ঠা)

এই সেই সুদক্ষ হা-ডু-ডু খেলোয়াড় সাইয়েদ সাহেব যিনি পবিত্র কোরআনের মাত্র কয়েকটি সূরা ছাড়া কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে পারিতেন না, যিনি 'কারীমা বা বখশায়ে-বর হালেমা' ছন্দটি তিনদিনে মুখস্ত করিবার পর কখন কখন উহার দুই একটি শব্দ ভুলিয়া যাইতেন, যিনি শীয়া ও সুন্নীর পার্থক্য বুঝিতেন না, যাঁহাকে শাহ সাহেবের ন্যায় একজন মহান মুহাদ্দিস পড়াইতে না পারিয়া ছুটি দিয়াছিলেন। আজ তিনি শাহ সাহেবের সামনে দাঁড়াইয়া ইল্মে তাসাউফের অন্যতম মসলা 'তাসাব্বুরে শায়েখ' করাকে প্রকাশ্য প্রতিমা পূজা এবং শির্ক বলিয়া বিতর্ক করিতেছেন। যদি সাইয়েদ সাহেবের ফতওয়া মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে শাহ আব্দুল আজীজ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্কারে বাগদাদ শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী, সুলতানুল হিন্দ খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরী, হজরত বাহাউদ্দীন নকশা বন্দী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহেমাহুমুল্লাহ সবাই (নাউজুবিল্লাহ) মুশরিক হইয়া যাইবেন। যেমন আগুনের সঙ্গে পানির সমঝোতা হয়না, তেমনি ঈমানের সঙ্গে কুফর ও শির্কের সমঝোতা হয় না। পীর যাহা ঈমান ও ইসলামের অঙ্গ বলিয়া আদেশ করিতেছেন, মুরীদ তাহা শির্ক ও কুফর বলিতেছেন। হইার পরেও কি পীর ও মুরীদের সম্পর্ক থাকিতে পারে? 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর মসলায় শাহ সাহেবের সহিত সাইয়েদ সাহেবের মতবিরোধ ঘটিবার সাথে সাথেই আধ্যাত্মিক শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াগিয়াছে।

বর্তমানে যাহাদের উর্ধ্বতন পীর সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী তাহারা যেন নিজেদের সিলসিলার সর্বনাশের কথা গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখেন।

গাংগুহীও বাঁচিলেন না

উলামায়ে দেওবন্দের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আরওয়াহে সালাসা' এর ২৯০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে -"একদা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) মস্তির অবস্থায় ছিলেন। 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর মসলা সামনে ছিল। তিনি বলিলেন, আমি বলিব! আবেদন করা হইল-বলুন। আবার বলিলেন, বলিব! আবেদন করা হইল-বলুন! আবার বলিলেন, বলিব! আবেদন করা হইল-বলুন! তখন তিনি বলিলেন- পূর্ণ তিন বৎসর হজরত ইমদাদুল্লার চেহারা আমার অন্তরে ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজ করি নাই। অতঃপর তিনি আরো মস্ত হইয়া বলিলেন-বলিব! আবেদন করা হইল- হজরত অবশ্যই বলুন। তখন তিনি বলিলেন -তিন বৎসর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম আমার অন্তরে ছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজ করি নাই"।

সাইয়েদ সাহেবের ধারণা অনুযায়ী ওহাবী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব প্রতিমা পূজক হইয়া প্রকাশ্য কাফের মোশ্‌রেক হইয়া গেলেন। কারণ, তিনি কেবল 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর মসলা মানিতেন না। বরং তিনি 'তাসাব্বুরে শায়েখ' করিতেন। এখন আপনার ইনসাফকে আওয়াজ দিয়া বলুন! গাংগুহী সাহেবকে প্রতিমা পূজক কাফের মোশ্‌রেক বলিবেন, না সাইয়েদ সাহেবকে জাহেল বলিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অমুসলিমদের দাওয়াৎ গ্রহণ

গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন–"সাহারানপুরের তসীল্‌দার ধোঁকাল সিংও সাইয়েদ সাহেবকে দাওয়াৎ করিয়াছেন।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১২৮ পৃষ্ঠা)

মোহর আরো লিখিয়াছেন-"কানপুরের জনৈক ইংরেজের মুসলমান স্ত্রী তাহার জামাই মির্যা আব্দুল কুদ্দুসের মাধ্যমে রায়ব্রেলী হইতে সাইয়েদ সাহেবকে ডাকিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা পার হইয়া ইংরেজের মুসলমান স্ত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন"। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, ইংরেজরা মুসলিম মহিলাদের স্ত্রীরূপে রাখিত। এই কানপুরী মহিলাটি জনৈক ইংরেজের স্ত্রীরূপে থাকিত।

মোহার আরো লিখিয়াছেন- "জনৈক ইংরেজের এক মুসলমান স্ত্রী দাওয়াত করিবার উদ্দেশ্যে সাইয়েদ সাহেবকে থামাইলে তিনি তাহার দাওয়াত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইংরেজ স্বয়ং আসিয়া বলিলেন - আপনি উহার দাওয়াত কবুল না করুন কিন্তু আমার দাওয়াত কষ্ট করিয়া কবুল করিয়া নিন। তখন তিনি ইংরেজের দাওয়াত গ্রহণ করিয়া নিলেন। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৯০ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব কেমন পরহিজগার পীর ছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়! যেন দাওয়াত গ্রহণ করাই তাঁহার পেশা। চাই হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খৃষ্টান, জেনাকার ও জেনাকারিনী যাহাই হউক না কেন।

সাইয়েদ সাহেবের ভাগনা মোহাম্মাদ আলী লিখিয়াছেন-"যখন ঈশার নামাজ হইয়া গেল সেই সময় দীদবানু বলিল- কয়েকটি মশাল আমাদের দিকে আসিতেছে। এই কথা হইবার সময়ে দেখা গেল যে, জনৈক ইংরেজ ঘোড়ায় চড়িয়া বিভিন্ন প্রকার খাদ্য লইয়া নৌকার নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে

- পাদরী সাহেব কোথায়? সাইয়েদ সাহেব নৌকা হইতে উত্তর দিলেন- আমি এখানে আছি। আপনি আসুন। ইংরেজ ত্বরিত ঘোড়া হইতে নামিয়া মাথার টুপি হাতে লইয়া নৌকায় সাইয়েদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিল - আপনার কাফেলার আগমণের সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি আমার খাদেমদের নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। আজ সংবাদ পাইলাম যে, আপনি কাফেলার সহিত এই দিকে আসিতেছেন। এই শুভ সংবাদ পাইয়া খাদ্য তৈয়ার করতঃ আপনার খিদমাতে উপস্থিত হইয়াছি"। (মাখযানে আহমাদী ২৭ পৃষ্ঠ) এই ঘটনাটি কিছু ভাষা পরিবর্তনে জাফর থানেশ্বরী 'সাওয়ানেহে আহমাদী' এর ৪৯ পৃষ্ঠায় এবং মাওলানা আবুল হাসান নদভী 'সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ' এর ১৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন-"সাইয়েদ সাহেব বলিলেন, খাদ্য আমাদের পাত্রে ঢালিয়া নাও। খাদ্য লইয়া কাফেলার মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং ইংরেজ দুই তিন ঘন্টা থাকিয়া চলিয়া গেল"। (সংগৃহীত এমতিয়াজে হক ৮৪/৮৫ পৃষ্ঠা)

জরুরী বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রতি শতকে পঁচানব্বই জন মানুষ হজুর মুজাহিদে মিল্লাতকে জানে না। যথা সম্ভব বাংলা ভাষায় মুজাহিদে মিল্লাতের জীবনের উপর আমার এই লেখাটি প্রথম। অতএব কোন হাবিবী ভাই কি আছেন যিনি আমার লেখাটি ছাপাইয়া বিনা পয়সায় বিতরন করিবেন অথবা ব্যাপক প্রচারের জন্য স্বল্প মূল্যে মানুষের হাতে তুলিয়া দিবেন! এক ভায়ের পক্ষে সম্ভব না হইলে অনেক ভাই মিলিয়া করুন। যাকাতের পয়সায় ছাপাইয়া বিতরন করিলেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি ছোট্ট সমীক্ষা

সাইয়েদ সাহেব অমুসলিম ইহুদী, ঈসায়ী, হিন্দু ও শিখ নির্বিশেষে সবার দাওয়াত গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহার কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইলেন সাইয়েদ সাহেবের আপন ভাগনা 'মাখযানে আহমাদী' এর লেখক সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী সাহেব। তিনি স্বয়ং সাইয়েদ সাহেবের সফরের সঙ্গী ছিলেন এবং ইংরেজ সাহেবের খাদ্য ভক্ষণে শরীক ছিলেন।

ইংরেজ সাহেব সাইয়েদ সাহেবের জন্য অপেক্ষমান ছিল কেন এবং কেন তাঁহার কাফেলার জন্য কয়েক পাল্কী খাদ্য লইয়া আসিয়াছিল! যদি সাইয়েদ সাহেবের সফর বৃটিশ বিরোধী হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় ইংরেজ সাহেব রেশন লইয়া অপেক্ষা করিত না। যাহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে এখানে আসিয়া হিন্দু মুসলিমের কাঁধে চড়িয়া রাজ কায়েম করিয়াছিল তাহারা কি এতই বোকার বোকা যে, সাইয়েদ সাহেব তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি চালাইতেছেন, তাহারা আবার সাইয়েদ সাহেবের ভোগ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। হহা অসম্ভব কথা। প্রকৃত পক্ষে সাইয়েদ সাহেবের সফর ছিল ইংরেজদের মহাশত্রু শিখ ও পাঠানদের বিরুদ্ধে। বৃটিশ সরকার তাহাদের পাদরী সাইয়েদ সাহেবেকে সেই ভাবে প্রস্তুত করিয়াছিল। সাইয়েদ সাহেবের সহিত ইংরেজ সাহেবের সম্পর্ক নতুন নয় বরং খুব পুরাতন ছিল। তাই ইংরেজ যখন বলিয়াছিল- পাদরী সাহেব কোথায়? তখন সাইয়েদ সাহেব ত্বরিত উত্তর দিয়াছিলেন- আমি এখানে উপস্থিত রহিয়াছি। যেহেতু সাইয়েদ সাহেবের সফর হইতেছিল ইংরেজদের প্ল্যান অনুযায়ী, সেইহেতু ইংরেজরা ভালই জ্ঞাত ছিল যে, সাইয়েদ সাহেবের কাফেলা কোথায় থেকে কোথায়

যাইবে এবং কোথায় অবস্থান করিবে ও কোথায় খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। ঠিক সেই স্থানে সাইয়েদ সাহেবের অন্নদাতা ইংরেজরা খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সত্যই যদি সাইয়েদ সাহেবের সফর ইংরেজ বিরোধী হইত, তাহা হইলে ইংরেজ তাহাদের প্রথা অনুযায়ী সাইয়েদের সম্মানার্থে মাথার টুপি খুলিয়া হাতে লইত না। বরং নৌকা আটক করিয়া দিত এবং তাঁহার সৈন্য সামন্ত সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করিত। সাইয়েদও তাঁহার দুশমনদের ভোগ হজম করিতেন না। শুকর ভক্ষণকারী ইংরেজ কি খাদ্য আনিল তাহা যাঁচাই না করিয়া গ্রহণ ও সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ। এই গুলি থেকে কি প্রমান হয় যে, সাইয়েদ সাহেবের দৌড়া দৌড়ি ইংরেজ বিরোধী ছিল? সাইয়েদ সাহেব মুসলমানদের পীর ছিলেন, না খ্রীষ্টানদের পাদরী ছিলেন তাহা চিন্তা করিবার বিষয় নয় কি?

হিন্দু মহারাজের দাওয়াত গ্রহণ

গাওয়ালীয়ারের মহারাজের পক্ষ থেকে অতিথি সেবার পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল। কয়েকবার হিন্দু মহারাজ দাওয়াত করিয়াছেন। একটি দাওয়াতের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়া বর্ণনাকারীগণ বলিয়াছেন -"মারহাটী খাদ্য তৈরী করা হইয়া ছিল। শেরমল, পরাঠা, পলাও, মিষ্টি পলাও, কালিয়া, ফিরনী, ইয়াকুতীকাবাব, শিক কাবাব, মুরগীর বিরিয়ানী ইত্যাদিও তৈরী করা হইয়াছিল। স্বয়ং মহারাজ সাইয়েদ সাহেবকে এবং তাঁহার সঙ্গীদের হাত ধোয়াইয়া দিয়াছিলেন। পরিবেশন পর্ব্ব শেষ হইলে যে পান প্রদান করা হইয়া ছিল সেগুলি সোনার পাতায় মোড়া ছিল। কয়েকটি সেনীতে (বড় খাঞ্জাতে) সাজাইয়া বহু উপঢৌকন প্রদান করা হইয়াছিল। ঐ উপঢৌকনের মধ্যে ছিল একটি মহা মূল্যবান মালা ও দুইটি চোগা, যাহার উপর জরির খুব সুন্দর কাজ করাছিল।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ২৮৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হিন্দু মহারাজের ভোগ ও ভেঁট সাইয়েদ সাহেব সাদরে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, হিন্দু মহারাজ কোন্ ইসলাম ও কোন্ জিহাদ এর খুশিতে উন্মত্ব হইয়া এই বিরাট ভোজন ও উপঢৌকনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? নিশ্চয় এত বড় পর্ব্ব উদ্দেশ্য বিহীন ছিল না। মনে হয় মহারাজ এই পীর নামী পাদরীর মাধ্যমে ইংরেজের সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের দাওয়াত খাওয়ার দাস্তান সংক্ষিপ্ত ভাবে শেষ করিয়া দিলাম।

হরিরামের উপঢৌকন

সাইয়েদ সাহেব মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন। এখানে উহার দুই একটি নমুনা প্রদান করা হইতেছে। -হরিরাম কাশ্মীরী গাজীয়াবাদের তহশীল্দার ছিলেন..... তিনি বিনয়ের সহিত উপস্থিত হইয়া মিষ্টান্ন ছাড়া আরো কিছু উপঢৌকন প্রদান করিলেন। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১২৬ পৃষ্ঠা)

গোলাম রসুল মহর লিখিয়াছেন–"বুধোরাম নামে এক বিখ্যাত শেঠ ছিলেন। তিনি সাইয়েদ সাহেবের খিদমাতে আসিয়া নগদ টাকা পয়সা ছাড়াও আঙ্গুর, আনার পেস্তা, বাদাম, নাসপাতি এবং কাশ্মীরী ফলের ঝুড়ি ও বস্তা আনিয়াছিলেন।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৫২ পৃষ্ঠা)

আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছিলেন–"সাইয়েদ সাহেবের দরবারের নিয়ম ছিল যে, দেশের কোন লোক তাঁহার সাক্ষাতের জন্য যখন আসিত, তখন তাহারা উপঢৌকন স্বরূপ কেহ দুইটি মোরগ আনিত, কেহ এক সের দই সের মধু অথবা ঘি আনিত, কেহ চাউল কেহ মুরগীর ডিম আনিত। সাইয়েদ সাহেব এই সমস্ত জিনিষ খুব হিফজতের সহিত তাঁহার রান্নাশালায় পাঠাইয়া দিতেন"। (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৫৪ পৃষ্ঠা)

জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন–"সাঁই নদীর অপর দিক হইতে দুইজন মানুষের আওয়াজ আসিল-নৌকা পাঠাইয়া দিন। সাইয়েদ সাহেব মসজিদ হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-আপনারা কাহারা? জানা গেল, সাইয়েদ সাহেবের এক তোপখানার দারোগা সাইয়েদ ইয়াসীন কিছু টাকা উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন। নৌকা পাঠানো হইল। লোক দুইটি আসিয়া টাকা সাইয়েদ সাহেবের খিদমাতে প্রদান করিলেন। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৩৫ পৃষ্ঠা)

পশ্চিমবাংলায় সাইয়েদ সিলসিলার যে সমস্ত জাহেল পীরগণ পরহিজগারীর বহর বাড়াইয়া থাকেন, তাহারা যেন উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহাদের পীরের পরহিজগারী সম্বন্ধে খানিকটা চিন্তা ভাবনা করেন।

ভাবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন

ভাই ইন্তেকাল করিলে ভাবীকে বিবাহ করা শরীয়তে অবৈধ নয়। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব ভাবীকে বিবাহ করিয়া কয়েকটি কারণে সমালোচনার সম্মুখিন হইয়াছেন। যথা, তিনি সুন্নাত জীবিত করিবার বাহনা করিয়াছিলেন। (২) তাঁহার ভাবী বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন(৩) সাইয়েদ সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁহার কন্যাদের তিনি অসীয়ত করিয়া যান নাই যে, তোমরা বিধবা হইবার পর অবশ্যই বিবাহ করিবে ইত্যাদি। সাইয়েদ সাহেবের অনেক জীবনীকার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, সে যুগে বিধবা মহিলাদের বিবাহ দেওয়া দোষণীয় মনে করা হইতো। সাইয়েদ সাহেব এই মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে বিধবা বিবাহ চালু করিয়া ছিলেন। ফলে এই মুর্দা সুন্নাতটি তাঁহার দ্বারায় জীবিত হইয়া যায়। কিন্তু অবস্থা এই প্রকার ছিল না। যখন সাইয়েদ সাহেবের বড় ভাই সাইয়েদ মোহাম্মাদ ইসহাক তাঁহার যুবতী স্ত্রী 'সাইয়েদা ওলীয়াকে রাখিয়া ইন্তেকাল করিলেন, তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সাইয়েদ সাহেবের সুন্নাত জীবিত করিবার কথা। যুবতী ভাবীকে বিবাহ করিবার জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাইয়েদ প্রস্তাব দিলেন। যেহেতু মোহাম্মাদ ইসহাক একজন আলেম এবং খুব দুরদর্শি মানুষ ছিলেন, সেইহেতু সাইয়েদা ওলীয়া সাইয়েদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াদেন। সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার লিখিয়াছেন-"সাইয়েদ সাহেব ধারাবাহিক দুই তিন মাস চেষ্টা চালাইবার পর বড় ভাইয়ের নৌজুয়ান বিবির গলায় বিবাহের ফাঁশ দিয়াছিলেন"। (মাখযানে আহমাদী ৪৫ পৃষ্ঠা, লেখক সাইয়েদ সাহেবের আপন ভাগনা সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী, সংগৃহীত হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ৬১ পৃষ্ঠা)

এই নতুন বিবাহের পর সাইয়েদ সাহেব এমনই মস্ত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি যথা সময়ে ফজরের নামাজে আসিতে পারিতেন না। তাঁহার মুরীদরাও পর্যন্ত এই ব্যাপারে মুখ খুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যেমন দেওবন্দীদের সেই নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আরওয়াহে সালাসা' এর ১৪২ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে-"সাইয়েদ সাহেব বিবাহ করিয়া ছিলেন। নামাজে আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। আব্দুল হাই সাহেব কিছু বলিলেন না যে, নতুন বিবাহের কারণে ঘটনাক্রমে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পরে আবার ঐ প্রকার ঘটিয়া গেল। সাইয়েদ সাহেবের আসিতে এতই বিলম্ব হইয়াছিল যে, তাকবীরে উলা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। মৌলবী আব্দুল হাই সালাম ফিরাইবার পর বলিলেন-"আল্লাহ তায়ালার ঈবাদত হইবে, না বিবাহের মজা উড়ানো হইবে!"- প্রকাশ থাকে যে, সাইয়েদ সাহেবের তিনজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর স্ত্রী জোহরা বত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। অনুরূপ স্ত্রী ওলীয়া ষোল বৎসর এবং স্ত্রী ফাতিমা উনসত্তর বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের দুই কন্যা সায়েরা একুশ বৎসর এবং কন্যা হাজেরা দশ বৎসর বিধবা হইয়াছিলেন। এই বিধবার দলেরা দ্বিতীয় বিবাহ করতঃ সুন্নাত জীবিতকরিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন না কেন? কমপক্ষে উহাদের একজন তো মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে পারিতেন! কেন সাইয়েদ সাহেব অসীয়ত করতঃ বলিয়া যান নাই যে, তোমরা আমার শোকে কাতর হইয়া সারা জীবন বসিয়া থাকিবেনা। অন্য স্বামী গ্রহণ করতঃ মুর্দ্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবে; ইহাতে তোমাদের মঙ্গল রহিয়াছে। বরং সাইয়েদ

উল্টে অসীয়ত করতঃ বিবিগণকে বিবাহ না করিবার প্রেরণা দিয়াছিলেন। গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন-"যদি এই জিহাদে আমার ইন্তেকাল হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য কোন স্থানে না থাকিয়া মক্কা, মদীনা শরীফে চলিয়া যাওয়া তোমাদের জন্য জরুরী।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৭০৫ পৃষ্ঠা)

ইসলামী শরীয়তে ঘর ও বাহির সবার জন্য সমান ব্যবস্থা করিতে হয়। ওহাবী শরীয়ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাইয়েদ স্বয়ং এবং তাঁহার বাহিনী মুর্দা সুন্নাত জীবিত করিবার অজুহাতে হায় পাঠান নারীদের উপর কি অত্যাচার না করিয়াছেন! ওহাবী কামুক সাইয়েদ এবং তাঁহার বর্বর বাহিনী বিধবা তো বিধবা তরুনীদের পর্যন্ত রাস্তা থেকে জোরপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া মসজিদে তুলিয়া বিবাহ করিয়াছেন। পাত্রী ও পাত্র পক্ষের অনিচ্ছায় জোরপূর্ব্বক বিবাহ কি ব্যাভিচার নয়? ইসলাম বিবাহের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত করিয়া দিয়াছে। কেবল সম্মতি থাকিলেই হইবে না। দুই জন সাক্ষীর সম্মুখে স্ব ইচ্ছায় সম্মতি প্রদান করা শর্ত। সাইয়েদ এবং তাঁহার বাহিনী শরীয়তের এই সংবিধানকে প্রকাশ্যে জবাহ করত: সতী নারীদেব সতীত্বকে হরণ করিয়াছেন। ওহাবী বীর সাইয়েদ সাহেব 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' এর নামে যেমন সুন্নী হানিফী পাঠানদের নির্মম হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, তেমনই সুন্নাত জীবিত করিবার নামে তাহাদের সতী নারীদের নির্যাতন করিয়াছিলেন। ইহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করা হইতেছে। যথা, সাইয়েদ ভক্ত মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন "দেখা গিয়াছে যে, সাধারণতঃ দুই তিন জন করিয়া তরুণীরা যাইতেছে। মুজাহিদদের মধ্যে কেহ গিয়া তাহাদের ধরিয়া মসজিদে আনিয়া বিবাহ করিয়া নিয়াছে"। (হায়াতে তাইয়েবা ২৮২ পৃষ্ঠা)

জোরপূর্ব্বক ব্যাভিচারের দল ওহাবী সাইয়েদ বাহিনী পাঠান নারীদের ছিনাইয়া লইয়া যাইতেন এবং তাহাদের অসহায় পিতা মাতাকে বিভিন্ন প্রকার ভয়ও দেখাইতেন এবং এক তরফা ভাবে বিবাহ ঘোষণা করিয়া দিতেন। যথা, মির্যা হায়রাত বেহায়ার মত লিখিয়াছেন-"একজন তরুণী চাইত না যে, দ্বিতীয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্ত্রীরূপে আমার বিবাহ হইয়া যাক। কিন্তু মুজাহিদ সাহেব জোর করিতেছেন যে, বিবাহ করিতে হইবে। শেষে পিতামাতা বাধ্য হইয়া তাহাদের তরুণীকে মুজাহিদের হাতে তুলিয়া দিতেন"। (হায়াতে তাইয়েবা ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

ওহাবী ঐতিহাসিক অল্প কথায় স্বতী তরুণীদের করুণ কাহিনীর বিবরণ দিয়াছেন। ওহাবীদের থাবা থেকে বিধবাদের বাঁচা খুব বিপদ্‌জনক ছিল। যে বাড়ীতে বিধবা বাস করিত সেই বাড়ীতে আগুন লাগাইবার পর্যন্ত আদেশ করা হইয়াছিল। সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ-পেশওয়ার শহরের কাজী "মৌলবী মাজহার আলী এ'লান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে পেশওয়ারের সমস্ত বিধবা নারীদের বিবাহ হইয়া যাওয়া জরুরী। অন্যথায় যে বাড়ীতে বিধবা থাকিবে সেই বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইবে।" (হায়াতে তাইয়েবা ২৮২ পৃষ্ঠা)

ইসলামী কানুন তো ধনী, গরীবের পার্থক্য করে না। সাইয়েদ সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁহার বিবিগণ ১৬ বৎসর হইতে ৬৯ বৎসর পর্যন্ত হায়াতে ছিলেন এবং তাঁহার দুই কন্যা বিধবা হইয়া একজন ১০ বৎসর ও একজন ২০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাহাদের ঘরে আগুন লাগাইবার ব্যবস্থা হইল না কেন? মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী পর্যন্ত সাইয়েদ সাহেবের শয়তানী কাজের সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়া লিখিয়াছেন-"এই নোংরামী হইয়া ছিল যে, আমীর শহীদের খিলাফতের প্রচারকরা হিন্দুস্থানে নিজেদের রাজ শক্তি দেখাইয়া জোর পূর্ব্বক আফগানিস্থানের যুবতীদের বিবাহ করিতে লাগিল।" (শাহ ওলীউল্লাহ আওর উনকী সিয়াসী তাহরীক ১০৮ পৃষ্ঠা)

দুই নায়কের রাজনৈতিক চরিত্র

এপর্যন্ত সাইয়েদ আহমাদ রায়ব্রেলবী ও তদীয় মুরীদ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। এখন তাহাদের রাজনৈতিক চরিত্র বা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহাদের অবদান কি ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। উহারা ধর্ম্মীয় দিক দিয়া ওহাবী ছিলেন; যাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। এমনকি উহাদের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ভারতে ওহাবী মতবাদ আসিয়াছিল। এ ব্যাপারে সমস্ত ঐতিহাসিকগণ একমত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আরবদেশে ওহাবীদের খাড়া করিয়া তুর্কীদের রাজত্ব খতম করিয়াছিল। ঠিক একই পন্থায় এখানেও সাইয়েদ সাহেব ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর মাধ্যমে ওহাবী মতবাদ প্রচার করতঃ মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করিয়াছিল। উহারা প্রকৃতই ওহাবী নায়ক, স্বাধীনতা সংগ্রামের শত্রু এবং বৃটিশ সরকারের নিমকখোর একান্ত দালাল ছিলেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতে কিছু কিছু ওহাবী লেখক ঐ দুই দালালকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক রূপে দেখাইবার অপচেষ্টা করিতেছেন। অল্প কিছুদিন হইতে গোলাম মোর্তজা সাহেব উহাদিগকে অদ্বিতীয় সংগ্রামী নায়ক বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-"ইতিহাসে স্যার সৈয়দ আহমাদ নামটি বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত। কিন্তু আর এক সৈয়দ আহমদ যিনি আলীগড়ের নন তাঁর বাড়ী উত্তর প্রদেশের বেরেলী। এই সৈয়দ আহমদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এতবড় নেতা যে তাঁর সমকক্ষ নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনে কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।.....হজরত সৈয়দ আহমাদের ইতিহাস লিখতে গেলে যাঁদের নাম কোন প্রকারে বাদ দেওয়া যায় না তাঁরা হচ্ছেন হযরত মাওলানা ইসমাঈল, ..." (এ সত্য গোপন কেন? ৩১ ও ৩৩ পৃষ্ঠ)

সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর সম্পর্কে কিছু হিন্দু লেখক এই ধরনের উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমি ঐ সমস্ত লেখককে সমালোচনার

pdf By Syed Mostafa Sakib

উর্দ্ধে রাখিতেছি। কারণ, উহারা উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া কেবল কোন মুসলিম ওহাবী ঐতিহাসিকের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য লেখকদের ইহাও একটি মারাত্মক ভুল। যাইহোক, গোলাম মোর্তজা সাহেবের পুস্তক হইতে বহু মানুষের নতুন ধারণা জন্মিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। এই কারণে খুব নির্ভরযোগ্য লেখকদের বলিষ্ট কলমের আলোকে সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর কালোমুখগুলি দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছি।

বৃটিশের জঘন্য প্ল্যান

বৃটিশ প্ল্যান অনুযায়ী ইংরেজ এবং দেশদ্রোহী দুই গাদ্দার সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর পরামর্শে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, (১) অবিলম্বে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাংকা বাজাইয়া দিতে হইবে (২) পাঞ্জাবের মুসলিম শাহীর অত্যাচারের কথা খুব প্রচার করতঃ সারা হিন্দুস্থানে মুসলমানদের উত্তেজিত করিতে হইবে (৩) জিহাদের নামে ধোকা দিয়া টাকা পয়সা উঠাইতে হইবে এবং সেই সমস্ত টাকা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করতঃ নিজেদের আয়ত্তে আনিতে হইবে (৪) ইহার পর সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিয়া শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রেরণা দিয়া উহাদের সাহায্য নিতে হইবে (৫) ইহার পর পাঠানদের কাছ থেকে সাইয়েদ সাহেবের ইমাম হইবার স্বীকৃতি লইতে হইবে। যদি উহারা স্বেচ্ছায় সাইয়েদ সাহেবকে স্বয়ং সম্পন্ন আমীর এবং 'ইমামে বরহাক' বলিয়া স্বীকৃতি দান করে, তাহা হইলে খুবই ভালো। অন্যথায় তলোয়ারের সাহায্যে স্বীকার করাইতে হইবে (৬) এই প্রকারে শিখ ও পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহাদের কিছু এলাকা কাড়িয়া লইতে হইবে এবং সেখানে ওহাবী রাজত্ব কায়েম করিতে হইবে। অবশ্য এই রাজত্ব সৌদী রাজত্বের ন্যায় ইংরেজদের অনুসরণ করিয়া চলিবে।

এই প্ল্যানের পিছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল যে, (১) যদি হিন্দুস্তানে 'ওহাবী স্টেট' কায়েম হইয়া যায়, তাহা হইলে আরবের ওহাবী স্টেট' এর ন্যায় বৃটিশ সরকারের সাহায্যকারী হইয়া বৃটিশের শক্তিকে সমৃদ্ধ করিবে এবং রাজত্বকে প্রশস্ত করিয়া দিবে (২) ইসমাঈলী ফৌজদের আক্রমণে শিখদের ন্যায় যুদ্ধবাজ সম্প্রদায় হয় একবারেই শেষ হইয়া যাইবে অথবা খুব দুর্বল হইয়া সহজে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে (৩) সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীন পাঠান সম্প্রদায় যাহারা কোন সময়ে কাহারো নেতৃত্ব মানিতে চাহেনা, তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িবে যে, কোন সময় বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঠাইবার সাহস পাইবেনা (৪) আর যদি কিছুই না হয়, তাহা হইলে কমপক্ষে সারা হিন্দুস্তানের বৃহত্তম মুসলিমদের ফৌজী শক্তি শিখ ও পাঠানদের সহিত লড়াই করিয়া দুর্বল হইয়া যাইবে। এই প্রকারে ভবিষ্যতে কোন দিন দেশ স্বাধীনের জন্য ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করিতে পারিবেনা।

ইংরেজদের ইংগিতে হজ্বে গমন

বৃটিশ তাহাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবার জন্য তাহাদের দুই এজেন্ট সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী ও 'ইসমাঈল দেহলবী'কে হজ্বে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত করিল। এই সফর করাইবার মধ্যে ইংরেজদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এই হিন্দুস্তানী গেরিলাদের আরবের নজদী গেরিলাদের নিকট হইতে মিল্লাতে ইসলামীয়ার বিরুদ্ধে রণ কৌশলের ট্রেনিং দেওয়া। দুই ইংরেজী এজেন্ট বিনা পয়সায় হজ্ব করাইবার নামে হিন্দুস্তান থেকে বহু সংখ্যক মানুষকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। সেই যুগে হজ্ব সফরের সাধারণ বন্দর ছিল সুরাত এবং বোম্বাই। সাইয়েদ সাহেব ও ইলমাঈল দেহলবী প্রসিদ্ধ দুই বন্দর ছাড়িয়া উল্টোদিকে বহুদুর কলকাতায় আসিয়াছিলেন। কারণ, এই সময় কলকাতায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হেড কোয়ার্টার ছিল। কলকাতায় উপস্থিত হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোম্পানীর বড় বড় অফিসারদের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে জরুরী নির্দেশাবলী সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। ইংরেজও তাহাদের মনের মত এজেন্টদের যথার্থ ট্রেনিং দিয়া জাহাজে উঠাইয়া দিয়াছিল। এই প্রকারে সাইয়েদ কাফেলার হজ্ব কলিকাতা হইতে শুরু হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজদের গোলাম আরবের ওহাবী নজদীরা যাহারা বৃটিশের কাছ থেকে গাদ্দারী ও মক্করীতে ট্রেনিং প্রাপ্ত হইয়া তুর্কীদের কাছ থেকে দেশ স্বাধীন করিতে সামর্থ হইয়াছিল। এই গাদ্দারের দলেরা তাহাদের প্রভু বৃটিশ সরকারের হিন্দুস্থানী এজেন্টদের আগমনের শুভ সংবাদ পাইয়া অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বন্দরে উপস্থিত ছিল। যথা, মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন - "নজদী লোকেরা আসিয়া সাক্ষাত করিতে ছিল এবং তুর্কীদের সহিত তাহাদের যুদ্ধের কাহিনী বলিতেছিল।" (হায়াতে তাইয়েবা, সংগৃহীত নাংগে দ্বীন ৫২ পৃষ্ঠা) এই সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরন দিতে গিয়া পাদরী হোজীয লিখিয়াছেন-"ইবনো আব্দুল ওহাবের প্রতিনিধিগন-সাইয়েদ আহমাদকে ওহাবী ফরমূলাগুলি শিক্ষা দিয়াছেন এবং খুব বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মাজহাবী উন্মাদনা মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করিবার পর কৃতকার্য্য হওয়া যায় এবং এই প্রকারে দেশ জয় করা যায়।" (ডিক্শনারী অফ ইসলাম, সংগৃহীত নাংগে দ্বীন ৫২ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশের দুই নিমোকখোর এজেন্ট সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবী পবিত্র হজ্বের আড়ালে গেরিলা ট্রেনিং আনিতে গিয়াছিলেন। চিন্তা করিবার বিষয় যে,হজ্বে তো সবাই যায়। নজদীরাতো কাহার রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়না, দেশ জয় করিবার পরামর্শ তো কাহার দেয়না। দুনিয়ার সমস্ত হাজী পড়িয়া রহিল- কেবল এই দুই হিন্দস্থানী পাজীর উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়া গেল কেন? তাহারা পূর্ব থেকেই অবগত ছিল, এই দুই গাদ্দার আমাদের মত বৃটিশের এজেন্সী গ্রহণ করতঃ ট্রেনিংয়ের জন্য আসিয়াছেন। এক কথায় আরব থেকে তুর্ক্ষী সালতানাত খতম করিবার পর হিন্দুস্থান হইতে মোগল রাজত্ব খতম করিবার এটাই ছিল ইংরেজদের মাস্টার প্ল্যান।

কা'বা শরীফে পৃথক জামায়াত

দুই হিন্দী হায়ওয়ান নজদী ওহাবীদের নিকট হইতে কুমন্ত্রনা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব মুসলিমদের বিরোধীতা করতঃ পবিত্র কা'বা শরীফে জামায়াত পৃথক করিয়া চরম ফিৎনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কা'বা শরীফে যথাক্রমে চার মাযহাবের চারটি মুসাল্লা ছিল। হানাফী, শাফয়ী প্রভৃতি মাযহাবের মানুষ নিজ নিজ ইমামের পশ্চাতে নামাজ আদায় করিবার ব্যবস্থা ছিল। দুই বন মানুষের পছন্দ হইয়াছিল না চার মাযহাবের কোন একটি মুসল্লা। যথা, সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকারগণ লিখিয়াছেন- পরামর্শে সিদ্ধান্ত হইয়াছিলযে, যতক্ষণ মানুষ হারাম শরীফে তারাবীহ পড়িবে ততক্ষন পর্যন্ত তিনি এখানকার মানুষের কোরআন পাঠ শুনিবেন। সব শেষে মাতাফে নিজের জামায়াত আলাদা করিবেন।" (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ ২৬৬ পৃষ্ঠা, সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ২২২ পৃষ্ঠ)

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, পরামর্শ কে দিয়া ছিল যে, নিজের জামায়াত পৃথক করিয়া পবিত্র কা'বাতে নতুন ফিৎনার বীজ বপন করিবে! নিশ্চয় এই পরামর্শ তাহাদের; যাহারা হিন্দুস্তান হইতে ট্রেনিং দিয়া পাঠাইয়াছিল এবং যাহাদের নিকটে ট্রেনিং এর জন্য পাঠানো হইয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, ঐ সময় কা'বার ইমামগন ছিলেন খাঁটি সুন্নী হানাফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বালী। যেহেতু হজ্ব করিবার উদ্দেশ্য ছিল না বরং বৃটিশ প্রভুদের নিমক হালাল করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সেহেতু সুন্নী ইমামদের ইক্তেদা না করিয়া বিশ্ব মুসলিমদের একতায় ফিৎনার আগুন জ্বালাইতে পৃথক জামায়াত করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। ওহাবী সম্প্রদায় চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাবকে নির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করিয়া চলাকে হারাম ও শির্ক বলিয়া থাকে। ওহাবীদের ভারতীয় নায়ক সাইয়েদ সাহেবের ইহাই ধারনা ছিল। তিনি ভাষা পরিবর্ত্তন করতঃ বলিতেন - "চার ইমামের মাযহাবের মধ্যে কোন মাযহাব আমার পছন্দ নয়-আউলিয়া উল্লাহদের বিখ্যাত তরীকাগুলির মধ্যে কোন তরীকা আমার পছন্দ নয়।" (হোয়াতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৫৩/১৫৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিশ্চয় সাইয়েদ সাহেবের পছন্দ হইতে পারেনা কোনো মাযহাব অথবা কোনো তরীকা। কারণ, হানাফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বালী মাযহাবের মধ্যে কোন মাযহাবে ইংরেজদের এজেন্সী গ্রহণ করিবার কোন শিক্ষা দেওয়া নাই। অনুরূপ ক্বাদেরীয়া, চিশ্‌তীয়া, নক্‌শাবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরীকার মধ্যে কোন তরীকায় বৃটিশের গোলামী করিবার শিক্ষা পাওয়া যায় না। উপরের উদ্ধৃতি হইতে আরো প্রমাণ হয় যে, সাইয়েদ সাহেব কট্টর ওহাবী ছিলেন। তিনি চার মাযহাব ও চার তরীকা কিছুই মানিতেন না। অবশ্য তিনি ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব নজদীর নামে একটি নতুন তরীকা আবিস্কার করতঃ নাম দিয়াছিলেন 'তরীকায় মোহাম্মাদীয়া'। এই ভন্ড পীরের ভুয়া তরীকা অবলম্বনে যাহারা পীর সাজিয়া মুরীদ করতঃ মানুষকে গোমরাহ করিতেছেন; তাহাদের অবিলম্বে তওবা করতঃ কোন খাঁটি সুন্নী পীরের হাতে বায়েত গ্রহণ করা জরুরী। বর্তমানে সাইয়েদ সিলসিলা একমাত্র ওহাবী দেওবন্দীদের মধ্যে চলিতেছে।

হজ্ব থেকে ফিরিবার পর

নজদী ওহাবী গুরুদের নিকট হইতে যা ট্রেনিং পাওয়ার পাইয়া হিন্দুস্তানে ফিরিবার পর ইংরেজদের পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়া ছিলেন সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবী।। শহরে, নগরে ও গ্রামে, গঞ্জে শিখদের অত্যাচারের কথা শুনাইয়া খুব মায়া কান্না কাঁদিতে লাগিলেন।। শিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জিহাদ ঘোষণা করিবার পূর্ণ প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়াদিলেন। এ সম্পর্কে মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন–"সাইয়েদ আহমাদ সাহেব তাঁহার সমস্ত মুরীদগণকে সমস্ত শহরে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার জন্য বক্তৃতা দিতে আম অনুমতি দিয়াছিলেন। –অধিকাংশ শহরে বক্তৃতা আরম্ভ হইয়া গেল। ..... মানুষের অন্তরে আন্দোলনের ইচ্ছা বাড়িতে ছিল। ..... এখন সাধারণ ভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং সাইয়েদ সাহেবের নিকটে মুজাহিদ সমবেত হইতে লাগিল।" (হায়াতে তাইয়েবা ৪৩১ পৃষ্ঠা)

এই জিহাদের নামে খুব ধুমধামের সহিত চাঁদা আদায় আরম্ভ হইয়া গেল। দিল্লী হইতে কলিকাতা পর্যন্ত সর্বত্রে আদায়কারী নিযুক্ত করা হইল। শেষ পর্যন্ত মানুষ 'ইসমাঈলী জিহাদে' যোগ দিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া পড়িল। যথা, ইসমাঈল দেহলবীর জীবনীকার লিখিয়াছেন, "তিনি দিল্লী হইতে ধীরে ধীরে কলকাতার দিকে রওনা হইলেন। - পাটনাতে দীর্ঘদিন অবস্থান করিলেন।-এবং এই আন্দেলনের সময় যথারীতি একটি স্বয়ং সম্পন্ন রাজত্বের ন্যায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল প্রত্যেক জেলাতে এক একটি আদায়কারী। যেন সে স্বয়ং সম্পন্ন অফিসারদের সঙ্গে মানুষের নিকট হইতে ট্যাকস্ আদায় করিবার ব্যবস্থা করে।" (ইসমাঈল শহীদ ৯৪ পৃষ্ঠা)

কি আশ্চর্য! শুনিলে কে না অবাক হইবে! সুচতুর শয়তান জাতি বৃটিশ বিদেশ হইতে আসিয়া হিন্দুস্থানীদের গলায় গোলামীর ফাঁস পরাইয়াছে। ধীরে ধীরে সারা হিন্দুস্থানকে মুষ্টির মধ্যে আনিবার প্রচেষ্টায় রহিয়াছে। আবার তাহাদের রাজত্বের মধ্যে আরো একটি স্বয়ং সম্পন্ন রাজত্ব কায়েম হইয়া যাইবে; ইহাকি বরদাশ্‌ত করিবার, না চতুর ইংরেজ ইহা বরদাশ্‌ত করিবে! পৃথিবীতে এমন কোন বোকা দেশ নেই যে, দেশের মধ্যে স্বয়ং সম্পন্ন ভাবে আরো একটি সামরিক শক্তি গড়িয়া উঠিবে এবং শাসক গোষ্ঠি তাহা নীরবে দেখিয়া যাইবে। ইংরেজদের রাজত্বে সাইয়েদ ও ইসমাঈল দেহলবী একটি নতুন রাজত্ব কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিতে তৎপর হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ ইংরেজ টু শব্দ না করিয়া সহানুভূতির হাত বাড়াইয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেনা কেন??

নিশ্চয় ইংরেজ উপলব্ধি করিয়াছিল যে, ইসমাঈলী সামরিক শক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সময়ে প্রয়োগ হইবেনা। বরং এই শক্তি তাহাদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইতে সাহায্য করিবে। তাই ধুরন্ধর ইংরেজ মুসলমানদের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে ইসমাঈলী জিহাদের মদত যোগাইয়া ছিল। উহাদের আরো উদ্দেশ্য ছিল যে, জিহাদের নামে লড়াকু মুসলমান যুদ্ধবাজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিখ সম্প্রদায়ের সম্মুখিন হইয়া হাজারে হাজার নিপাত হইয়া যাক, আর আমাদের জন্য হিন্দুস্থান রণশক্তি শূন্য হইয়া পড়িয়া থাক। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদী শয়তান জাতি কি কোন দিন নীরব থাকিয়া সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর নাচোঁন কোঁদন দেখিত?

ইংরেজদের সহিত সুসম্পর্ক

সাইয়েদ সাহেবের সহিত ইংরেজদের সুসম্পর্ক বহু পুরাতন। ইংরেজরা তাহাদের এই পাদরীর মাধ্যমে সেই সমস্ত কট্টর ইংরেজ বিরোধী মুসলমানদের কন্ট্রোল করিত; যাহাদের আয়ত্ব করা তাহাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হইত না। সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন–"১২৩১ হিজরী পর্যন্ত সাইয়েদ সাহেব আমীর খানের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি একটি বড় কাজ করিয়াছিলেন যে, ইংরেজদের সহিত আমীর খানের একটি সন্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মাধ্যমে আমীর খানকে যে সমস্ত শহর প্রদান করা হইয়াছিল, আজ পর্যন্ত তাহার বংশধরগণ সেইগুলির উপর রাজত্ব করিতেছেন। লর্ড হেস্টিংস সাইয়েদ আহমাদের অসাধারণ কর্ম্ম দক্ষতা দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। দুই সৈন্য বাহিনীর মাঝখানে একটি তাঁবু তৈরী করা হইয়াছিল। ঐ তাঁবুর মধ্যে তিন ব্যক্তির আপসে চুক্তি হইয়া যায়। উহাদের মধ্যে ছিলেন আমীর খান, লর্ড হেস্টিংস ও সাইয়েদ আহমাদ। সাইয়েদ সাহেব ভীষণ কষ্টে আমীর খানকে বোতলে ভরিয়া ছিলেন। তিনি তাহাকে নিশ্চয়তা দিয়াছিলেন যে, ইংরেজদের বিরোধীতা করা এবং তাহাদের সহিত লড়াই করা যদি তোমার ক্ষতিকর না হয়, কিন্তু তোমার বংশধরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হইবে। ইংরেজদের শক্তি দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সমস্ত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। তোমার পর সৈন্যদের কে

পরিচালনা করিবে এবং তাহাদের বিশাল শক্তিশালী ইংরেজ সৈন্যদের মোকাবিলায় ময়দানে লইয়া কে সাহস দিবে। এই সমস্ত কথা আমীর খানের মাথায় ঢুকিয়া গিয়াছিল এবং তিনি এই কথার উপর রাজী হইয়া ছিলেন যে, চলিবার মত আমাকে কিছু দেশ দেওয়া হউক, তাহা হইলে আমি আরামে বসিয়া যাইব। আমীর খান ইংরেজদের বেশ বেকায়দায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শেষে সাইয়েদ আহমাদ সাহেবের চালাকীতে প্রত্যেক দেশের কিছু কিছু অংশ দিয়া আমীর খানের সহিত সন্ধি হইয়াছিল। যেমন, জয়পুরের একটি অংশ 'টোনক' এবং ভূপালের একটি অংশ 'সারুঞ্জ' দেওইয়া ছিলেন। এই প্রকারে বহু বাকবিতন্ডার পরে ভিন্ন পরগনা হইতে বিভিন্ন দেশের অংশ ইংরেজদের কাছ থেকে প্রদান করিয়া উত্তেজিত বাঘকে এই কৌশলে খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। (হায়াতে তাইয়েবাহ ৪২১ পৃষ্ঠা)

আমীর খানের ন্যায় একজন কট্টর ইংরেজ বিরোধী বাঘকে সাইয়েদ সাহেব চাতুরী করিয়া টোনকের নবাব বানাইয়া ইংরেজদের অনুগত করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরেজরা তাঁহার এই দক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। ইংরেজদের দুর হইতেও ধারণা ছিল না যে, সাইয়েদ সাহেবের দ্বারায় কোন দিন তাহাদের ক্ষতি হইবে। এই কারণে তাহাদের আপত্তি ছিল না সাইয়েদ ও ইসমাঈল দেহলবীর স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করায় এবং শিখদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি গড়িয়া তোলায়। জাফর থানেশ্বরী 'লিখিয়াছেন, –"এই সময়ে প্রত্যেক শহর, নগর ও গ্রামের উপর বৃটিশের রাজত্ব ছিল। হিন্দুস্তানে প্রকাশ্যে শিখ বিরোধী জিহাদের বক্তৃতা চলিতে ছিল। কিন্তু ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া শায়েখ গোলাম আলি সাহেবের মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট গভর্ণরকেও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে গর্ভণর বাহাদুর লিখিয়াছেন যে, যতক্ষন পর্যন্ত ইংরেজদের রাজত্বে ফিৎনা ও ফাসাদ হইবার আশংকা না হইবে ততক্ষণ আমরা এই প্রস্তুতির বিরোধীতা করিব না।"(সাওয়ানেহে আহমাদী ১৬৮ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

একই মর্মে মির্যা হায়রাত দেহলবীও লিখিয়াছেন,-"সাইয়েদ আহমাদ সাহেব সাধারণ ভাবে তাঁহার সমস্ত মুরীদগণকে অনুমতি দিয়াছেন যে, প্রত্যেক শহরে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের বক্তৃতা করিবে। অধিকাংশ শহরে বক্তৃতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। মানুষের অন্তরে আন্দোলনের মানসিকতা জন্মাইতে ছিল। সবাই প্রকাশ হইতে লাগিল এবং সাইয়েদ সাহেবের নিকটে মুজাহিদগণ সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। সাইয়েদ সাহেব মাওলানা (ইসমাঈল) শহীদের পরামর্শে শায়েখ গোলাম আলীর মাধ্যমে গভর্ণর বাহাদুরকে অবগত করিয়াছিলেন যে, আমরা শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি লইতেছি। ইহাতে সরকারের কোন আপত্তি রহিয়াছে কিনা? গভর্ণর বাহাদুর পরিস্কার লিখিয়া দিলেন যে, আমাদের রাজত্বে বিশৃঙ্খলা না ঘটিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমারা এই প্রস্তুতির বিরোধীতা করিবনা।" (হায়াতে তাইয়েবা ৪৩১পৃঃ)

শায়েখ মোহাম্মাদ ইকরাম লিখিয়াছেন,-"ইংরেজরা এই সময়ে সাইয়েদ সাহেবের প্রকাশ্য জিহাদের এবং উহার প্রস্তুতির জন্য কোন বিরোধীতা করে নাই।" (মাওজে কাওসার ১৮ পৃঃ) মাওলানা ফজলে হুসাইন লিখিয়াছেন - "তিনি (শাহ ইসমাঈল) তাঁহার পীর সাইয়েদ আহমাদ সাহেবকে ইমাম মানিয়া মুসলমানদের একটি জামায়াতের সহিত জিহাদ এর জন্য পাঞ্জাবে পৌছান। বৃটিশ গভর্ণমেন্টও তাঁহার এই পদক্ষেপের কোন প্রকার বিরোধীতা করে নাই।" (আল হায়াত বা'দাল মামাত ২০৩ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমান হইতেছে যে, বৃটিশ সরকার সাইয়েদ সাহেবকে খুব আনন্দের সহিত অনুমতি দিয়াছিল যে, আমাদের রাজত্বে থাকিয়া শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য চাঁদা আদায় এবং সৈন্য সমাবেশ করুন। যদি সাইয়েদ সাহেবের সহিত ইংরেজদের প্রথম থেকেই সুসম্পর্ক না থাকিত অথবা সাইয়েদ সাহেবের দ্বারায় তাহাদের সামান্য ক্ষতির আশঙ্কা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় জিহাদের অনুমতি দিত না। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছেন–"আজীমাবাদের কোন শীয়া মানুষ ইংরেজ জর্জের নিকট

গিয়া বলিল যে, এই সাইয়েদ সাহেব যিনি এখানে বহু মানুষ নিয়ে আসিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, ইহার উদ্দেশ্য জিহাদের এবং ইনি বলিতেছেন যে, আমরা ইংরেজদের সহিত জিহাদ করিব। জর্জ লোকটির অভিযোগকে হিংসাত্মক বলিয়া গন্য করিলেন এবং সাবধান করিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে এই ধরণের অশোভনীয় উক্তি করিবে না।" (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ প্রথম খণ্ড ২৪২ পৃষ্ঠা)

অনুরূপ মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন - "যখন আন্দোলন চরম পর্য্যায় পৌঁছিল, তখন জেলার সাধারণ অফিসারেরা আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের ভয় হইয়াছিল যে, আমাদের রাজত্বে বিপদ চলিয়া না আসে এবং ইহাতে কোন প্রকার ক্ষতি না হইয়া পড়ে। এই ধারণায় জেলার অফিসারগন বড় বড় অফিসারগনকে লিখিলেন। সেখান থেকে পরিস্কার উত্তর আসিয়া গেল যে, খবরদার! উহাদের বিরোধীতা করিবে না। ঐ মুসলমানদের সহিত আমাদের লড়াই নাই। উহারা শিখদের প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছেন।" (হায়াতে তাইয়েবাহ ৪৩০ পৃষ্ঠা)

পাঠকের সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, যে সমস্ত লেখকের উদ্ধৃতি প্রদান করা হইতেছে তাহারা কেহ সাইয়েদ বিরোধী ছিলেন না। এইবার লক্ষ্য করুন! সাইয়েদ সাহেব সম্পর্কে সরকারকে অবগত করাইয়া দেওয়া সত্বেও সরকার কর্ণপাত করিতে ছিল না কেন? এমনকি নিম্নস্তরের অফিসাররা পর্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া বড় বড় অফিসারদের জ্ঞাত করিয়া দেওয়া সত্বেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। বরং সরকার পক্ষ হইতে সাইয়েদ সাহেবের বিরোধীতা করিতে কঠিন ভাবে নিষেধ করতঃ বলা হইয়াছিল যে, উহাদের সহিত আমাদের কোন লড়াই নাই। বৃটিশ সরকারের এই সাদাসিধা মনোভাব হইতে প্রমান হইতেছে যে, সাইয়েদ সাহেবের সহিত সরকারের সুসম্পর্ক ছিল এবং তিনি গোপনে নিশ্চয়তা দিয়াছিলেন যে, আমাদের জিহাদী আন্দোলন আদৌ সরকার বিরোধী নয়। আজ দেড়শত বৎসর পর যাহারা সাইয়েদ সাহেব

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও ইসমাঈল দেহলবীকে বৃটিশ বিরোধী মানুষ ছিলেন বলিয়া দেখাইতে চাহিতেছেন নিশ্চয় তাহারা নোংরা লেখক। সেই যুগের সুবিখ্যাত আহলে হাদীস মৌলবী আব্দুর রহীম সাদেকপুরী লিখিয়াছেন,—"সাইয়েদ সাহেবের মধ্যে সব সময়ে একটি চাল ছিল যে, একদিকে মানুষকে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উত্তেজিত করিতেন এবং অপর দিকে বৃটিশ সরকারের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কথা প্রচার করিয়া মানুষকে বৃটিশের বিরোধীতা করিতে নিষেধ করিতেন।" (আদ্ দুরুরুল মানসুর ২৫২ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতি পরিষ্কার ঘোষণা করিতেছে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ঠ ইংরেজ বিরোধী মনোভাব ছিল। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব এই বৃটিশ বিরোধী মানসিকতাকে ঘুরাইয়া শিখ বিরোধী করিবার প্রচেষ্টায় থাকিতেন, যাহাতে তাঁহার বন্ধু সরকার শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারে। ইংরেজদের এই পরম বন্ধুকে যাহারা চরম দুশমন বলিয়া বদনাম করিতেছেন নিশ্চয় তাহারা সাইয়েদ সাহেবের শত্রু। এইবার সাইয়েদ সাহেবের সেরা শিষ্য ইসমাঈল দেহলবীর অবস্থা দেখুন! মাওলানা জাফর থানেশ্বরী লিখিতেছেন—

"ইহাও সঠিক সুত্রে বর্ণিত যে, কলিকাতায় অবস্থান কালে একদিন মাওলানা মোহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ বক্তৃতা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি মাওলানাকে এই ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বৈধ, না অবৈধ? ইহার উত্তরে মাওলানা বলিয়াছেন- যে সরকার আমাদের শত্রু নয়, তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোন প্রকারে জায়েজ নয়। (সাওয়ানেহে আহমাদী ১৭১ পৃষ্ঠা)

অনুরূপ মর্ম্মে মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন—"কলিকাতায় যখন মাওলানা ইসমাঈল জিহাদের বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন এবং শিখদের অত্যাচারের বিবরণ দিলেন তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল - আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফত ওয়া প্রদান করেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন - উহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কোন প্রকারে অয়াজিব নয়। প্রথমতঃ আমরা উহাদের প্রজা, দ্বিতীয়তঃ

আমাদের ধর্ম্মীয় কাজ পালন করিতে সামান্য বাধা প্রদান করে না। উহাদের রাজত্বে আমাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা রহিয়াছে। বরং উহাদের প্রতি যদি কেহ আক্রমণ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত লড়াই করা এবং নিজেদের সরকারের প্রতি আঘাত আসিতে না দেওয়া ফরজ হইবে।" (হায়াতে তাইয়েবা ৪২৩ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয় যে, সেই যুগের ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং মানুষ খুব অপেক্ষা করিতেছিল যে, কখন উহাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডংকা বাজিয়া উঠিবে। এই কারণে জনৈক দুরদর্শী ব্যক্তি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে এহেন প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন। ইসমাঈল দেহলবী প্রশ্নকারীর আসল উদ্দেশ্য যথার্থ বুঝিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে, ইংরেজদের রাজত্বের উপর কেহ আক্রমণ করিতে চাহিলে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের উপর ফরজ হইয়া যাইবে। "আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করেন না কেন? এই প্রশ্নটি নিছকই সাধারণ নয়। মানুষ ইংরেজদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সন্ধান করিতেছিল একজন মহান পথ প্রদর্শকের, যাহার ফতওয়ায় ও নেতৃত্বে জিহাদ আরম্ভ করিয়া দিবে। এই উদ্দেশ্য সফলের আশায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই দুরদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু কাটাঘায়ে নুনের ছিঁটার ন্যায় হইয়া গেল ইসমাঈল দেহলবী সাহেবের উত্তর। কি আফশোষ! কি দুঃখ! যাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার লক্ষ্যে প্রশ্ন করা হইল, আবার তাহাদের স্বপক্ষে লড়াই করা ফরজ হইয়া গেল। মানুষের ইংরেজ বিরোধী কঠোর মনোভাবকে সমূলে নির্মূল করিবার জন্য ইসমাঈল সাহেব তাঁহার ফতওয়ার উপর 'ফরজ' শব্দের মোহর লাগাইয়া ছিলেন। যাহাতে মানুষ সুনিশ্চিত ভাবে বুঝিয়া যায় যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোরআন ও ইসলাম বিরোধী হইবে। পাঠক নিরপেক্ষ হইয়া বলুন! ইংরেজদের এই পরম বন্ধু ইসমাঈল দেহলবীকে যাহারা ইংরেজদের চরম দুশমন বলিয়া প্রমান করিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

চাহিতেছেন তাঁহারা কি প্রকৃতই ইসমাঈল দেহলবীর শত্রু নয়?

জনাব শায়েখ ইকরাম লিখিয়াছেন-"যখন সাইয়েদ আহমাদ সাহেব শিখদের সহিত জিহাদ করিতে যাইতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন যে, আপনি এতদুর শিখদের সহিত জিহাদ করিতে কেন যাইতেছেন? ইংরেজ, যাহারা এই দেশে রাজত্ব করিতেছে উহারা কি ইসলামের বিরোধী নয়? সবাই উহাদের সহিত জিহাদ করিয়া হিন্দুস্তান স্বাধীন করিয়া নিন। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার সঙ্গী হইবে এবং সাহায্য করিবে। .....সাইয়েদ সাহেব উত্তর দিয়াছিলেন-ইংরেজ সরকার যদিও ইসলাম বিরোধী কিন্তু মুসলমানদের প্রতি কোন জুলুম ও অত্যাচার করে না এবং মুসলমানদের ইবাদত উপাসনা ও ধর্ম্মীয় কাজে বাধা প্রদান করে না। (মাওজে কাওসার ২০ পৃষ্ঠা) - প্রশ্নোত্তর খুবই পরিষ্কার। ইহার পরেও যদি কেহ সাইয়েদ সাহেবকে ইংরেজ দুশমন বলিয়া অভিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহার মস্তিস্ক বিকৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

দেওবন্দী লেখক মাওলানা মাঞ্জুর নোমানী লিখিয়াছেন - "ইহা একটি প্রসিদ্ধ কথা যে, সাইয়েদ সাহেব ইংরেজদের বিরোধীতা করিতে ঘোষণা করেন নাই। বরং কলিকাতা অথবা পাটনাতে উহাদের সাহায্য করিবার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরো একটি প্রসিদ্ধ কথা যে, ইংরেজরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাহাকে সাহায্যও করিয়াছিলেন।" (আল্ ফুরকান, শহীদ নং ১৩৫৫,৭২ পৃষ্ঠা)

মাওলানা জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন- "ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার ইচ্ছা সাইয়েদ সাহেবের আদৌ ছিলনা। তিনি ইংরেজদের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব মনে করিতেন এবং ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যদি ইংরেজ সরকার ঐ সময় সাইয়েদ সাহেবের বিরোধী থাকিত, তাহা হইলে হিন্দুস্তান হইতে সাইয়েদ সাহেবের কোন প্রকার সাহায্য যাইতনা। কিন্তু ইংরেজ সরকার ঐ সময় আন্তরিকভাবে চাহিয়াছিলেন যে, শিখদের শক্তি কম হইয়া যাক।" (সওয়ানেহে আহমাদী ১৩৯ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে কত সুন্দর বুঝা যাইতেছে যে, ইংরেজরা শিখদের শক্তি হ্রাস করিতে চাহিয়াছিল। তাই তাহারা নিজেদের রাজত্বের মধ্যে শিখ বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে এবং শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিতে সাইয়েদ সাহেবের কোন প্রকার বাধা প্রদান করে নাই। বরং সর্ব প্রকার সাহায্য সহানুভূতির হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল। যখন ইংরেজদের নিমক খোর ওহাবী মুজাহিদরা বলির পাঁঠা হইয়া সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিয়া ছিলেন, তখন উহাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদিকে রক্ষাণাবেক্ষন করিয়াছিল সরকার ইংরেজ। যদি সাইয়েদ সাহেব ইংরেজ বিরোধী হইতেন এবং সীমান্তে পৌঁছিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুংকার ছাড়িতেন, তাহা হইলে এখানে ইংরেজরা তাহাদের স্ত্রী, পুত্রগণকে গ্রেফতার করিত এবং ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিয়া ফেলিত। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব না বৃটিশের রাজত্বের ভিতর হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিয়া ছিলেন, না তাহাদের রাজত্বের বাহির হইতে জিহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আসলেই তো তিনি এবং তাঁহার শিষ্য ইসমাঈল দেহলবী বৃটিশ বিরোধী ছিলেন না। বর্তমানে তাঁহাদিগকে বৃটিশ বিরোধী প্রমান করিতে যাইবার অর্থই হইল সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর আত্মাকে কষ্ট দেওয়া।

জামীয়াতে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি, দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা হুসাইন আহমাদ নকলী মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন — "যখন সাইয়েদ আহমাদ সাহেব শিখদের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন, তখন ইংরেজরা শান্তির শ্বাস ফেলিয়াছিলেন এবং সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিতে সাইয়েদ সাহেবকে সাহায্য করিয়াছিল।" (নকশে হায়াত খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ১২)

উপরের উদ্ধৃতিটি নিশ্চয় কোন যদু, মধুর কলমের নয় যে, কি লিখিতে কি লিখিয়াছেন। কোন্ দেওবন্দী বলিবেন যে, হুসাইন আহমাদ মাদানী মিথ্যাবাদী অথবা তিনি সত্যকে গোপন করিয়াছেন অথবা সাইয়েদ সাহেবের আসল ইতিহাস তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। পাঞ্জাবের যুদ্ধবাজ শিখ ও সীমান্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রদেশের স্বাধীন লড়াকু পাঠান এই দুই মহাশক্তি ছিল ইংরেজদের মাথা ব্যাথার প্রধান কারণ। তাই তাহারা এক তীরে দুই শিকার করিবার লক্ষ্যে সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীকে ফিট করিয়াছিল। যখন এই দুই সাহেব যোদ্ধা মুলমানের পাল্‌কে বলি দানের জন্য হাঁকাইয়া পাহাড়ী এলাকায় শিখদের সম্মুখীন করিয়াছিলেন, তখনই ইংরেজরা স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়াছিল এবং যার পর নয় সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীকে যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বলিয়া প্রমান করিবার অপচেষ্টা করিতেছেন তাহারা নিজেদের পরিনামের চিন্তা করিয়াছেন? আল্লাহ্ পাক সুমতি দান না করিলে কাহারো কিছু করিবার নাই।

শিখদের সহিত জিহাদ

যেহেতু পাঞ্জাব, কাশ্মির, কাবুল ও মুলতান ইংরেজদের আয়ত্বের বাহিরে ছিল। সেইহেতু উহারা সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর মাধ্যমে ঐ দেশগুলি নিজেদের আয়ত্বে আনিতে চাহিয়াছিল। সাইয়েদ সাহেব পরিস্কার বলিয়াছেন –''আমি শত্রু শিখ সম্প্রদায়ের সহিত জিহাদ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমাকে বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।'' (মাকতুবে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ২৭৩ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতিতে কে জিহাদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন বা কে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ নাই। অবশ্য সাইয়েদ সাহেব এর জীবনীকার পরে সে সম্পর্কে বলিয়া দিয়াছেন যে, উহা ছিল খোদায়ী নির্দেশ। যথা ''সাইয়েদ সাহেবকে খোদাই নির্দেশ হইয়াছে যে, তিনি লম্বা কেশধারী শিখ সম্প্রদায়কে শেষ করিয়া দিবেন।'' (মাকতুবাতে আহমাদী ১৮০ পৃষ্ঠা)-জীবনীকার আরো লিখিয়াছেন–''তাঁহার (সাইয়েদ সাহেবের) জিহাদের সফরের পূর্বে তাঁহাকে খোদায়ী ইলহাম হইয়াছিল যে, তাঁহার হাতে পাঞ্জাব

জয় হইয়া পেশওয়ার থেকে নিয়ে সাতলাজ নদী পর্যন্ত হিন্দুস্তানের মত উদ্যান তৈরী হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালার এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তাঁহার প্রতিটি শিষ্য জ্ঞাত ছিল''। (সাওয়ানেহে আহমাদী ১৭২ পৃষ্ঠা)

এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসিয়া গিয়াছে যে, প্রকৃত পক্ষে সাইয়েদ সাহেবের জয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কে? যদি মহুর্তের জন্য মানিয়া নেওয়া হয় যে, খোদা তাআলা তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা হইলে আবার প্রশ্ন হইবে যে, খোদা কি তাঁহার প্রতিশ্রুতির বিপরীত করিয়া থাকেন? সাইয়েদ সাহেবের জয় তো দুরের কথা যদি পরাজয় হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবী বালাকোটে বলি হইয়া যাওয়ায় প্রমাণ হইতেছে যে, প্রতিশ্রুতি খোয়াদী ছিল না, বরং প্রকৃত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ইংরেজ সরকার। –যদি মহুর্তের জন্য মানিয়া নেওয়া হয় যে, খোয়াদী প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা হইলে প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি প্রকৃত শিখ বিরোধী ছিলেন। অতএব, যাহারা সাইয়েদ সাহেবকে ইংরেজ বিরোধী ছিলেন বলিয়া প্রমান করিতে চাহিতেছেন তাহারা খোয়াদী ইলহাম বা নির্দেশের বিরোধীতা করিতে চাহিতেছেন।

সাইয়েদ সাহেব আরো বলিয়াছেন –''কোন মুসলমান আমীরের সহিত আমাদের ঝগড়া নাই, কোন মুসলমান নেতার সহিত বিরোধীতা নাই, অভিশপ্ত কাফেরদের সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দিতা নাই। অনুরূপ ইসলামের দাবীদারদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই। বরং কেবল লম্বা কেশধারী শিখদের সহিত আমাদের যুদ্ধ। কালেমা পাঠকারী এবং ইসলামের অনুসন্ধানকারীদের সহিত আমাদের কোন শত্রুতা নাই। অনুরূপ ইংরেজ সরকারের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া ও শত্রুতা নাই। কারণ, আমরা তো উহাদের প্রজা বরং উহাদের স্বপক্ষে অত্যাচারীদের সমূলে নির্মূল করাই আমাদের কর্তব্য। (মাকাতুবাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, অনুবাদক সাখাওয়াত মির্য্যা, ৩২ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরের উদ্ধৃতি হইতে নিঃসন্দেহ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, সাইয়েদ সাহেব ইংরেজ বিরোধী ছিলেন না। যাহারা শত বৎসর পরে তাঁহাকে ইংরেজ বিরোধী প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন তাহাদের নিকটে কি খোদায়ী ইলহাম আসিয়াছে? আরো একটি বিবরণ পাঠ করিয়া সাইয়েদ সাহেবের চরিত্র উপলব্ধি করুন!

জরুরী বিজ্ঞাপন

যেমন বাজারে বক্তার অভাব নাই, তেমন লেখকের অভাব নাই। অধিকাংশ বক্তার অবস্থা হইল যে, তাহারা দুই চার ঘন্টা বক্তৃতা করিলেও শ্রোতাগন বুঝিতে পারিবেনা — ইনি সুন্নী, না ওহাবী। অনুরূপ অবস্থা অধিকাংশ লেখকের। ইহাদের বই পুস্তক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেও বুঝিতে পারা যায় না যে, লেখক সুন্নী, না ওহাবী। আলহামদু লিল্লাহ, আমি না বাজারী বক্তা, না বাজারী লেখক। আমার যে কোন একটি বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেও আমার সুন্নী হওয়াতেও কাহার সন্দেহ থাকিবেনা। আমার লেখা প্রায় পঁচিশের বেশি ছোট বড় বই পুস্তক বাজারে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। আপনি আল্লাহর অয়াস্তে এইগুলি ব্যাপক করিবার চেষ্টা করুন।

মৌলবী খয়রুদ্দীনের বিবরণ

সাইয়েদ সাহেবের সফরের অন্যতম সঙ্গী হিসাবে ছিলেন মৌলবী খয়রুদ্দীন সাহেব। সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিবার পর মৌলবী খয়রুদ্দীন সাহেবের সহিত জেনারেল এন্টুরার সাক্ষাতকার সম্পর্কে জাফর থানেশ্বরী নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জেনারেল এন্টুরা ঃ- আপনাদের নিকটে শিখ সম্প্রদায় যেমন কাফের আমরা খৃষ্টানরাও কি তেমন কাফের, না কিছু পার্থক্য রহিয়াছে?

মৌলবী খয়রুদ্দীন ঃ- কুফরের দিক দিয়া উভয়েই সমান।

জেনারেল ঃ- হিন্দুস্তানে খলীফা (সাইয়েদ) সাহেবের লক্ষ লক্ষ প্রাণ দাতা বড় বড় জমিদার ও নবাব মুরীদ রহিয়াছে। বর্তমানে সমস্ত হিন্দুস্তানে খৃষ্টানদের রাজত্ব। আবার যখন শিখ ও খৃষ্টান কুফরের দিক দিয়া উভয়েই সমান, তাহা হইলে খলীফা সাহেব তাঁহার লক্ষ লক্ষ মুরীদকে সমবেত করিয়া বাড়ীতে বসিয়া ইংরেজ সরকারের সহিত জিহাদ করিলেন না কেন? অন্যায় ভাবে দূরদূরান্তে সফরের কষ্ট বরদাশ্‌ত করিয়া এখানে শিখদের সহিত লড়াই করিতে আসিলেন!

মৌলবী খয়রুদ্দীন ঃ- ইংরেজ সরকার আমাদের ধর্মীয় কোন জরুরী কাজে বাধা প্রদান করে না। প্রত্যেক মাযহাবী কাজে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শিখেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উহারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে অপমান করতঃ উচ্চ শব্দে আজান পর্যন্ত দেওয়া নিষেধ করিয়া রাখিয়াছে। যদি কোন মুসলমান ঈদ বকরাঈদে গরু কুরবানী করে, তাহা হইলে খালসা সরকার তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। এই কারণে খলীফা সাহেব ইংরেজদের ছাড়িয়া শিখদের সহিত জিহাদ করিতে আসিয়াছেন। (সাওয়ানেহে আহমাদী ২৬১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরের উদ্ধৃতিটি চিৎকার করিয়া বলিতেছে যে, ইংরেজ সরকার ন্যায় পরায়ণ ছিল। সাইয়েদ সাহেবকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছিল। তাই তিনি উহাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটুকু প্রকাশ করেন নাই। এতদ্‌সত্বেও পাকিস্তানের গোলাম রসুল মোহর এবং হিন্দুস্তানের আবুল হাসান নদবী সাইয়েদ সাহেবকে কট্টর ইংরেজ বিরোধী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ করিবার অপচেষ্টা চালাইয়াছেন। হয়তো অনেকেই বলিতে পারেন যে, সাইয়েদ সাহেব ইংরেজদের ভয়ে এই প্রকার উক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরে এটাই বলা হইবে যে, জেনারেলের সহিত যখন কথোপকথন হইতে ছিল, তখন তাঁহারা ইংরেজদের রাজত্বের বাহিরে ছিলেন।

সাইয়েদ সাহেবের প্রধান শিষ্য ইসমাঈল দেহলবীর অভিমতটিও শুনিবার মত। মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন যে,–"মৌলবী ইসমাঈল সাহেব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ সরকারের সহিত ধর্মীয় দিক দিয়া জিহাদ করা অয়াজিব নয়। উহাদের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া নাই। আমরা কেবল শিখদের থেকে আমাদের ভাইদের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছি।" (হায়াতে তাইয়েবা ২৩২ পৃষ্ঠা)-পীর ও মুরীদ, গুরু ও শিষ্য কাহারো মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব ছিল বলিয়া এক হরফ প্রমান নাই।

শীখুর যুদ্ধ হইতে পলায়ন

সাইয়েদ সাহেব শিখ অপেক্ষা মুসলমানদের সহিত বেশী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত শত নিরপরাধ মুসলমানকে শহীদ করিয়া ছিলেন। দেওবন্দী ঐতিহাসিকদের উক্তি অনুযায়ী যখন সাইয়েদ সাহেব খোদায়ী ইলহাম পাইয়া শিখদের সহিত জিহাদ করিবার জন্য সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সেখানকার হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান তাঁহার সঙ্গী

হইয়াছিলেন। কারণ, তাহারা প্রকৃত শিখ বিরোধী ছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের বাহ্যিক ঠাটবাট দেখিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত নেতা হিসাবে মানিয়া লইতে কোন আপত্তি ছিল না। ১৮২৬ সালে ২০শে ডিসেম্বর প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল 'আখুড়ায়'। ১৮৩১ সালে ৬ই মে শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল বালাকোটে। এই সাড়ে চার বৎসর সময়ের মধ্যে সাইয়েদ সাহেব ছোট বড় মোট পনেরটি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিখদের সহিত পাঁচটি যুদ্ধ হইয়াছিল। সাইয়েদ সাহেব একমাত্র শীখুর যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আখুড়ার যুদ্ধে আল্লাহ বখশ, ডামগালা ও শাঁনকিয়ারীর যুদ্ধে মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী এবং মুজাফ্‌ফর আবাদের যুদ্ধে মৌলবী খয়রুদ্দীন সাহেব নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। জনাব গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন–"দুই মাসের মধ্যে সীমান্ত প্রদেশের আশি হাজার মানুষ জিহাদের জন্য সমবেত হইয়া গেল। পেশওয়ারের সর্দারের সৈন্য ছিল আলাদা। উহাদের সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৩৬৫ পৃষ্ঠা) জনাব মোহর আরো লিখিয়াছেন -"শিখ সৈন্যদের সংখ্যা কম পক্ষে ত্রিশ পয়ত্রিশ হাজার ছিল"! (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

মাত্র দুই মাসের মধ্যে এক লক্ষ মুসলমানদের একত্রিত হওয়া একেবারে মামুলী কথা নয়। নিশ্চয় তাহারা শিখদের বিরুদ্ধে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। আবার শিখদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ। প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমানদের দূরদর্শিতার অভাবে এবং ঠিকমত পরিচালনা করিতে না পারিবার কারণে মুসলমানদের পরাজয় হইয়াছিল। ৩০/৩৫ হাজার শিখদের মোকাবিলায় এক লক্ষ মুসলিম সৈন্য নির্লজ্জের মত ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের হাতি খুব জোরে দৌড়াইতে না পারিলে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৩৭৯ পৃষ্ঠা) গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন–"হিন্দুস্তানী গাজীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া যায়। কিছু মানুষ সাইয়েদ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। এক দল ছিলেন ইসমাঈল দেহলবীর সহিত। এক দল আখুড়ায় পৌঁছিয়া ছিল।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাইয়েদ সাহেব এবং তাঁহার সঙ্গীরা শিখদের ভয়ে এমনই পলায়ন করিয়াছিলেন যে, কেহ কাহার খোঁজ নেওয়ার অবসর পান নাই। ইসমাঈল দেহলবী তাঁহার পীর সাইয়েদ সাহেবকে ত্যাগ করিয়া পেশওয়ার পলায়ন করিয়াছিলেন। যদি সাইয়েদ সাহেব খোদায়ী নির্দেশ পাইয়া শিখদের সহিত জিহাদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা হইলে জিহাদের ময়দান ত্যাগ করতঃ পলায়ন করিয়াছিলেন কেন? পরিত্র কোরআনে জিহাদের ময়দান ত্যাগ কারীদের জাহান্নামী বলা হইয়াছে।

শীধুর যুদ্ধের পর

শীধুর যুদ্ধে পরাজয় ও পলায়নের পর সাইয়েদ সাহেব খোদায়ী ইল্হাম বা শিখ্দের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার খোদায়ী নির্দেশ ভুলিয়া গিয়া সীমান্ত প্রদেশের কট্টর সুন্নী হানিফী মুসলমানদিগকে প্রকৃত মুসলমান (ওহাবী) বানাইবার নামে নতুন কৌশল অবলম্বন করতঃ নিজেকে 'আমীরুল মুমেনীন' বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। সাইয়েদ সাহেবের 'আমীরুল মুমেনীন' হইবার পিছনে পরামর্শদাতা ছিলেন মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী। সাইয়েদ সাহেব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কেমন করিয়া সুন্নী মুসলমানদিগকে প্রকৃত মুসলমান করা যায়। ইসমাঈল দেহলবী সাহেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কট্টর হানিফী সুন্নী মুসলমানেরা তাহাদের ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করিবে না। সাইয়েদ সাহেবকে কোন মতেই 'আমীরুল মুমেনীন' বলিয়া স্বীকার করিবেনা। ঘোষণা করিয়া দিলেন– যে ব্যক্তি সাইয়েদ সাহেবের ইমামাত প্রথম হইতে কবুল করিবেনা অথবা কবুল করিবার পর অস্বীকার করিবে সে ব্যক্তি এমনই বিদ্রেহী বলিয়া গন্য হইবে যে, উহাকে হত্যা করা হালাল হইবে-উহাকে কতল করা কাফেরদের কতল করিবার ন্যায় জিহাদ হইবে। কারণ, -বিশুদ্ধ হাদীসের হুকুম অনুযায়ী

এই প্রকার মানুষ কুকুরের স্বভাবে চলিবার জন্য অভিশপ্ত বদমাইশ। বিরোধীতাকারীদের উত্তর একমাত্র তলোয়ারের আঘাত। (মাকতুবাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৬৯ পৃষ্ঠা, মাকতুবাত নং- ৩১)

পাঠক, লক্ষ্য করুন! ওহাবী কমাণ্ডার ইসমাঈল দেহলবী কেমন কঠিন কানুন জারী করিয়া দিলেন। -ওহাবী আমীর বা ইমাম সাইয়েদ সাহেবকে যাহারা না মানিবে তাহারা অভিশপ্ত, বদমাইশ এবং তাহাদের চলন কুকুরের মত। উহাদের কতল করিয়া দেওয়া কাফেরদের কতলের ন্যায় জিহাদ বলিয়া গন্য হইবে। যাহা বিশুদ্ধ হাদিশ হইতে প্রমাণিত । এই প্রকার শয়তানি ঘোষণা দিয়াছিলেন ইবনো আব্দুল ওহাব নজদী। যথা, তিনি বলিয়াছিলেন- আমি তোমাদিগকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করিতেছি। সাত আকাশের নীচে যে মাখলুক রহিয়াছে সবাই মুশরেক। যে ব্যক্তি মুশরিককে কতল করিল তাহার জন্য জান্নাত। (সংগৃহীত নাংগে দ্বীন ৯৪/৯৫ পৃষ্ঠা)

এই ধারণা অনুযায়ী ওহাবীরা আহলে সুন্নাত এবং আহলে সুন্নাতের উলামাগণকে হত্যা করাকে হালাল ঘোষণা করিয়াছিল। যেমন হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'রদ্দুল মুহতার' তৃতীয়খণ্ডে ৩০৯ পৃষ্ঠায় আল্লামা ইবনো আবেদ্বীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিয়াছেন "আব্দুল ওহাবের অনুসারীগণ নজ্দ হইতে প্রকাশ হইয়া জোর পূর্ব্বক মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করিয়াছে। উহারা নিজদিগকে হাম্বালী বলিয়া থাকে। কিন্তু উহাদের ধারণা ইহাই যে, কেবল উহারাই মুসলমান এবং যাহারা উহাদের বিপরীত ধারণা পোষণ করে তাহারা কাফের মোশরেক। এই কারণে উহারা আহলে সুন্নাত এবং উহাদের উলামাগণকে কতল করা জায়েজ করিয়াছে"। একই পদ্ধতি অবলম্বনে ইসমাইল দেহলবী সাহেব সাইয়েদ আহমাদকে ইমাম ও আমীরুল মো'মেনীন ঘোষণা করতঃ সেই সমস্ত আহলে সুন্নাত কে হত্যা করা অয়াজীব বলিয়াছিলেন ; যাহারা সাইয়েদ আহমাদ কে ইমাম ও আমীরুল মো'মেনীন বলিয়া মানিতে অস্বীকার করিতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাইয়েদ আহমাদের ফতওয়া

সুচতুর ইসমাঈল দেহলবী ভালই অবগত ছিলেন যে, সীমান্ত প্রদেশের পাঠান মুসলমানেরা তাহাদের ওহাবী মতবাদ সহজে স্বীকার করিবেনা। এই কারণে পাঁজতারের ইজতেমায় নিজেদের অনুগত উলামাদের দ্বারায় একটি ফতওয়া রচনা করিয়াছিলেন। ফতওয়াটি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

(১) ইমাম প্রমান হইবার পর ইমামের আদেশ অগ্রাহ্য করা কঠিন গোনাহ এবং জঘন্য অপরাধ।

(২) বিরোধীদের বিরোধীতা যদি চরমে পৌঁছিয়া যায় যে, বিনা যুদ্ধে অনুগত করা সম্ভব নয়; তাহা হইলে উহাদের সহিত লড়াই করা সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরজ হইবে এবং জোর পূর্ব্বক বিরোধীদের ইমামের অনুগত করিতে হইবে।

(৩) এই যুদ্ধে ইমামের নিহত সৈন্য শহীদ ও জান্নাতী বলিয়া গন্য হইবে এবং বিরোধীদের নিহতগণ জাহান্নামী বলিয়া গন্য হইবে। উহাদের অবস্থা ব্যাভিচারী ও চোরের থেকে নিকৃষ্ট হইবে। এই কারণে জেনাকার, চোর প্রভৃতি ফাসেকের জানাজার নামাজ পড়া অয়াজিব। কিন্তু ঐ সমস্ত বিরোধীদের জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ নয়। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৬৩ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব আমীরুল মোমেনীন ঘোষিত হইবার পর বিভিন্ন মানুষের নিকটে চিঠি প্রেরণ করিয়া ছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন -"সেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে গৃহীত, যে আমাকে আমীরুল মোমেনীন বলিয়া স্বীকার করে এবং যে আমাকে উহা মানিতে অস্বীকার করে সে আল্লাহর দরবার হইতে বিতাড়িত"। (মাকতুবাতে আহমাদী ২৪১ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব আমীরুল মোমেনীন হইবার পর তাঁহার হাতে বায়েত হইবার জন্য মানুষকে বিভিন্ন দিক দিয়া প্রেরণা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মুনশী মোহাম্মাদ হোসাইন

বিজনূরী লিখিয়াছেন- "যখন কোন মুসলমান আমীর এবং পাঞ্জাবী আলেম সাইয়েদ সাহেবের দিকে আকৃষ্ট হইল না, তখন তিনি তাহাদিগকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাহার এই অনধিকার কুফরের ফতওয়া প্রদানে সমস্ত পাঞ্জাবের আমীর এবং আলেমগণ চরম ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর লিখিয়াছিলেন - "আপনি ওহাবী। আপনার হাতে বায়েত করা উচিৎ নয়"। (ফরইয়াদে মুসলিমীন ৯৮ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীতে এই প্রকার কোন ইমাম, মোজতাহেদ, গওস ও কুতুবের নজীর পাওয়া যায় না যে, তিনি বলিয়াছেন-আমাকে না মানিলে কাফের হইয়া যাইবে। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব এমনই ইমাম ও আমীরুল মোমেনীন ছিলেন যে, তাঁহাকে না মানিলে কাফের, মারদুদ ও জাহান্নামী হইয়া যাইবে। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ ও যাকাত সবই পণ্ড হইয়া যাইবে। জানিনা, কোরআনের কত নাম্বার আয়াতে সাইয়েদের নিকট বায়েত গ্রহণের নির্দেশ আসিয়াছে।

মুরীদ না হইবার অপরাধে

হজরত শায়েখ আব্দুল গফুর ও হজরত খাজা শাহ সুলাইমানকে সাইয়েদের নিকট বায়েত গ্রহণ না করিবার কারণে যেমন মারদুদ ও জাহান্নামী বলা হইয়াছিল। তেমনই সাইয়েদের হাতে মুরীদ না হইবার অপরাধে সর্দার পায়েন্দাখানকে কাফের এবং সরদার খাদী খানকে মোনাফেক বলা হইয়াছিল। সর্দার পায়েন্দাখান হাজারার সম্ভ্রান্ত সর্দার ছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন — " নিশ্চয় পায়েন্দা খান একজন সাহসী বীর এবং উপযুক্ত সর্দার ছিলেন।" তাঁহার বীরত্ব ও সাহসীকতার বড় প্রমান ইহার থেকে আর কি হইতে পারে যে, সমস্ত সর্দারগণ শিখদের নিকটে হার মানিয়া ছিল। কিন্তু তিনি হাজার বিপদের মধ্যে থেকেও বীরত্বের সহিত মোকাবিলা করিতেছিলেন।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৫৪১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সরদার পায়েন্দা খানের ন্যায় একজন ইসলামী বীর মুজাহিদকে সাইয়েদ সাহেবের হাতে মুরীদ না হইবার অপরাধে কাফের ফতওয়া দেওয়া হইয়াছিল। সাইয়েদ মুরাদ আলীগড়ী লিখিয়াছেন- সরদার পায়েন্দা খান খলীফা সাইয়েদ আহমাদের হাতে বায়েত না করিবার কারণে খলীফা সাহেব তাহার প্রতি খারাপ ধারনা পোষণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে কাফের ফতওয়া দিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। (তারিখে তানা বুলিয়া ৪৯/৫০ পৃষ্ঠা)

সর্দার খাদীখান প্রথম অবস্থায় সাইয়েদ সাহেবের সাহায্যকারী ছিলেন। গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন- ''খাদীখান সীমান্ত এলাকার মস্ত বড় নেতা ছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের খুবই প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাহার হাতে বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন''। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৮৭ পৃষ্ঠা)- প্রকাশ থাকে যে, যখন সর্দার খাদীখান সাইয়েদ সাহেবের ওহাবী মতবাদের বিরোধীতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে মুনাফিক ঘোষণা করা হইয়াছিল। সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার মাওলানা জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন-''এই মুনাফিক (খাদীখান) ও মুসলমানদের গুলিতে নিহত হইয়াছেন। মওলানা শাহ ইসমাইল এই মুনাফিকের জানাজার নামাজ পড়িতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দেশের মোল্লারা দুনিয়ার লোভে রাতের বেলায় উহার জানাজা পড়িয়া গোপনে দাফন করিয়া দিয়াছে''। (সাওয়ানেহে আহমাদী ২৪৩ পৃষ্ঠা)

মৌলবী মাহবুব আলী দেহলবী

মৌলবী মাহবুব আলী দেহলবী সাইয়েদ সাহেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। যখন সাইয়েদ সাহেব হিন্দুস্তান হইতে আসিলেন, তখন তিনি মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের জন্য ব্যাপক প্রচার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে সমস্ত মানুষকে আয়ত্বে আনিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের লইয়া সাইয়েদের খিদমাতে পাঁজতার পৌঁছিয়া ছিলেন। তিনি পাঁজতার পৌঁছিয়া লক্ষ করিলেন যে, সাইয়েদ সাহেব এবং তাহার মুজাহিদ্বীনদের জিহাদ প্রকৃত ইসলামী জিহাদ নয়। সাইয়েদ সাহেব চিঠিপত্রে যাহা লিখিযাছিলেন বাস্তবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত করিতেছেন।

মৌলবী মাহবুব আলী সাহেব সরাসরি সাইয়েদ সাহেবের প্রতিবাদ করতঃ বলিয়াছেন- ইসলামের দিক দিয়া আপনি আমীরুল মুমেনীন হইবার অধিকারী নন। কারণ, আপনার রান্নাশালা আলাদা। আপনি মুজাহিদ্বীনদের থেকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষন করিয়া থাকেন। বেচারা মুজাহিদ্বীনগণ যাঁতা ঘুরাইয়া থাকেন ও ঘাস তুলিয়া থাকেন এবং তাহারা মাত্র এক পোয়া করিয়া শস্য পাইয়া থাকেন। আপনি যেমন উত্তম পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন, তেমন পোষাক মুজাহিদ্বীনদের প্রদান করেন না। এই সমস্ত প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া সাইয়েদ সাহেব বলিয়াছিলেন- ''যদি আমীরুল মুমেনীন হওয়া আমার সঠিক না হয়, তাহা হইলে তুমি 'আমীরুল মুমেনীন' হইয়া যাও।'' (সংগৃহীত হাক্বায়েক্বে তাহরীক্বে বালাকোট ১০৯ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার আবুল হাসান নদবী তাঁহার উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষনের অভিযোগের খণ্ডনে লিখিয়াছেন- ''সাইয়েদ সাহেবের দরবারে একটি নিয়ম ছিল যে, ঐ দেশের যে মানুষ তাঁহার সাক্ষাতে আসিত, সে উপঢৌকন স্বরূপ কেহ দুইটি মোরগ আনিত। কেহ এক সের দুই সের মধু অথবা ঘি নিয়ে আসিত। কেহ চাউল কেহ মুরগীর ডিম নিয়ে আসিত। সাইয়েদ সাহেব এই সমস্ত জিনিস হিফাজাতের উদ্দেশ্যে নিজের রান্নাশালায় রাখিয়া দিতেন। যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন মেহমান অসময়ে আসিয়া যাইতো, তখন তিনি ঐ উপঢৌকন ও সামগ্রী হইতে মোরগ, চাউল, ডিম ইত্যাদি রান্না করিতেন এবং তাহাদের খাওয়াইতেন ও নিজে তাহাদের সহিত শরীক হইয়া খাইতেন। (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৫৪ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতি হইতে প্রমান হইতেছে যে, সাইয়েদের খাদ্য সম্পর্কে যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন মৌলবী মাহবুব আলী তাহা একেবারে অবাস্তব নয়। মৌলবী মাহবুব আলী অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কাহারো পরোয়া করিতেন না। দোষ গুন বিনা দ্বিধায় সামনে বলিয়া দিতেন। সাইয়েদ সাহেবের কার্য্যকলাপ তাহার অপছন্দ হইয়াছিল বলিয়াইতো তিনি প্রতিবাদ করিতে কসুর করেন নাই। জীবনীকার নদবী সাহেব মাহবুব আলীর অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রমান করিতে চাহিয়াছেন যে, সাইয়েদ সাহেব মেহমানের সঙ্গী হইয়া খাইতেন।

সাইয়েদ সাহেবের পোষাকের অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমান করিবার জন্য সাইয়েদের জীবনীকার গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন- "সবাই জানে যে, সাইয়েদ সাহেব অতি মামুলি পোষাক পরিধান করিতেন"। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

ভক্ত কোন দিন গুরুর পানাহারে ও পোষাক পরিচ্ছদের উপর ঈর্ষা বা হিংসা করেন না। মৌলবী মাহবুব আলী সাইয়েদ সাহেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। আবার তিনি অন্ধও ছিলেন না, বরং তাহার দুইটি চোখও ছিল। তিনি কেমন করিয়া গুরুর মামুলি পোষাক ও সাধারণ খাদ্য ভক্ষন দেখা সত্বেও অভিযোগ উঠাইলেন! নিশ্চয় তাহার দৃষ্টিতে সাইয়েদ সাহেব এর আহার বিহারের পোষাক পরিচ্ছদে বিলাসীতা ছিল। জনাব মোহর ও আবুল হাসান নদবী সাইয়েদ সাহেবের ইন্তেকালের বহু পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেইহেতু উহাদের বিবরণ পক্ষপাত মূলক ধরিতে হইবে। সবচাইতে বড় কথা যে, স্বয়ং সাইয়েদ সাহেব বলিয়াছেন- "আমি প্রত্যেক দিন পোষাক পরিবর্তন করিয়া থাকি"। (আরওয়াহে সালাসা ১৪২ পৃষ্ঠা)

অবশ্য আবুল হাসান নদবী স্বীকার করিয়াছেন যে, এলাহাবাদের শায়েখ গোলাম আলী সাহেব সাইয়েদ সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য জোড়া জোড়া জুতা এবং কাপড়ের গাঁট পাঠাইতেন। অনুরূপ মুরীদগণও বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের থান এবং হাজার হাজার টাকা প্রদান করিতেন। (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ২য় খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা)

মৌলবী মাহবুব আলী মুজাহিদীন বাহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন - "তোমাদের উপর স্ত্রী, পুত্র ও পিতামাতার হক্ব রহিয়াছে। তোমরা এখানে বসিয়া রহিয়াছো কেন? তাহারা উত্তরে বলিয়াছিলেন- জিহাদের উদ্দেশ্যে। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, জিহাদ কোথায়? কোন্ কাফেরের সহিত জিহাদ করিতেছো? তোমরাতো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাদ্য পাকাইবার চিন্তায় রহিয়াছো। কেবল জিহাদের বাহানা মাত্র। তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত দুইই বরবাদ"। (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৬৫ পৃষ্ঠা)

মৌলবী মাহবুব আলী সাহেব শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবীর শিষ্য। এবং সাইয়েদ সাহেবের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। তিনি সচক্ষে সাইয়েদ সাহেব ও মুজাহিদ বাহিনীর অবস্থা উপলব্ধি করতঃ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন- "জিহাদের বাহানা মাত্র। তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত সবই খারাপ"। মৌলবী মাহবুব আলী একজন সুদক্ষ আলেম ও বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুদূর দিল্লী হইতে এতদুর পর্যন্ত জিহাদের জন্য সাইয়েদ সাহেবের সহিত আসিবার পর চরম ভাবে সাইয়েদ সাহেব এর বিরোধীতা করিতে আরম্ভ করিলেন কেন? নিশ্চয় সাইয়েদ সাহেব জিহাদের নামে দুনিয়াদারী আরম্ভ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। মৌলবী মাহবুব আলীর সঙ্গে বহু সংখ্যক সৈন্য দিল্লী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং সারা জীবন মৌলবী সাইয়েদ সাহেবের জিহাদের বিরোধীতা করিয়াছিলেন। (হাক্বায়েক্বে তাহরীকে বালাকোট ১১২/১১৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৌলিক মতভেদ

আফগানী মুসলমানেরা না সাইয়েদ সাহেবের ন্যায় ওহাবী ছিলেন, না সাইয়েদ সাহেবের ওহাবীয়াত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাহারা সাইয়েদকে নিজেদের ন্যায় সুন্নী হানিফী মুসলমান ধারণা করিয়া ছিলেন। এই কারণে তাঁহারা প্রথম অবস্থায় জান ও মাল দিয়া সাইয়েদকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাদের ধনোপ্রাণের কুরবানী দেখিয়া সাইয়েদ ও তাহার চেলাচমেণ্ডরা ধারণা করিয়াছিলেন যে, আফগানীরা তাঁহাদের পূর্ণ অনুসারী হইয়া গিয়াছেন। এই ভুল ধারনার বশঃবতী হইয়া সাইয়েদ ও তাহার সঙ্গীরা নিজেদের আসল রূপ প্রকাশ করতঃ ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে কট্টর সুন্নী হানিফী মুসলমানেরা এক এক করিয়া সাইয়েদ সাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। শিখদের সহিত জিহাদের প্রস্তুতি মুলতুবী রাখিয়া সাইয়েদ ও তদীয় মুরীদ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী আফগানী মুসলমানদের শায়েস্তা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই প্রকারে উভয়পক্ষের অগণিত মানুষ প্রাণ হারাইয়াছেন।

হজরত মাওলানা শায়েখ আব্দুল গফুর আখুন্দ আফগানীদের পীর ছিলেন। প্রথমাবস্থায় তিনি সাইয়েদ সাহেবের চরম পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু যখন উহাদের ওহাবী আচরণ জ্ঞাত হইয়া পড়িল তখন তিনি উহাদের থেকে পৃথক হইয়া মুজাহিদ বাহিনীকে গোমরাহ বলিয়া ফতওয়া দিয়া দিলেন। শায়েখ আব্দুল গফুরের সঙ্গী উলামাগণ মাওলানা নাসীর আহমাদ, শারহে বোখারী হাফিজ দিরাজ পেশওয়ারী ও মোল্লা আজীম আখুন্দ প্রমুখগণও মুজাহিদ বাহিনীকে গোমরাহ বলিয়া ফতওয়া দিয়া ছিলেন। এই সময়ে হিন্দুস্তান হইতে একটি ফতওয়া পৌঁছিয়াছিল। পেশওয়ারের সর্দার সুলতান মোহম্মাদ খানের নিকট ফতওয়াটি মওজুদ ছিল। এই ফতওয়াটির সম্পর্কে সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন-"এই সাক্ষাতে সুলতান মোহাম্মাদ খান একটি ফতওয়া বাহির করতঃ সাইয়েদ সাহেবের সামনে রাখিলেন।

ফতওয়াটির উপর বহু স্বাক্ষর ছিল। উক্ত ফতওয়ায় লেখা ছিল - সাইয়েদ কিছু আলেম সঙ্গে লইয়া ছোট একটি কাফেলার সাথে আফগানীস্তান গিয়াছেন। তিনি আল্লার রাস্তায় জিহাদের কথা যাহা বলিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ ধোকা। তিনি আমাদের ও তোমাদের মাজহাব বিরোধী মানুষ। তিনি একটি নতুন ধর্ম্ম বাহির করিয়াছেন। তিনি কোন ওলী ও বুজর্গকে মানেন না। সবাইকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ইংরেজরা তাহাকে তোমাদের দেশের অবস্থা জানিবার জন্য গুপ্তচর বানাইয়া পাঠাইয়াছে। তাহার ধোকায় পড়িবে না। ইহা আশ্চর্য নয় যে, তোমাদের দেশ ছিনাইয়া দিবে। যে কোন উপায়ে তাহাকে শেষ করিয়া দাও। যদি এই ব্যাপারে তোমরা গাফিলতী করো, তাহা হইলে খুবই পস্তাইবে এবং দুঃখ ছাড়া কিছু পাইবে না। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৬৫৯ পৃষ্ঠা)

শায়েখ ইকরাম লিখিয়াছেন- "কিছু দুরদর্শী ব্যক্তির সন্দেহ হইয়াছিল যে, সাইয়েদ বাহিনীরা ওহাবী। ফলে পেশওয়ারের সর্দার ও উলামাগণ মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক যৌথ উদ্দ্যোগে মুজাহিদগণকে অমুসলমান এবং উহাদের হত্যা করা অয়াজিব বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। (মওজে কাওসার ৩২ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে প্রমান হইতেছে যে, আফগানী পাঠানদের সহিত সাইয়েদ সাহেবের মৌলিক মতভেদ হইয়াছিল। অন্যথায় উলামাগণ মুজাহিদ বাহিনীকে অমুসলিম এবং উহাদের কতল করা অয়াজিব বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিতেন না। উলামায় কিরামের এই গুরুত্বপূর্ণ ফতওয়ার কারণে আফগানী সুন্নী মুসলমানেরা সাইয়েদ বাহিনীকে নির্মম ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। সাইয়েদ সাহেব এই হত্যাকাণ্ডের মৌলিক কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার কয়েকজন বিশেষ ভক্তকে পাঠাইলে তাহারা নিম্নরূপ রিপোর্ট দিয়াছিলেন ঃ- " আমাদের নিকটে সুলতান মোহাম্মাদের পত্র আসিয়াছিল যে, হিন্দুস্তানের উলামাগণ সাইয়েদ বাহিনীকে বদ্ আক্বীদাহ (ওহাবী) এবং ইংরেজদের গুপ্তচর বলিয়া দিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন - উহারা তোমাদের দেশ ছিনাইয়া দিবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং দ্বীন ও মাযহাব খারাপ করিয়া দিবে''। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৭০০ পৃষ্ঠা)

হিন্দুস্তান হইতে যে ফতওয়াটি সুলতান মোহাম্মাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল, ঐ ফতওয়াটি প্রেরণ করিয়াছিলেন দিল্লীর ওলীউল্লাহ খান্দানের স্বনামধন্য উলামাগণ। মাওলানা শাহ মাখসুল্লাহ দেহলবী, মাওলানা শাহ মুসা দেহলবী, মাওলানা শাহ রশীদ উদ্দিন খান দেহলবী প্রমুখ উলামাগণ আফগানী মুসলমানদের জ্ঞাত করিবার জন্য ঐ পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ, ইহারাই সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর চরিত্র সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। আফগানী উলামাগণ ও আম মুসলমানেরা যে এই পত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই মুজাহিদ বাহিনীর বিরোধীতা করিয়াছিলেন এমন কথা নয়, বরং তাহারা মুজাহিদ বাহিনীর বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ওহাবী মুজাহিদ্দের আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন- ''সামান্য কথায় কাফের ফতওয়া দিতে তাহারা দ্বিধা করিত না। (হায়াতে তাইয়েবাহ ২৮১ পৃষ্ঠা)

মির্যা হায়রাত আরও লিখিয়াছেন-'' মুজাহিদ্বীনদের ভিতর ভাল, মন্দ সব রকমের মানুষ ছিল। বরং উপলব্ধি করা গিয়াছে যে, ভাল অপেক্ষা মন্দের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী''। (হায়াতে তাইয়েবা ২৮০ পৃষ্ঠা)

জরুরী বিজ্ঞাপন

বাজারী ব্যবসিকদের কাটা গরু, ছাগল ইত্যাদির মাংস খাওয়া হারাম। কারন, ইহারা সামান্য চামড়া বড় করিবার জন্য যথাস্থানে যথা নিয়মে জবাহ করিয়া থাকেনা। আপনি আল্লাহর অয়াস্তে হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করিবার চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিবাদ করা ঈমানী দায়িত্ব।

শিখদের সহিত আপোস

সাইয়েদ সাহেবের ওহাবী মতবাদ না মানিবার অপরাধে আফগানী সুন্নী হানিফী মুসলমানেরা সাইয়েদের নিকট ইসলামের মহাশত্রু বলিয়া গন্য হইয়া গেলেন। শিখদের সহিত যুদ্ধ করিবার খোদাই নির্দেশ ভুলিয়া গিয়া সাইয়েদ সুন্নীদের সহিত জিহাদের পর জিহাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানদের প্রতি কাফের, মোশরেক, মোনাফেক, গাদ্দার ও বিদায়াতী ইত্যাদি ফতওয়া প্রদান করতঃ অগনিত মুসলমানের রক্ত পাণির ন্যায় বহাইতে লাগিলেন। মুসলমানদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতন কোনটাই কম করিতে ছিলেন না সাইয়েদ সাহেব। সাইয়েদ বাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া আফগানী মুসলমানেরা তাহাদের পরম শত্রু শিখদের সহিত আপোস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সর্দার পায়েন্দা খান শিখ নেতা হরি সিংয়ের হাতে হাত মিলাইয়া দিলেন। তিনি একখানা পত্র লিখিয়া জানাইলেন-খলীফা সাইয়েদ আহমাদ আমার দেশ ছিনাইয়া নিয়াছেন। আমাকে সাহায্য করিতে সৈন্য প্রেরণ করুন। আমি সব সময়ে আপনার কৃতজ্ঞ থাকিব। উত্তরে হরি সিং লিখিয়া ছিলেন- আমি আপনার সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। কিন্তু একটি শর্ত রহিয়াছে যে, আপনার পুত্র জাহান্দাদ খানকে আমার নিকটে বন্ধক রাখিতে হইবে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস থাকিবে। সুতরাং সর্দার পায়েন্দাখান নিজ পুত্রকে হরি সিংয়ের নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন। হরি সিংয়ের সৈন্য পায়েন্দা খানের সাহায্যে আসিয়াছিল এবং ফাল্ড়া নামক স্থানে প্রচন্ড লড়াই করিয়াছিল। (তারিখে তানা বুলিয়াঁ ৫১/৫২/৫৩ পৃষ্ঠা)

আফগানীরা কেবল আত্মরক্ষার খাতিরে তাহাদের শত্রু শিখ সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধি করিয়া ছিলেন না। বরং তাহারা অগ্রপশ্চাত গভীর ভাবে চিন্তা করতঃ দেখিয়াছিলেন যে, শিখ সম্প্রদায় তাহাদের প্রাণের শত্রু এবং ওহাবীরা ঈমানের শত্রু। প্রাণের শত্রু অপেক্ষা ঈমানের শত্রু মারাত্মক ক্ষতিকারক। যে কোন পন্থায় মহাশত্রু ওহাবী সম্প্রদায়কে শেষ করিতে হইবে। তাই তাহারা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রনকৌশল অবলম্বনে শিখদের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৩১ সালে ৬ই জুলাই বালাকোটের ময়দানে আফগানী মুসলমান ও পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের যৌথ আক্রমণে সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবী এবং উহাদের বাহিনীর অধিকাংশই নিপাত হইয়াছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমাদ- সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে লিখিয়াছেন-"হিন্দুস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে পাহাড়ী সম্প্রদায় রহিয়াছে উহারা সুন্নী হানাফী মাজহাব অবলম্বী। ..... যেহেতু পাহাড়ী সম্প্রদায় উহাদের (সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর) আক্বীদার বিরোধী ছিল। এই কারণে এই ওহাবীরা উহাদের নিজেদের আক্বীদাহ মানাইতে আদৌ সক্ষম হইয়াছিলেন না। কিন্তু যেহেতু পাহাড়ীরা শিখদের অত্যাচারে কোনঠাসা হইয়াছিল, সেইহেতু শিখদের উপর আক্রমণের ব্যবস্থাপনায় ওহাবীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল।.....কিন্তু যেহেতু উহারা ওহাবীদের ঘোর বিরোধী ছিল, সেইহেতু শেষে ওহাবীদের ধোকা দিয়া শিখদের সহিত সন্ধি করতঃ মৌলবী ইসমাঈল সাহেব ও সাইয়েদ আহমাদ সাহেবকে শহীদ করিয়াছিল"। (মাকালাতে স্যার সাইয়েদ নবম খণ্ড ১৩৯/১৪০ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেবের মরদেহ

যতদুর সম্ভব সাইয়েদ সাহেবের মরদেহ কবরস্থ হইয়াছিল না। ইসলামিক কানুন মোতাবেক সাইয়েদের জানাজা, কাফন ও দাফন হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমান পাওয়া যায় না। সাইয়েদের দাফন সম্পর্কে মতভেদী সূত্রে তিনটি স্থানের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। বালাকোট, তালহাটা ও হাবীবুল্লাহ দুর্গ। জনাব গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন - কোন সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধের ময়দানে (বালাকোটে) তদন্ত করিয়া একটি লাশ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইহা সাইয়েদ সাহেবের মনে হইতেছে। ঐ লাশটির মাথা ছিল না। মাথা অনুসন্ধান করিয়া মিলানো

হইলে পরিচিত মানুষেরা বলিয়াছিল-ইহা প্রকৃত সাইয়েদ সাহেবের। লাশটিকে সম্মানের সহিত দাফন করা হইয়াছিল। শের সিং সৈন্য লইয়া চলিয়া গেলেন। পিছনে একদল শিখ সৈন্য রহিয়া যায়। যখন রাত হইয়া গেল, তখন ঐ আকালীদল লাশটিকে কবর হইতে বাহির করিয়া নদীতে ডুবাইয়া দেয়। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৮০৫ পৃষ্ঠা)

গোলাম রসুল মোহর আরও লিখিয়াছেন-এখন বালাকোটে যে কবরটি সাইয়েদ সাহেবের কবর বলা হইতেছে। উহা সম্পর্কে খুব বেশী ইহা বলা যাইতে পারে যে, উক্ত কবরে অথবা উহার আশেপাশে সাইয়েদ দাফন হইয়াছিল। উহাতে একদিন একরাত অথবা দুইদিন দুইরাত ছিল। তারপর তাঁহার লাশ উহা হইতে বাহির করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। কবর নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৮০৬ পৃষ্ঠা)

মাহতাব সিং কান্ পুরী লিখিয়াছেন- শের সিং চলিয়া যাইবার পর মহা সিং এবং লক্ষ্মী সিং আপোসে পরামর্শ করিলেন যে, যতদিন সাইয়েদ বাঁচিয়াছিলেন ততদিন দেশে অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। এখন যদি এই কবর রহিয়া যায়, তাহা হইলে মুসলমানেরা পূজা আরম্ভ করিয়া দিবে এবং উহার কারামাত প্রকাশ করিবে। উহার মৃতদেহ কবর হইতে বাহির করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়াই উত্তম। সেই সময়ে তথায় আটজন পাগড়ীধারী শিখ উপস্থিত ছিলেন। মহা সিং এবং লক্ষ্মী সিং তাহাদের প্রত্যেককে পঁচিশ টাকা করিয়া প্রদান করতঃ বলিলেন- খুব সওয়াবের কাজ। খলীফা সাইয়েদের লাশ কবর থেকে বাহির করিয়া নিকটের নদীতে ফেলিয়া দাও। সুতরাং সৈন্যরা খুব তাড়াতাড়ি সাইয়েদের লাশ কবর হইতে বাহির করতঃ তলোয়ার দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করতঃ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দিল। (তাওয়ারিখে হাজারাহ, সংগৃহীত হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ১৫০ পৃষ্ঠা)

আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছেন- সাইয়েদ সাহেবের দেহ এবং মাথা মোবারক একত্রিত করিয়া ঐ কবরে দাফন করা হইয়াছে যে কবরটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কান্‌হার নদীর নিকটবর্ত্তী এবং সাইয়েদ সাহেবের কবর বলা হইয়া থাকে। পরে লাশ বাহির করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

এ পর্যন্ত যে সমস্ত উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে তাহা হইতে প্রমান হইতেছে যে, সাইয়েদের বালাকোটী কবরটি লাশ শূন্য। ওহাবী দেওবন্দীরা অযথা সেখানে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন- ১৮৯৩ সালে খান আযব, খান্ বেরাদার জাদাহ, খান্ আরসালান ও খান্‌যিদাহ মাসহারায় তহসীল্‌দারের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন। উহারা সাইয়েদ সাহেব ও শাহ (ইসমাঈল) সাহেবের কবর অনুসন্ধান করিতে চাহিলেন। উহারা সাইয়েদ খান্দানের মানুষ ছিলেন এবং সাইয়েদ মতবাদে সব সময়ে বিশ্বাসী ছিলেন। খুব বয়স্ক মানুষদের একত্রিত করিয়া ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইয়া কম বেশী ৬২ বৎসর পর ঐ কবরগুলির নিদর্শন কায়েম করিয়াছিলেন। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৮০৭ পৃষ্ঠা) ইহার পর মোহর সাহেব মন্তব্য করতঃ লিখিয়াছেন- বর্তমান কবর ৬২ বৎসর নিশ্চিহ্ন থাকিবার পর তৈরী হইয়াছে। কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেননা যে, এই কবরগুলি প্রথম কবরগুলির স্থানে তৈরী হইয়াছে। যদি এই কবর সেই কবরের স্থানে তৈরী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কবর সেই কবরের স্থান বুঝিতে হইবে যেখানে সাইয়েদের লাশ এক অথবা দুই রাত দাফন হইয়াছিল। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৮০৭ পৃষ্ঠা)

জীবনীকার গোলামরসুল মোহরের মন্তব্য হইতে প্রমান হয় যে, সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর বালাকোর্টের কবর কাল্পনিক মাত্র। এইবার তালহাটা ও হাবীবুল্লাহ গড়ীর কবর সম্পর্কে মোহর লিখিতেছেন-লাশ নদীতে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে বালাকোট হইতে প্রায় নয় মাইল দক্ষিণে কানহার নদীর পূর্ব তীরে তালহাটা নামক একটি গ্রামে পৌঁছিয়া যায়। মাথা এবং দেহ প্রথম থেকেই পৃথক ছিল। নদীতে পড়িয়াও পৃথক পৃথক ছিল। তালহাটার

মানুষ দেহটি তুলিয়া নিয়া নিকটের জমিতে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে দাফন করিয়া দেয়। আমি যতদুর পর্যন্ত বিভিন্ন মানুষের নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়াছি তাহাতে ঐ কবরের সন্ধান পাওয়া যায় না। মাথাটি ভাসিতে ভাসিতে হাবীবুল্লাহ খান দুর্গের নিকটে সেই স্থানের কাছাকাছি পৌঁছিয়া যায়, যেখানে আজকাল সেতু তৈয়ার হইয়াছে .....। মাথাটি হাবীবুল্লাহ দুর্গের সামনে পৌঁছিয়া পূর্বদিকে আটকাইয়া যায়। জনৈকা বৃদ্ধা পানি লইতে আসিয়া দেখিয়া ফেলে এবং খানকে সংবাদ দিয়া দেয়। খান দৌড়াইয়া আসে এবং মাথাটি নদী হইতে উঠাইয়া তীরে পুঁতিয়া দেয়। দাফনের এই স্থানটি পুল অতিক্রম করিয়া কান্‌হার নদীর পূর্ব তীরে বামদিকে রহিয়াছে। প্রথমে এই কবরটি খুব ছোট ছিল এবং ভাল বুঝা যাইত যে, ইহা কেবল মাথার কবর। ঐ কবরটির উপর লাল রঙের কাপড় পড়িয়া থাকিত। হাবীবুল্লাহ গড়ের অধিকাংশ মানুষ সকালে সেখানে ফাতিহা ও দোয়ার জন্য আসিত। বর্তমানে সমস্ত কবরটি সিমেন্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়া থাকে যে, ইহা বাবাগাজী কুতুবের কবর। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৮০৫/৮০৬ পৃষ্ঠা)

আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছেন-মাথা এবং দেহ পৃথক পৃথক কোথা হইতে কোথায় ভাসিতে ভাসিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। পৃথক পৃথক স্থানে দুইটি দাফন হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাথা হাবীবুল্লাহ গড়ের ঐ স্থানে দাফন হইয়াছে যে স্থানটি সাইয়েদের মাথার কবর বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে এবং তালহাটার ঐ স্থানে দেহ দাফন হইয়াছে যে স্থানে তাহার কবর রহিয়াছে। (সীরাতে সাইয়েদ শহীদ ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

জীবনীকারগণ যে সমস্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে কোনো কবর সম্পর্কে দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না যে, ইহা সাইয়েদ সাহেবের কবর। বালাকোটের কবরটি নিছকই কাল্পনিক। তাল হাটা ও হাবীবুল্লাহ গড়ীর কবর দুইটি কেবল মনবোধ দেওয়ার মত। কারণ, যুদ্ধের সময়ে অন্য লাশ ভাসিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। আবার বিদেশের ব্যাপার। সাইয়েদকে অধিকাংশ মানুষ চিনিতনা। চিনিলেও খন্ড খন্ড বিক্ষিপ্ত দেহ চেনা সহজ নয়। আবার কয়েক দিনের পচা গলা সড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাথা বা দেহ তালহাটা ও হাবীবুল্লাহ গড়ীর মানুষ কেমন করিয়া জানিতে পারিল যে, ইহা সাইয়েদের মাথা বা দেহ। নরঘাতক পাপাত্মাদের পারলৌকিক জীবনের বেইজ্জতির একাংশ দুন্ইয়াতে হইয়াগিয়াছে।

ইমাম মাহদীর মসনদে সাইয়েদ

আফগানী উলামাগণ সাইয়েদ সাহেবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল তাহার ইমাম মাহদী হইবার দাবী। সাইয়েদ সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁহার ভক্তরা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বলিয়া প্রচার চালাইয়াছিল। এমনকি ইসমাঈল দেহলবী পর্যন্ত ইহাতে পূর্ণ জড়িত ছিলেন। মাওলানা জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন-"যখন মাওলানা (ইসামাঈল) শহীদের প্রথম দৃষ্টি সাইয়েদ সাহেবের মোবারক চেহরার উপর পড়িল, তখন তিনি বলিলেন- যদি এই বুজর্গ নিজেকে মাহদী বলিয়া দাবী করেন, তাহা হইলে আমি বিনা চিন্তায় উহার হাতে বায়েত করিয়া নিব"। (সাওয়ানেহে আহমাদী ৩০১ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতিতে ইসমাঈল দেহলবী 'যদি' শব্দ ব্যবহার করিলেও তিনি সাইয়েদকে মাহদী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। মির্য্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন-ইসমাঈল দেহলবী আরবী এবং বিভিন্ন ইল্মে এমনই সুদক্ষ ছিলেন যে, তিনি তাঁহার পীরকে ইমাম মাহদী বলিয়া নিজে স্বীকার করিয়া ছিলেন এবং ব্যাপক প্রচার চালাইয়া মানুষকে মানাইয়া ছিলেন।" (হায়াতে তাইয়েবাহ ২০৯ পৃষ্ঠা)

শায়েখ ইকরাম লিখিয়াছেন -"সাইয়েদ সাহেবের একাংশ ভক্ত, যাহারা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত মাহদী বলিয়া ধারণা করিতেন, তাহাদের ধারণায় সাইয়েদ গায়েব হইয়া গিয়াছেন"। (মওজে কাওসার ৩৩ পৃষ্ঠা) সাইয়েদ সাহেবের জনৈক ভক্ত লিখিয়াছেন- "যদি এই বুজর্গকে তের শতাব্দির মুজাদ্দিদ অথবা মাহদী বলা হয়, তাহা হইলে বাড়াবাড়ি হইবে না।" (সাওয়ানে আহমাদী ৫১ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, সাইয়েদ সাহেবের নিমকখোর ভক্ত দালালেরা তাঁহাকে মুজাদ্দিদ, মাহদী প্রভৃতি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী এবং মাওলানা ফজলে রসুল বাদাউনীর মুরীদগণের মধ্যে একজনও ভুলিয়া এই গুজবে কর্নপাত করেন নাই।

সাইয়েদ আকাশ থেকে নামিবেন

শিয়া সম্প্রদায়ের ধারণায় ইমাম মাহদী আলাই হিস্ সালাম একটি গুহা হইতে গায়েব হইয়া গিয়াছেন। তিনি কিয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে প্রকাশ হইবেন। সাইয়েদ সাহেবের ভক্তদের ধারণায় সাইয়েদ সাহেব আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন। অবিলম্বে তাঁহার আগমন ঘটিবে। মৌলবী মোহাম্মাদ আলী কছুরী লিখিয়াছেন- "মুজাহিদ্বীনগণকে বলা হইয়াছে যে, হজরত সাইয়েদ আহমাদ সাহেব শহীদ হন নাই বরং ঠিক লড়াইয়ের সময়ে আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন। অবিলম্বে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। এই মুজাহিদ বাহিনী তাঁহার একান্ত সঙ্গী হইবেন এবং তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান জয় করিবেন।" (মুশাহাদাতে কাবুল ও ইয়াগিস্তান ১১৪ পৃষ্ঠা)

মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন - "মুজাহিদ বাহিনী জ্ঞাত হইয়াছেন যে, সাইয়েদ সাহেব স্বশরীরে আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন, আবার তাঁহার আগমন ঘটিবে"। (হায়াতে তাইয়েবাহ ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেবের এক বিশিষ্ট মুরীদ মৌলবী বিলায়েত আলী আজীমাবাদী লিখিয়াছেন- "আমাদের হজরতের (সাইয়েদ সাহেবের) খিলাফৎ কেহ যেন হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের ন্যায় ধারণা না করেন যে, কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না অথবা তাহার প্রকাশ কাল বহু যুগ পরে হইবে। এখানে অধিকাংশ মানুষ যখন ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তখন সামান্য চেষ্টায় হজরতের সাক্ষাতে সৌভাগ্যবান হইয়া থাকেন। ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ হইয়া নিজের হিদায়েতের আলোতে জগতকে আলোকিত করিবেন"। (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৌলবী মোহাম্মাদ আলী কাছুরী আরও লিখিয়াছেন - "মুজাহিদ বাহিনীর অধিকাংশ দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষের এই ধারণা ছিল যে, হজরত সাইয়েদ সাহেব দ্বিতীয়বার ফিরিবেন এবং এই পৃথিবীকে গোমরাহী, কুফরী ও শিয়া আচরণ হইতে পবিত্র করিবেন। সুতরাং মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে এমন একদল মানুষ মৌজুদ ছিল, যাহারা খুবই দ্বীনদার এমনই অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সর্বদা এই প্রকার দোয়া করিতেন - হে খোদা, আমাদের বিপদের যুগ শেষ হইয়া যাক এবং সাইয়েদ সাহেব দ্বিতীয়বার চলিয়া আসুক। সুতরাং যখন আমি উপস্থিত হইলাম, তখন কয়েকজন দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমান আমার নিকটে স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন যে, তাহারা স্বপ্নে সাইয়েদকে আসিতে দেখিয়াছেন এবং তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি অবিলম্বে প্রকাশ হইব। এই প্রকার স্বপ্ন ব্যাপক প্রচার করা হইত এবং বড় বড় মুজাহিদগণ ইহা হইতে হিন্দুস্তান এবং ইয়াগিস্তানের জাহেলদের ভাল ধারণা থেকে ফায়দা লুটা হইত। উহারা দ্বীনদারীর খাতিরে বুঝিতেন যে, যতদিন হজরত সাইয়েদ আহমাদ সাহেব ফিরিবে না, ততদিন পর্যন্ত জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া অযথা হইবে। হজরত সাইয়েদ সাহেবের সঙ্গে ফিরিশতার বড় বিশাল একটি দল থাকিবে এবং তাহাদের দ্বারায় জয়লাভ হইবে"। (মুশাহাদাতে কাবুল ও ইয়াগিস্তান ১১৮ পৃষ্ঠা)

শায়েখ ইকরাম লিখিছেন - "হাজারাহ গুজিড়ের বিবরণ অনুযায়ী হিন্দুস্তানের মুজাহিদ বাহিনী ঘোষণা করতঃ একত্রিত হইয়া ছিলেন যে, খলীফা সাইয়েদ আহমাদ শহীদ হন নাই বরং অতি শীঘ্র তিনি প্রকাশ হইবেন"। (মওজে কাওসার ৫১ পৃষ্ঠা)

আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছেন- "একটি বড় দল, যাহাদের মধ্যে আফগানীস্তানের স্থায়ী মানুষ ও সাদেকপুরবাসীরা সাইয়েদ সাহেবের গায়েব হইবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার প্রকাশ হইবার অপেক্ষা করিতেন"। (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন - "সাইয়েদ সাহেবের শহীদ হইবার পর তাঁহার একাংশ ভক্ত তাঁহার গায়েব হইবার কথাটি রটাইয়াছেন এবং বহুদিন পর্যন্ত যত্নসহকারে এই কথাটি প্রচার করা হইয়াছিল"। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৮১৭ পৃষ্ঠা) মোহর আরও লিখিয়াছেন -"সাদেকপুর মারকাজে যত মানুষ উপস্থিত হইত, তাহাদের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হইত যে, সাইয়েদ সাহেবের প্রকাশকাল খুবই নিকটবর্ত্তী। তিনি এ যুগের ইমাম হইবেন"। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৮১৪ পৃষ্ঠা)

জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন - "সাইয়েদ সাহেবের অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন ও কাফেলার মানুষ তাঁহার গায়েব হইবার পক্ষপাতী ছিলেন"। (সাওয়ানেহে আহমাদী ২৯০ পৃষ্ঠা)

জাফর থানেশ্বরী আরও লিখিয়াছেন - "আমি আমার মৃত্যুকে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকি তেমনি আমার মুরশিদের বাঁচিয়া থাকা এবং প্রকাশ হওয়াকে বিশ্বাস করি। ১৩০২ হিজরীতে মৌলবী হায়দার আলী সাহেব এবং তাহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। মৌলবী হায়দার আলী কদমবুসী পর্যন্ত করিয়াছেন। এই সাক্ষাতের কয়েকমাস পর তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার পুত্র বাঁচিয়া রহিয়াছেন"। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

মৌলবী মুজাফ্ফার হুসাইন কান্ধালোবী বলিতেন যে, আমি সাইয়েদ সাহেবের নিকট হইতে দশটি কথা শুনিয়াছি। তন্মধ্যে নয়টি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটি বাকী রহিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার অদৃশ্য হইয়া যাওয়া এবং প্রকাশ হওয়া। মুনশী মোহাম্মাদ ইব্রাহীম নামী এক ব্যক্তি মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহীর সভায় একবার বলিয়াছিলেন -সম্ভবতঃ এখনও সাইয়েদ সাহেব জীবিত আছেন। উত্তরে গাংগুহী সাহেব বলিয়াছিলেন- খুবই সম্ভব। (আরওয়াহে সালাসা ১৪১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমীক্ষা

ইতিপূর্বে জানা গিয়াছে যে, সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবী ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধেশাহাদাত বরণ করিয়াছেন। যদিও উহাদের জানাজা ও কাফন সম্পর্কে কোন দুর্বল সূত্রেও প্রমান পাওয়া যায় না। কেবল মতভেদী সূত্রে উহাদের দাফন ও কবর সম্পর্কে কয়েকটি স্থানের নাম জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। সত্য মিথ্যা যাহাই হউক প্রমান হইয়া গিয়াছে যে, সাইয়েদ মরঘাটে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান উদ্ধৃতিগুলির আলোকে আশ্চর্য হইতে হইতেছে যে, সাইয়েদ সাহেব আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন এবং খুব শীঘ্রই তিনি অবতরণ করিবেন। ইহা কেবল সাধারণ দেওবন্দীদের ধারণা নয়। বরং দেওবন্দীদের ইমামে রব্বানী রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাইয়েদ সাহেবের প্রকাশ হওয়া খুবই সম্ভব বলিয়াছেন। উলামায় দেওবন্দ সাইয়েদ সাহেবকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম অপেক্ষা বড় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হজরত ঈসার আকাশে উঠিয়া যাইবার পর তিনি কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। কিন্তু সাইয়েদ আকাশে উঠিয়া যাইবার পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাতে সৌভাগ্যবান হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে মৌলবী হায়দার আলী ও তাহার পুত্র অন্যতম। সাইয়েদ সাহেব প্রকাশ হইয়া যুগের ইমাম হইবেন এবং তাঁহার দ্বারায় পৃথিবী কুফরী ও গোমরাহী হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে। তিনি আকাশ হইতে একা অবতীর্ণ হইবেন না। তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন অগণিত ফিরিশ্‌তা। যাহাদের সাহায্যে সাইয়েদ জয়লাভ করিবেন। মোটকথা, উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সাইয়েদ শহীদ হন নাই। রশীদ আহমাদ গাংগুহীর জীবনীকার মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী লিখিয়াছেন -"আমরা এই দিনগুলিতে সাইয়েদ সাহেবকে একটি পাহাড়ে খুঁজিতে ছিলাম। হঠাৎ কিছু দূরে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তথায় পৌঁছিয়া সাইয়েদ ও তাঁহার দুই সঙ্গীকে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। আমি সালাম ও মুসাফা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম – হজরত আপনি গায়েব হইয়া

গিয়াছেন কেন? সমস্ত মানুষ অপনার অনুপস্থিতিতে চঞ্চল হইয়া রহিয়াছেন। আমরা বাধ্য হইয়া অমুক ব্যক্তিকে খলীফা করিয়া লইয়াছি এবং তাহার নিকট বায়েত গ্রহন করিয়াছি। তিনি খুশি মনে সমর্থন জানাইয়া বলিলেন, আমাদের গায়েব থাকিবার আদেশ হইয়াছে। এই জন্য আমরা আসিতে পারিতেছিনা । (তাজকীরাতুর রশীদ ২য় খণ্ড ২৭১ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব খোরাসান যাইবার সময়ে তিনি তাহার বোনকে বলিয়া ছিলেন – " হে আমার বোন! আমি তোমাকে খোদার সমর্পন করিতেছি। তুমি ইহা মনে রাখিবে যে,যত দিন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের শির্ক, ইরানের রাফিজীয়াত, চীনের কুফরী ও আফগানিস্তানের মুনাফেকী আমার হাতে নিপাত হইয়া মুরদা সুন্নাত জীবিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত আমাকে উঠাইয়া নিবেন না। এই ঘটনাগুলি ঘটিবার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে আমার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করে এবং কসম করিয়া বলে যে, আমার সামনে সাইয়েদ আহমাদ মরিয়া গিয়াছেন অথবা মারিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে তুমি কখনই তাহার কথা বিশ্বাস করিবেনা। কারণ, আমার খোদা আমার সঙ্গে পাক্কা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ঐ জিনিস গুলি আমার হাতে পূর্ণ করিয়া আমাকে মৃত্যু দিবেন।" (সাওয়ানেহে আহমাদী ৭২ পৃষ্ঠা, জের ও জবর ৩০৯/৩১০ পৃষ্ঠা) – এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ হয় যে, সাইয়েদ সাহেব শহীদ হন নাই। অতএব, যাহারা তাহাকে শহীদ বলিয়া চিৎকার করিতেছেন, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। আর যদি সত্যি তিনি শহীদ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহারা সাইয়েদের সাক্ষাত ও তাহার আগমনের কথা রটাইয়াছেন তাহারা মিথ্যাবাদী। স্বয়ং সাইয়েদ ও মিথ্যাবাদী। কারণ, তিনি তাহার বোনকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রমাণ হইয়াছে। হিন্দুস্তানের শির্ক, ইরানের রেফ্‌জ, চীনের কুফরী ও আফগানীস্তানের মুনাফেকী আজও যেমনকার তেমন রহিয়াছে। কোথায় আল্লাহ তাআলার সেই অটল প্রতিশ্রুতি? আজও কি সেই সাইয়েদ গোষ্ঠী ধারণা রাখেন যে, তাহাদের সেই গাদ্দার সাইয়েদ নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর ন্যায় যে কোন সময় প্রকাশ হইতে পারেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাইয়েদ সাহেবের মূর্তি

সাইয়েদ সাহেবের জীবনে যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে। পরে তাহাকে আকাশে উঠিয়া যাওয়ার দাবী করা,হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা ও ইমাম মাহদী ও মোজাদ্দিদ প্রভৃতি বলিয়া ঘোষণা করা ছাড়াও সাইয়েদ সাহেবের মূর্তি তৈরী করা হইয়াছিল। এই নোংরামো কাজের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মুসলমানের নিকট হইতে অর্থ উপার্জন করা।

মিস্টার উইলিয়াম হান্টার লিখিয়াছেন- এক যুগ পর্যন্ত ইমাম সাহেবের গায়েব হইয়া যাইবার কারামতকে তদন্ত করাও একটি কারামত। ..... জনৈক আত্ম ত্যাগী মুবাল্লিগ ..... এক হাজার মানুষকে সঙ্গে লইয়া আফগানিস্থানের দিকে চলিয়া গেল । ..... তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পাহাড়ী এলাকায় সেই গুহা পর্যন্ত উপস্থিত হইবেন; যে গুহা সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, আল্লাহ ইমামকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। যখন তিনি ঐখানকার দরওয়াজার ভিতর উপস্থিত হইলেন তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মানুষের তিনটি দেহ তৈরী করা রহিয়াছে। ঐ গুলির মধ্যে ঘাস ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ মুবাল্লিগ সেখান থেকে পলায়ন করতঃ মুরিদগণকে পত্র লিখিলেন– মোল্লা ক্বাদের ইমামের মূর্তি তৈয়ার করিয়াছে। কিন্তু কাহারো দেখাইবার পূর্বে প্রতিশ্রুতি নিয়া থাকে যে, ইমাম সাহেবের হাতে হাত মিলাইবেনা এবং তাহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিবেনা। কারণ এই সমস্ত করিলে ইমাম সাহেব চৌদ্দ বৎসরের জন্য গায়েব হইয়া যাইবেন। ..... যখন বহুদিন পর্যন্ত ইহার শান্তিপূর্ণ উত্তর মিলিলনা,তখন মানুষের মধ্যে ইমাম সাহেবের সহিত হাত মিলাইবার প্রেরণা জন্মাইল। কিন্তু মোল্লা ক্বাদের নিশ্চয়তার সহিত বলিয়া দিল যে, যদি এই প্রকার করা হয়, তাহা হইলে ইমাম সাহেবের খাদেম (যিনি তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন) বন্দুক মারিয়া দিবেন। (শেষে ভিতরে গিয়া) জানা গেল যে, ছাগলের চামড়ার মধ্যে ঘাস ভরা রহিয়াছে এবং কিছু কাঠের টুকরা ও চুলের

সাহায্যে মানুষ আকৃতি তৈরী করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর মোল্লা ক্বাদের উত্তর দিয়াছিলেন- সবই সত্য। ইমাম সাহেব মুজিজা স্বরূপ নিজেই নিজের আকৃতি এই প্রকারে মানুষের সামনে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। (হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান ৭২ পৃষ্ঠা, অনুবাদক ডক্টর সাদেক হোসাইন - সংগৃহীত হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ১৬২/১৬৩ পৃষ্ঠা)

হিন্দুস্তানের সুবিখ্যাত আলেম মাওলানা আশারাফ আলী গুলশানবাদী সাইয়েদ সাহেবের মূর্তি সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষ দর্শীর একখানা চিঠি তোহফায়ে মোহাম্মাদীয়ার মধ্যে নকল করিয়াছেন। উক্ত চিঠিতে সাইয়েদের মূর্তি সম্পর্কে স্ববিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত করণের জন্য এখানে কেবল শেষ অংশটুকু নকল করা হইতেছে-..... মোল্লা ক্বাদের একটি মূর্তি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। দেখাইবার পূর্বে সমস্ত মানুষের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেন যে, সাবধান মুসাফাহা এবং কথা বলিবার ইচ্ছা করিবেনা। অন্যথায় ইমাম চৌদ্দ বৎসরের মত নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন। সমস্ত মানুষ আন্তরিক মুহাব্বাৎ রখিয়া ঐ নিস্প্রাণ মূর্তিটি দেখিয়া থাকে এবং দুর হইতে সালাম করিয়া থাকে। যদিও কেহ সালামের উত্তর শুনিতে পাইত না। অবশ্য কেহ মুসাফাহা করিবার ইচ্ছা করিত না। যখন কিছুদিন এই প্রকার কাটিয়া গেল, তখন মানুষের মনে সন্দেহ জাগিল এবং মুসাফাহা করিবার ইচ্ছা করিল। মোল্লা ক্বাদের সবাইকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন যে, যদি কেহ না জানাইয়া মুসাফাহা করে, তাহা হইলে মিয়াঁ চিশ্‌তী সাহেব অথবা মিয়াঁ আব্দুল্লাহ সাহেব চড় মারিয়া শেষ করিয়া দিবেন। মোল্লা ক্বাদের দেখিল যে, আমার ভয় দেখানোয় কোন কাজ হইবে না। লোক মুসাফাহা না করিয়া ছাড়িবে না। মূর্তিটির আসল রহস্য প্রকাশ হইয়া যাইবে তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, ইমাম (সাইয়েদ আহমাদ) বলিতেছেন- মুসাফাহা না করিয়া এবং কথা না বলিয়া মানুষ আমার দেখিয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। এই নিয়ামতের অকৃজ্ঞতা করিল। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা উহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহার পর আমি যতক্ষণ কাফেলায় না আসিব, ততক্ষণ কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। এই প্রকারে মূর্তিটির দর্শন

pdf By Syed Mostafa Sakib

বন্ধ হইয়া গেল। কিছুদিন পর মোল্লা তুরাব এবং এক দুইজন বুজর্গ ব্যক্তি উহার সহিত কাবুল ও কান্দাহার হইতে সেখানে আসিলেন এবং মোল্লা ক্বাদেরকে বহু লোভ দেখাইয়া ধোকাবাজী ধরিয়াছিলেন। শেষ কথা মোল্লা ক্বাদের উহাদিগকে দেখাইবার জন্য মূর্তিটির নিকটে লইয়া যান। উহারা খুব ভাল করিয়া যাচাই করতঃ দেখিলেন- মূর্তিটি একটি ছাগলের চামড়াতে ঘাস ভরা এবং কিছু কাঠ ও চুল ইত্যাদি দ্বারা তৈরী করা হইয়াছিল। এই অধম ঘটনাটি সম্পর্কে কাসেম কাজ্জাবকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিয়াছিল যে, ঘটনা সত্য এবং ইহাও ইমাম সাহেবের একটি কারামাত যে, মানুষের নজরে এই আকৃতি দেখাইয়াছেন। তারপর মোল্লা ক্বাদের বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, হজরত আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমার বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে মিয়াঁ চিশ্‌তী সাহেবের বাড়ীতে কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন। .....(তোহফায়ে মুহাম্মাদীয়া ২০/২১ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ১৬৬/১৬৭ পৃষ্ঠা)

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সাইয়েদ সাহেবের মূর্তি বানাইবার ঘটনাটি স্বীকার করতঃ লিখিয়াছেন—"কিছু চালাক এবং দুনইয়াদার মানুষ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রকৃত একটি মূর্তি তৈয়ার করিয়াছিলেন।" (আবুল কালাম কি কাহানী খোদ উনকী জবানী ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেবের অন্যতম জীবনীকার গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন-"কথিত আছে যে, মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম পানিপাতী 'ওদীয়ে কাগান' এর এক অন্ধকার গুহাতে তিনটি মূর্তি তৈয়ার করতঃ রাখিয়াছিলেন। উহার মধ্যে মাঝখানেরটি সাইয়েদ সাহেবের এবং অন্য দুইটির মধ্যে একটি খাদেম আব্দুল গফুর ও একটি মিয়াঁ জী চিশ্‌তীর বলা হইত। মাঝে মধ্যে মুজাহিদগণকে গুহার মুখে নিয়া গিয়া দুর হইতে দেখান হইত এবং উহারা শান্তনা নিয়া চলিয়া আসিত। মিয়াঁ জয়নুল আবেদ্বীন আফগানীস্তান হইতে ফিরিবার পর সারা জীবন মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেমকে কাসেম কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) বলিতেন। আমি এই ঘটনাকে সত্য মিথ্যা কিছুই বলিতেছিনা।

কেবল এতটুকু জ্ঞাত আছি যে, মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম সাইয়েদ সাহেবের খাস মুরীদ ছিলেন। উহার ভাই এবং পিতা যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হইয়াছে"। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৮১৪ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে নিশ্চিত ভাবে প্রমান হয় যে, সাইয়েদ ভক্তরা তাঁহার মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন ঘটনাটি নিছকই সত্যই। কারণ অমুসলিম লেখক মিস্টার হান্টার ছাড়াও কয়েকজন মুসলিম লেখকের কলমে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য আযাদ সাহেব ইহা দুনিয়াদার মানুষদের চক্রান্ত বলিয়া সাইয়েদ ভক্তদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনুরূপ জনাব মোহর সাহেব 'কথিত আছে' বলিয়া ব্যাপারটির গুরুত্ব কম করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মাওলানা সাইয়েদ আশরাফ আলী গুলশান্ আবাদী সাহেব যথার্থ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। পরিশেষে বলিতে চাই, এই সেই সাইয়েদ যিনি তাঁহার পীর শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবীর প্রদান করা 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর সবককে প্রতিমা পূজার নামান্তর বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। আজ সেই সাইয়েদ নিজ ভক্তদের হাতে গড়া প্রতিমা হইয়া গড়াগড়ি খাইলেন। এই প্রকার বেইজ্জতি কি খোদার মার নয়?

মিথ্যা তথ্যে ভরা 'চেপে রাখা ইতিহাস'

গোলাম মোর্ত্তজা লিখিয়াছেন- "আলীগড়ের সৈয়দ আহমাদ ও বেরেলীর সৈয়দ আহমাদ দুইজনেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ। তবে আলীগড়ী আহমাদ সাহেব পেয়েছেন ইংরেজের পক্ষ থেকে 'স্যার' উপাধি, প্রচুর সম্মান চাকরীর পদোন্নতি প্রভৃতি। আর বেরেলীর আহমাদ সাহেব ইংরেজের পক্ষ থেকে পেয়েছেন অত্যাচার ও আহত হওয়ার উপহার। আর সব শেষে শত্রুদের চরম আঘাতে তাঁকে শহীদ হতে হয়েছে! ভারতবাসীকে শেষ উপহার দিয়ে গিয়েছেন তিনি তাঁর রক্তমাখা কাঁচা কাটা মাথা"। (চেপে রাখা ইতিহাস ৩০৮ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি আরও লিখিয়াছেন -" সৈয়দ আহমাদ একটি ঐতিহাসিক নাম। আলীগড়ের স্যার সৈয়দ আহমাদের প্রশংসার প্রাচীর তুলে ইংরেজ চেয়েছিল বেরেলীর সৈয়দ আহমাদের বিপ্লবী নাম আড়াল করে দিতে। আর ঘটেছেও তাই! শতকরা ৮০জন লোক যত সহজে স্যার সৈয়দ আহমাদকে চেনেন ঐ শতকরা ৮০ জন হজরত সৈয়দ আহমাদ বেরেলীকে তত সহজে চেনে না! অথচ তিনি প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক ও অমর শহীদ"। (চেপে রাখা ইতিহাস ৫১৩ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও লিখিয়াছেন–"ইতিহাসে স্যার সৈয়দ আহমাদ নামটি বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত। কিন্তু আর এক সৈয়দ আহমাদ যিনি আলীগড়ের নন্, তাঁর বাড়ী উত্তরপ্রদেশের বেরেলী। এই সৈয়দ আহমাদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এতবড় নেতা যে তাঁর সমকক্ষ নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনে কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ"। (এ সত্য গোপন কেন? ৩১ পৃষ্ঠা)

সত্য কে গোপন করা যেমন অপরাধ, তেমনই মিথ্যাকে সত্য সাজানো অপরাধ। বহু সত্য তথ্যকে গোপন করিবার কারণে গোলাম মোর্তজা সাহেব অনেক ঐতিহাসিককে অভিযুক্ত করিয়াছেন। অনুরূপ অনেক মিথ্যাকে সত্য সাজাইবার কারণে তিনিও অভিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

যে ইংরেজ সরকার সাইয়েদ সাহেবকে স্বসম্মানে পাদরী সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিত, যে ইংরেজ তাঁহাকে সাহায্যের জন্য সর্বদা ছায়ার ন্যায় প্রস্তুত থাকিত, যে ইংরেজ সাইয়েদ সাহেবের আহারের জন্য নিজ হাতে খাদ্য পাকাইয়া তাঁহার অবস্থান গাহে উপস্থিত হইত, অনুরূপ যে সাইয়েদ সাহেব ইংরেজের কোন দিন নিমকহারামী করেন নাই, যে সাইয়েদ ইংরেজের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব বলে মনে করিতেন, যে সাইয়েদ ইংরেজের বিরোধীতা করা অন্ ইসলামিক মনে করিতেন, যে সাইয়েদ ইংরেজদের দুশমনের সহিত লড়াই করা ইসলামি দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেন, যে সাইয়েদ ইংরেজদের রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য তাহাদের প্রধান শত্রু শিখদের জব্দ করিবার জন্য সুদূর

বালাকোট উপস্থিত হইয়া শিখ ও মুসলমানদের যৌথ আক্রমণের শিকার হইয়া ছিলেন, সেই সাইয়েদকে ইংরেজরা অত্যাচার ও আহত করিয়া ছিল বলা কি তাহা মিথ্যা কথা নয়? সাইয়েদের প্রতি ইংরেজের অত্যাচারের নজির ইতিহাসে কি এক হরফ দেখাইতে পারিবেন? যদি সাইয়েদ সত্যিই ইংরেজদের অত্যাচারে আহত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কমপক্ষে হিন্দুস্তানের কোন জায়গায় তাঁহার কাল্পনিক কবর দেখাইতে পারিবেন কি? হিন্দুস্তানের বাহিরে বালাকোটের ময়দানে কোন ইংরেজ সাইয়েদকে নিপাত করিয়াছিল?

দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ নকলী মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন-" যেহেতু সাইয়েদ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজের রাজত্ব এবং শক্তিকে সমূলে নির্মূল করা, যাহার কারণে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই চঞ্চল ছিল। এই কারণে তিনি তাঁহার সহিত অংশ গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দুদেরও আহ্বান করিয়াছিলেন এবং পরিস্কার বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল দেশ হইতে বিদেশীদের শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। ইহার পর রাজত্ব কাহার হইবে, ইহাতে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই। যেই মানুষ রাজত্বের উপযুক্ত হইবে, হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা উভয়েই, সেই রাজত্ব করিবে"। (নকশে হায়াত ২য় খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা)

বহু ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা পূর্বে প্রমান করানো হইয়াছে যে, সাইয়েদ সাহেব আদৌ ইংরেজ বিরোধী ছিলেন না; বরং কট্টর ইংরেজ বিরোধী মানুষদের বিভিন্ন কৌশলে আয়ত্ব করতঃ ইংরেজদের স্বপক্ষে করিতেন। যদি মুহূর্তকালের জন্য সেই ঐতিহাসিক তথ্যগুলি কবরস্থ করিয়া মাদানী সাহেবের উক্তিটি মানিয়া নেওয়া হয়, তবুও সাইয়েদকে শহীদ প্রমান করানো সম্ভব হইবে না। কারণ, তিনি 'সেকুলার স্টেট' বা ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করিবার জন্য প্রাণ দিলে ইসলামি 'শহীদ' হইবে না। এইবার বলুন! সাইয়েদকে শহীদ বলা প্রকৃত শহীদের মর্য্যাদাহানি করা নয় কি? ইংরেজদের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য শত শত

pdf By Syed Mostafa Sakib

অমুসলিম প্রাণ দিয়াছেন। ইহারা কি ইসলামি শহীদের তালিকাভূক্ত হইবেন? যদি গোলাম মোর্তজা 'শহীদ' শব্দের বাজারী অর্থ গ্রহণ করতঃ সাইয়েদ সাহেবকে শহীদ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের কোন অভিযোগ নাই। যেমন আজকাল কংগ্রেস ও সি. পি. এম প্রভৃতি পার্টী তাহাদের নিহত নেতাদের শহীদ বলিয়া স্মরণ করিতেছে।

ন্যায়ের খাতিরে দেওবন্দী আলেম মাওলানা আমীর উসমানী পর্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,–"কোন সন্দেহ নাই, যদি মাননীয় উস্তাদ হজরত মাদানীর উক্তিকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে হজরত ইসমাঈল দেহলবীর শাহাদাৎ মিথ্যা হইয়া যাইবে। পার্থিব কিছু চাঞ্চল্যতা দুরীভূত করিবার জন্য বিদেশী শক্তিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা আদৌ পবিত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে কাফের ও মোমেন সবাই সমান। এই প্রকার প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করা ইসলামের পবিত্র শাহাদাতের সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকিতে পারে, এবং এই প্রকার চেষ্টার কারণে বিপদ সহ্য করিলে পরকালে সওয়াবের অধিকারী কেমন করিয়া হইবে? (সংগৃহীত জালজালা ২০ পৃষ্ঠা)

গোলাম মোর্তজা লিখিয়াছেন–"এই ওহাবী আন্দোলনের নায়কের নাম আসলে মোহাম্মাদ। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে! তাদের রাখা ঐ নাম হ'ল ওহাব। আরব দেশে যখন শির্ক, বেদআত ও অধর্ম্মীয় আচরণে ছেয়ে গিয়েছিল তখন তা রুখতে ঐ ওহাবের পুত্র মহম্মদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন। ..... আরব দেশে ওহাবী নামাঙ্কিত কোন মযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই। এই সংজ্ঞাটির প্রচলন আরব দেশের বাইরে, এবং এই মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত। .....প্রকৃতপক্ষে আব্দুল ওহাব কোনও মযহাবও সৃষ্টি করেননি, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হাম্বালের মতানুসারী ছিলেন তিনি,.... তারিখ হিসাব করে দেখা যায়, আরবের মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাবের যখন মৃত্যু হচ্ছে তখন সৈয়দ আহমাদ বেরেলীর বয়স

মাত্র এক বৎসর। তাঁর সঙ্গে যে এঁর কোন যোগাযোগ ছিলনা স্পষ্টই প্রমান ইয়।.....তাছাড়া তিনি কবরের উপর সৌধ নির্মান , কবরকে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ছিলেন। এগুলো শুধু তাঁর মুখের কথাই ছিলনা, বাস্তবে রূপ দিতে মক্কা ও মদিনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন। .....ইংরেজরা মসুলমান বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য করে, ঐ আন্দোলন যে তাদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কতকগুলো দরিদ্র ও দুর্বল মনা আলেমকে টাকা দিয়ে মুড়িয়ে তাদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল-তোমরা যূগ যূগ ধরে যা করে আসছ তা করতে থাক। এই বিপ্লবীরা আসলে ওহাবী, ওরা নবী, সাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙার দল। ইংরেজ তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ মক্কায় যান, ওখানে গিয়েই তিনি ওহাবী মতে দীক্ষা গ্রহণ করে। অথচ এটা একে বারে মিথ্যা।" (চেপে রাখা ইতিহাস ৩১৪/৩১৫/৩১৬ পৃষ্ঠা)

গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন—(ক) ইংরেজদের কারসাজিতে ওহাবী নামের প্রচলন হইয়াছে (খ) ওহাবীরা হাম্বলী মাজহাব অবলম্বী ছিল (গ) সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী ওহাবী ছিলেন না। এই গুলির উত্তরে বলিতে চাই ঃ-

(ক) আরবীয় প্রথায় অনেক ক্ষেত্রে পুত্রের কর্ম পিতা ও দাদার দিকে সম্বোধন হইয়া থাকে। যেমন ইসলামের চারটি মাযহাবের মধ্যে একটির নাম 'হাম্বলী'। এই হাম্বলী মাযহাবের ইমামের নাম 'আহমাদ'। ইমাম আহমাদের পিতার নাম 'মোহাম্মাদ' এবং দাদার নাম 'হাম্বাল'। (ফারহাংগে আসফিয়া ১ম খঃ ২২৯পৃষ্ঠা)হাম্বাল সাহেব কোন মাযহাবের জনক ছিলেন না। ইমাম আহমাদ ছিলেন মাযহাবের জনক। অথচ মাযহাবের নামকরণ আহমাদী' না হইয়া দাদার নাম অনুযায়ী 'হাম্বলী ' হইয়াছে। অবশ্য 'ওহাবী' নাম করণের পিছনে একটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র নাম 'মোহাম্মাদ' শব্দের সম্মান প্রদান করা ঈমান ও ইসলামের অঙ্গ। যেহেতু ওহাবী মতবাদের নায়কের নাম 'মোহাম্মাদ'। সেইহেতু ওলামায়ে কিরামগন লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই মোহাম্মাদের ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রতি ক্ষুদ্ধ হইয়া সাধারণ মানুষ 'মোহাম্মাদ' নাম উচ্চারণ করতঃ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে; যাহাতে পবিত্র 'মোহাম্মাদ' শব্দের বেঅদবী হইবে। এই কারণে উলামাগন দলের নাম 'মোহাম্মাদী' আখ্যা না দিয়া 'ওহাবী' আখ্যা দিয়াছেন। (আনওয়ারে আহমাদী ৩১৪পৃষ্ঠা)

যদি গোমরাহ গোলাম মোর্তজা সাহেবের মগজে উল্লেখিত তথ্য প্রবেশ না করে, তাহা হইলে তিনি কি বলিতে পারিবেন যে, ইউরোপীয়দের কারসাজিতে মাযহাবের নাম 'আহমাদী' না হইয়া 'হাম্বালী' হইয়াছে। কেবল পুস্তকের নাম 'ইতিহাসের ইতিহাস' ও 'পুস্তক সম্রাট' দিলেই হইবেনা; প্রকৃত ইতিহাস জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

(খ) ওহাবীরা কোন্ মাযহাব অবলম্বী এবং উহাদের ধারণা কি, এবিষয় যাহাতে পাঠক সহজে অনুধাবন করিতে পারেন তাহার জন্য গোলাম মোর্তজার ভক্তি ভাজন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীর কলম হইতে নকল করা হইতেছে।

মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন ঃ- ''মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদী ১৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবের 'নজদ' নামক স্থানে প্রকাশ হইয়াছিলেন। যেহেতু তিনি ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আক্বীদাহ পোষন করিতেন। এই কারণে তিনি আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের সহিত যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধরণার উপর চলিবার জন্য আহলে সুন্নাতকে বাধ্য করিতেন। সুন্নীদের ধনসম্পদ লুটের মাল এবং হালাল ধারণা করিতেন। উহাদিগকে হত্যা করা সওয়াবের কাজ ও রাহমাত ধারণা করিতেন। বিশেষ করিয়া মক্কা ও মদীনা বাসীকে এবং আম ভাবে সমস্ত আরববাসীকে কঠিন কষ্ট দিয়াছেন। পূর্ববর্তী ইমামগণ এবং উহাদের অনুসারীগণের সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ও

বেআদবী মূলক কথা ব্যবহার করিয়াছেন। বহু মানুষ তাহার অত্যাচারে মক্কা ও মদীনা শরীফ ত্যাগ করিয়াছেন। হাজার হাজার মানুষ তাহার এবং তাহার সৈন্যদের হাতে শহীদ হইয়াছেন। মোট কথা, তিনি একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্ত পিপাসু ও ফাসেক মানুষ ছিলেন। এই সব কারণে উহার প্রতি এবং উহার অনুসারীদের প্রতি বিশেষ করিয়া আরব বাসীর আন্তরিক হিংসা ছিল এবং আছে। এতই হিংসা রহিয়াছে যে, এই প্রকার হিংসা না ইহুদীদের প্রতি, না ইসায়ীদের প্রতি, না অগ্নি পূজকদের প্রতি ও না হিন্দুদের প্রতি। আরববাসীরা উহাদের থেকে এতই অত্যাচার পাইয়াছেন; যাহার কারণে উহারা ইহুদী ও ইসায়ীদের অপেক্ষা ওহাবীদের প্রতি বেশী দুঃখ ও হিংসা পোষন করিয়া থাকেন।

(১) মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের ধারণা ছিল, সমস্ত আলেম ও সমস্ত দেশের মুসলমান মোশরেক ও কাফের। উহাদের সহিত যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করা এবং উহাদের ধন সম্পদ লুট করিয়া নেওয়া হালাল, জায়েজ বরং অয়াজিব।

(২) ওহাবী এবং উহাদের অনুসারীদের আজও এই ধারণা রহিয়াছে যে, আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগণের হায়াত কেবল ঐ সময় পর্যন্ত; যত দিন তাঁহারা পৃথিবীতে ছিলেন। তার পর উহারা এবং অন্যান্য মোমেনগণ মরণের দিক দিয়া সমান। যদি মৃত্যুর পর উহাদের জীবন থাকে, তাহা হইলে উহা বর্যাখী জীবন; যাহা হাদীস হইতে প্রমানিত। উহাদের একাংশ নবীর দেহরক্ষার পক্ষপাতী কিন্তু তাহা রুহের সহিত বিছিন্নভাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হায়াত সম্পর্কে বহু ওহাবীর মুখে এমনই কটু ভাষা শোনা গিয়াছে; যাহা উচ্চারণ করা নাজায়েজ।

(৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযাপাক জিয়ারত করা ওহাবীরা বেদআত হারাম ইত্যাদি লিখিয়া থাকে এবং জিয়ারতের জন্য সফর করা নাজায়েজ ধারণা করিয়া থাকে। আবার অনেকেই জিয়ারতের জন্য সফর

pdf By Syed Mostafa Sakib

করাকে ব্যাভিচারের সম পর্যায় বলিয়া থাকে। যদি কেহ মসজিদে নববীতে যায়, তাহা হইলে হুজুরের প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করেনা এবং রওযার দিকে মুখ করিয়া দোয়া করে না।

(৪) ওহাবীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। হুজুরকে নিজেদের মতই ধারণা করিয়া থাকে। উহাদের ধারণা যে,ইন্তেকালের পর আমাদের প্রতি হুজুরের কোন অধিকার নাই। আমাদের প্রতি তাহার কোন দয়া ও উপকার নাই। তাই তাহার অসীলা দিয়া দোয়া করা নাজায়েজ বলিয়া থাকে। আরও বলিয়া থাকে, আমাদের হাতের লাঠি হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা বেশি উপকারী। আমরা লাঠি দ্বারা কুকুর মারিয়া থাকি; হুজুরের দ্বারায় তাহাও করা যায়না।

(৫) ওহাবীরা 'বাতেনীইল্ম' আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করা অযথা কাজ ও বেদআত বলিয়া থাকে। আউলিয়ায় কিরামগণের কথা ও কর্মকে শির্ক বলিয়া থাকে।

(৬) ওহাবীরা নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণ করাকে শির্ক বলিয়া থাকে। চার ইমাম এবং উহাদের অনুসরণকারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত কটুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কারণে উহারা আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের বিপরীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতের 'গায়ের মুকাল্লিদ' — লা মাজহাবী (তথাকথিত আহলে হাদীস) সম্প্রদায় ঐ জঘন্য দলের অনুসরণকারী। আরবের ওহাবীরা সাময়িক হাম্বলী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু উহারা আদৌ হাম্বলী মাজহাব অবলম্বী নয়। (৭) বদমাইস ওহাবীরা হুজুরের প্রতি বেশি দরূদ ও সালাম পাঠ করা, দালায়েলুল খয়রাত শরীফ পাঠ করা জঘন্যতম নাজায়েজ মনে করিয়া থাকে।

(৮) হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফ পাঠ করাকে জঘন্যতম বেদয়াত বলিয়া থাকে। ওহাবীরা যখন মক্কা ও মদীনা শরীফের উপর ক্ষমতায় আসিয়াছিল, তখন মীলাদ শরীফ করিবার কারণে হাজার হাজার মানুষকে শহীদ করিয়া দিয়াছে।" (আশ্ শিহাবুস্ সাকিব ৪২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৮ পৃষ্ঠা)

(৯) ওহাবীরা হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি অ সাল্লামের অসম্মান করিয়াছিল এবং তাহার পবিত্র রওজা শরীফকে ভাঙিয়া দিতে চাহিয়াছিল। এমনকি উহারা বহু বর্কাতময় ও পবিত্র সৌধ গুলি ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এই ফিরকাটি আউলিয়ায় কিরামদের সম্পূর্ণ বিপরীত। (ফারহাংগে আসফিয়া তৃত্বীয় খণ্ড ২৪১৪ পৃষ্ঠা)

(১০) ওহাবীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াত অস্বীকার করিয়া থাকে। (নুরুল আনওয়ার পৃষ্ঠা ২৪৭ টীকা নং- ১৩) সুধী পাঠক বলুন! গোলাম মোর্তজা সাহেব তাহার পুস্তকে মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন কিনা? হুসাইন আহমাদ মাদানীর কিতাব 'আশশিহাবুস সাকিব' হইতে ওহাবীদের সম্পর্কে যে বিবরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমান হয় যে,ওহাবীরা আদৌ হাম্বলী মাযহাব অবলম্বী ছিলনা বরং উহারা ইসলামের মহাশত্রু ছিল। যদি গোলামমোর্তজার বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে হুসাইন আহমাদ মাদানীর কলম মিথ্যা ধরিতে হইবে।

(গ) ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ওহাবী ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারায় অখণ্ড ভারতে ওহাবী মতবাদ সর্ব প্রথম প্রচার হইয়াছিল। ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাসে সাইয়েদকে ওহাবীয়াতের বীজ বপনকারী বলা হইয়াছে। যেমন 'স্বদেশ কথা আধুনিক যুগ' ৯৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে — "সাইয়েদ আহমাদকেই ওহাবী আন্দোলনের নেতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আরবে হজ করিতে গিয়া তথাকার ওহাবী সম্প্রদায়ের ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পবিত্র করণের আন্দোলন সম্পর্কে সাইয়েদ আহমাদ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ 'ভারত পরিচয়' ২৭২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে "ভারতে এই (ওহাবী) আন্দোলনের প্রবক্তা হল সাইয়েদ আহমাদ নামে উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলীর এক অধিবাসী। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সাইয়েদ আহমাদের জন্ম হয়। যুবা বয়সে তিনি পিণ্ডারী দস্যু দলে যোগ দেন। পরে দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মশাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেণ। মক্কায় হজ যাত্রায় গিয়ে তিনি অরবের ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে তিনি ভারতে ওহাবী আদর্শে ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্টায় উদ্যোগী হন।"

অনুরূপ 'সরল উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস' ৭৫পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে– "সাইয়েদকেই ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।" –বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হইতে প্রকাশিত 'ইতিহাস কথা কয়' ১১৭পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে– "সাইয়েদ আহমাদ ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের একজন নেতা, ... সাইয়েদ আহমাদ সবে মাত্র মক্কা থেকে ফিরেছেন সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নতুন মন্ত্র 'ওহাবী মতবাদ' .....মক্কা থেকে ফিরে সাইয়েদ আহমাদ ওহাবী মতবাদ প্রচার শুরু করেন।"

শায়েখ আব্দুল হক হাক্কানী 'তাফসীরে হাকক্কানী' এর প্রথম খণ্ডে ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন– 'সাইয়েদ আহমাদ প্রথম জীবনে শাহ ওলী উল্লাহর পৌত্র মৌলবী মাখসু সুল্লাহর খিদমাতে আসিয়া সামান্য আরবী ব্যাকরণ। শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাবীজ ও ঝাড় ফুঁক করাও শিখিয়া ছিলেন। কিন্তু যখন এই ব্যবসা চলিলনা, তখন তিনি বৃটিশ সরকারের দিকে ধাবিত হইয়া ছিলেন এবং খোদা প্রদত্ত নিজ প্রতিভায় ভাল আসনও লাভ করিয়া ছিলেন। পরে কট্টর ওহাবী এবং মৌলবী ইসমাঈল সাহেবের অনুসারী হইয়া যান।"

উপরের উদ্ধৃতি গুলি হইতে দিবালাকের ন্যায় প্রমান হয় যে, সাইয়েদ আহমাদ ওহাবী ছিলেন এবং তাঁহার মাধ্যমে ভারতে ওহাবী মতবাদ প্রচার হইয়াছিল। ইতিহাসের কোন স্থানে বলা হয় নাই যে, সাইয়েদ আহমাদ আরবের ওহাবী আন্দোলনের নেতা মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের নিকট হইতে

ওহাবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরং বলা হইয়াছে যে, তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সেখান হইতে ওহাবী দীক্ষা গ্রহণ করতঃ দেশে ফিরিয়া ছিলেন। অতএব, এই অভিশপ্ত লোকটির সহিত সাক্ষাত না হইলেও সাইয়েদ সাহেব সেখানকার ওহাবীদের থেকে কুমন্ত্রনা লইয়া দেশে ফিরিয়া ছিলেন; ইহাতে সন্দেহ নাই। ওহাবীরা যে কবর ভাঙার দল তাহা গোলাম মোর্তজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অনুরূপ সাইয়েদ সাহেবও কবর ভাঙায় কম ছিলেন না। যেমন দেওবন্দীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আরওয়াহে সালাসা' ১২৯/১৪১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে –"সাইয়েদ সাহেব স্বয়ং কয়েক হাজার ইমাম বাড়া ভাঙিয়াছেন এবং পঞ্চাশ হাজার ইমাম বাড়া ভাঙাইয়াছেন। অনুরূপ তিনি কবরও ভাঙিয়াছেন।" যখন সৌদীর ওহাবী বর্বরেরা পবিত্র মক্কা ও মদীনার মাজার শরীফ গুলি এবং পবিত্র স্থান গুলি ধুলিসাৎ করতঃ অপবিত্র কাজ সমাধা করিয়া ছিল, তখন সাইয়েদ সিলসিলার ওহাবী পন্থী 'জমীয়তে উলামায় হিন্দ' এর পক্ষ হইতে বর্বরদের অভিনন্দন বার্তা পাঠানো হইয়াছিল। বর্তমানে সাইয়েদ সাহেবের মতানুসারী উলামায় দেওবন্দ নবীগণ ও ওলীগণের মাজারগুলি ধ্বংস করিবার পরিকল্পনায় দৃঢ় রহিয়াছেন। ইহাদের কথা হইল, যে স্থানে পুর্ণ শক্তি সঞ্চয় হইয়া গিয়াছে এবং মাজারগুলি ধ্বংস করিলে হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবেনা; সেই স্থানে ধ্বংস করিতে হইবে। আর যদি হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে বিলম্ব করিতে হইবে। (ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ১ম খন্ড ৩৭৩পৃষ্ঠা)

অভিশপ্তদের প্রতি গজব

সাধারণ কথায় বলা হইয়া থাকে - 'পাপ লুকায় না ও সাগর শুকায় না'। ইসলামের মহাশত্রু শয়তান জাতি 'ব্রিটিশ সরকার' এর নিমোকখোর দুই দালাল সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী ও ইসমাঈল দেহলবী নিমক হালাল করিবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য যখন শিখদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন তখন ইসমাঈল দেহলবী দিল্লীতে মাহবুবে ইলাহী হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহমা তুল্লাহি আলাইহির রওজাপাক সম্পর্কে বলিয়াছিলেন-শিখদের সহিত যুদ্ধ থেকে ফিরিয়া এই ঠাকুর ঘরকে ভাঙিয়া দিব। (আত্ইয়াবুল বা ইয়ান ৭১/৭২ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত তোহফায়ে নাইয়াব ৪৫/৪৬ পৃষ্ঠা)

হাদীসে কুদসীর মধ্যে বলা হইয়াছে, যে ব্যাক্তি কোন ওলীর সহিত দুশমনী করিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার সহিত যুদ্ধ ঘোষনা করিয়া থাকেন। আল্লাহর বরহাক ওলী মাহবুবে ইলাহীর রওজা পাককে 'বুৎখানা' বা ঠাকুর ঘর বলায় এবং রওজা পাককে ধংস করিবার পরিকল্পনা করায় ভন্ড পীর ও তদীয় ভন্ড মুরীদের সাতপাপ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালার হাজার হাজার শোকর যে, ইহারা যুদ্ধ থেকে ফিরিতে পারেন নাই। ইহাদের উপর এমন খোদায়ী গজব নামিয়া ছিল যে, বালাকোটে বলি হইয়াছেন এবং ইহাদের দেহ মুসলিম ও অমুসলিমের হাতে ছিন্য ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। না শরীয়ত অনুযায়ী কা ফন পাইয়াছে, না দাফন হইয়াছে। আজ পড়িয়া রহিয়াছে ইহাদের কাল্পনিক কবর। পাপীদের পরিনাম এইরূপ হইয়া থাকে।

জরুরী বিজ্ঞাপন

ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ফিরকার লোকের পিছনে নামাজ পড়া হারাম। সূতরাং ইমাম যাঁচাই করিয়া তাহার পিছনে ইক্তেদা করা জরুরী। যদি সুন্নী ইমামের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহাহইলে যোগাযোগ করিবেন — ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে ওহাবী মতবাদ

সাইয়েদ আহমাদ রায়ব্রেলবী

ও

ইসমাঈল দেহলবী

(প্রথম ওহাবী)

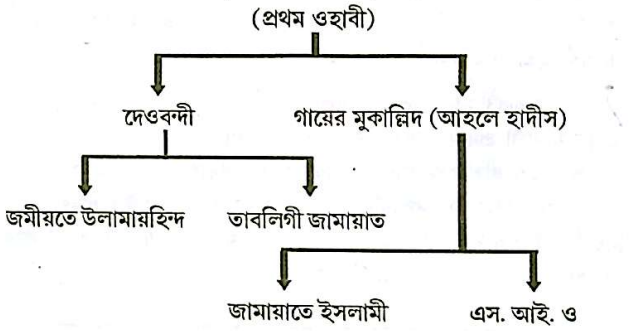

ভারতে সর্বপ্রথম ওহাবী মতবাদ প্রচার করিয়া ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও তদীয় মুরীদ ইসমাঈল দেহলবী সাহেব। যেহেতু সাইয়েদ সাহেব এমন কোন আলেম ছিলেন না, সেহেতু ওহাবী মতবাদ কেবল তাঁহার মৌখিক প্রচার ছিল মাত্র। ইসমাঈল দেহলবী উপযুক্ত আলেম ছিলেন। তিনি কলমের সাহায্যে সর্ব প্রথম ওহাবী মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আরবের ইবনো আব্দুল ওহাব নজদীর 'কিতাবুত্ তাউহীদ' এর অনুকরণে 'তাকবীয়াতুল ঈমান' লিখিয়া ছিলেন। উক্ত কিতাবটি আজো বিতর্কিত হইয়া রহিয়াছে। দেহলবী সাহেব কেবল কিতাব লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়া ছিলেন না, বরং প্রকাশ্যে হানাফী মাজহাব বিরোধী আমল আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে অখন্ড ভারতে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার খান্দানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উলামাগন তাঁহার ঘোর বিরোধী হইয়া গিয়াছিলেন। এমনকি তাঁহারা এবং অন্যান্য উলামাগণ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর খন্ডনে শতাধিক কিতাব লিখিয়া দেহলবী সাহেবের গোমরাহী দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

ইসমাঈল দেহলবীর শিষ্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেলেন। একদল দেহলবী সাহেবের অনুকরণে প্রকাশ্যে হানাফী মাজহাবের বিরোধীতা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাদিগকে গায়ের মুকাল্লিদ বা লামাজহাবী বলা হইয়া থাকে। এই লা-মাজহাবী সম্প্রদায় নিজ দিগকে আহলে হাদীস, মোহাম্মাদী ও সালাফী ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

দেহলবী সাহেবের আর একদল শিষ্য লক্ষ্য করিয়া ছিলেন যে, অখন্ড ভারত হানাফী প্রধান দেশ। যদি এখানে প্রকাশ্য হানাফী মাজহাব বিরোধী আমল আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রভাব বিস্তার করা যাইবেনা। তাই উহারা ইসমাঈল দেহলবী ও ইবনো অব্দুল ওহাব নজদীর ধারণায় পূর্ণ বিশ্বাসী হইলেও বাহ্যিক আমলে হানিফী সাজিয়া রহিলেন। এই দলটি পরে দেওবন্দী নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বর্তমানে সৌদীর ওহাবী রাজ সুন্নী দুনিয়ার দুশমন। ইহারা সমস্ত দুনিয়াকে ওহাবী বানাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অখন্ড ভারতে সর্ব প্রথম ওহাবী মতবাদ প্রচার করিয়া ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাইল দেহলবী। সূতরাং ইহাদের ওহাবী চরিত্র জানিতে হইলে অবশ্যই পাঠ করিবেন আমার লেখা — 'সেই মহানায়ক কে?'

দেওবন্দীদের কতিপয় ধারণা

(১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পর নবী আসা সম্ভব। যেমন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী সাহেব লিখিয়াছেন–"যদি মানিয়া নেওয়া হয় যে, হুজুরের যুগে অথবা তাঁহার পরে কোন নবী হইবে, তাহা হইলে হুজুরের শেষ নবী হওয়ায় কোন পার্থক্য আসিবেনা।" (তাহাজীরুন্নাস ১৩পৃষ্ঠা) কাসেম নানুতুবী আরও লিখিয়াছেন– "নবীগণ ইল্মের দিক দিয়া নিজ উম্মাৎগণ হইতে বড়। অধিককাংশ সময়ে উম্মাৎ আমলের দিক দিয়া বাহ্যিক ভাবে নবীর সমান হইয়া থাকে; বরং বাড়িয়া যায়। (তাহজীরুন্নাস ৫পৃষ্ঠা)

(২) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যেমন ইল্ম রহিয়াছে তেমন ইল্ম শিশু পাগল ও পশুদের রহিয়াছে। যেমন মাওলানা আশ রাফ আলী থানুবী সাহেব লিখিয়াছেন-"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র সত্ত্বার প্রতি ইল্মে গায়েব আছে বলিয়া যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহার উদ্দেশ্য আংশিক গায়েব হইবে অথবা সমস্ত গায়েব হইবে। যদি আংশিক গায়েব উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উহাতে হুজুরের বিশেষত্ব কি রহিয়াছে? এই পরিমাণ ইল্মে গায়েব জায়েদ, আমর, বরং সমস্ত শিশু ও পাগলের রহিয়াছে, বরং সমস্ত জন্তু জানোয়ারের রহিয়াছে।" (হিফজুল ঈমান ৮ পৃষ্ঠা)

(৩) মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব লিখিয়াছেন–"শয়তান অপেক্ষা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্ম বেশি ধারণা করা শির্ক।"(বারাহীনে কাতিয়া ৫১ পৃষ্ঠা)

(৪) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বড় ভাই বলা দলীল সাপেক্ষ। (বারাহীনে কাতিয়া ৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দেওয়ালের পিছনের সংবাদ রাখিতেন না। (বারাহীনে কাতিয়া ৫৫ পৃষ্ঠা)

(৬) মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফ পাঠ করা শ্রী কৃষ্ণের সঙ বলিয়াছেন। (ফাতাওয়ায় মালীদ শরীফ ১৩পৃষ্ঠা)

(৭) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একা 'রহমা তুল্লিল আলামীন নহেন; বরং আলেম উলামাগণও 'রহমা তুল্লিল আলামীন'। (ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ৯৬পৃষ্ঠা)

(৮) এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে গ্রহণ করা জায়েজ। (ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

তুলনামুলক লা-মাজহাবী সম্প্রদায়ের থেকে দেওবন্দীদের প্রসার লাভ হইয়াছিল অনেক বেশি। কিন্তু খুব শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া গেল উহাদের মুনাফেকী চরিত্র। তাহজীরুন্নাস, বারাহীনে কাতিয়া ও হিফজুল ঈমান প্রভৃতি কিতাব উহাদের অধঃপতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। দেওবন্দী আলেমগণ যতদুর আগাইয়া ছিলেন তাহা হইতে অনেক বেশি পিছাইয়া পড়িলেন ঐ কিতাবগুলির কারণে। এশিয়া মহাদেশের মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির সুতীক্ষ্ণ ঈমানী দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া গেল উহাদের কুফরী বাক্যগুলি। তিনি স্বয়ং শরীয়তের সুবিচার অনুযায়ী কাসেম নানুতুবী, রশীদ আহমাদ গাংগুহী, খলীল আহমাদ আম্বেহঠী ও আশরাফ আলী থানুবীকে সুন্নী জগতে চিহ্নিত করিয়া দিয়া নিজের মুজাদ্দেদীয়াতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। দেওবন্দী আলেমদের উপর ইমাম আহমাদ রেজার সেই গুরুত্ব পূর্ণ ফতওয়াটি 'আল মো'তামাদুল মোস্তানাদ' নামক কিতাবে সর্ব প্রথম পাটনা হইতে ছাপা হইয়াছিল। মক্কা ও মদীনা শরীফের মহান মুফতীগণও ঐ সমস্ত কিতাবের জঘন্য উক্তি গুলি সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনার পর ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়ার সহিত একমত হইয়াছিলেন। তাহাদের ফতওয়া

গুলির সমষ্টি 'হুসামুল হারামাইন নামে আজও মুদ্রিত রহিয়াছে। অনুরূপ অখণ্ড ভারতের ২৬৮ জন বিজ্ঞ আলেমও ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়ার সহিত একমত হইয়াছিলেন। এই উলামাগণের ফতওয়া গুলি 'আস্ সাওয়ারিমুল হিন্দীয়া' নামে ছাপা রহিয়াছে।

উলামায়ে ইসলামের ফতওয়ায় যখন দেওবন্দীদের বড় বড় আলেমগমগণ কুফরের কালিমায় কলঙ্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাহারা যেনতেন প্রকারে কলঙ্ক মুক্ত হইবার জন্য কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেওবন্দী আলেমদের পক্ষ হইতে ১৯৪৬ সালে ১২ ই জুন উত্তর প্রদেশের ফয়জাবাদ কোর্টে মোক্কাদামা দায়ের করা হইয়াছিল। আহলে সুন্নাত বেরেলবী পক্ষে জজকে বুঝাইয়াছিলেন আল্লামা হাশমত আলী লাখনুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং দেওবন্দী পক্ষে ছিলেন মাওলানা আবুল ওফা শাহজাহানপুরী। ১৯৪৮ সালের ২৫ শে সেপ্টম্বর খৃষ্টান জজ মহাবীর প্রসাদ আগরওয়ালের রায় প্রকাশ হইয়াছিল দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে। উহারা নিরুপায় হইয়া শেষ বারের মত আপিল করিলে ১৯৪৯ সালে ২৮শে এপ্রিল জজ মোহাম্মাদ ইয়াকুব আলী সাহেব উক্ত আপিল নিষ্প্রান বলিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইসলামী আদালতের ফতওয়া যখন ভারতের সর্বত্রে ছড়াইয়া পড়িল এবং থানুবী, গাংগুহী প্রমুখ আলেমগণ জন সাধারণের চোখে কলঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, তখন সাইড থেকে উহাদের ভক্ত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ভিজা বিড়াল সাজিয়া 'তাবলিগী জামায়াত' নাম দিয়া কালেমা ও নামাজের আড়লে ধীরে ধীরে আবার সেই ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। মোট কথা, শিকারী পুরাতন; কেবল জালটি নতুন। আবার মানুষ ধোকায় পড়িয়া গেলেন। কালেমা ও নামাজের লেবেল দেখিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন তাবলিগী জামায়াতে। বর্তমানে ওহাবীরাজ সৌদী সরকার এই জামায়াতের পিছনে লক্ষ লক্ষ রিয়াল ব্যয় করিতেছে। তাই সম্ভব হইতেছে ঘন ঘন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিশ্ব ইজতেমা করা। উহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আজই সংগ্রহ করুন আমার লেখা 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য'।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দী আলেমদের ওহাবী হইবার স্বীকৃতি

যেহেতু ওহাবী সম্প্রদায় অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছে, সেহেতু উহারা বিশ্ব মুসলিমদের কাছে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। বহুকাল ধরিয়া উহারা নিজদিগকে 'ওহাবী' বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিত। এমনকি প্রথম অবস্থায় সৌদির ওহাবীরা নিজদিগকে 'হাম্বালী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। বর্তমানে উহারা নিজ দিগকে ওহাবী বলিয়া গৌরব বোধ করিতেছে।১৯৭৯ সালে ভারতের শ্রেষ্ঠ মুনাজির মুজাহিদে মিল্লাত হজরত আল্লামা হাবীবুর রহমান আলাইহির রহমাহ মসজিদে নববীর বড় ইমাম শায়েখ আব্দুল আজীজের সহিত অসীলা সম্পর্কে বাহাস করিয়াছিলেন। উক্ত বাহাসের শর্তনামাতে শায়েখ আব্দুল আজীজ সাহেব নিজেকে ওহাবী বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। (হরফে হাক্কানীয়াত ২৩ পৃষ্ঠা) অবিভক্ত ভারতে সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবীর সিল সিলা ভূক্ত দেহবন্দী উলামাগণ নিজদিগকে ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন। ইহারা নিজ দিগকে হানিফী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। বর্তমানে ইহারা ওহাবীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। আবার অনেকেই সগৌরবে নিজেকে ওহাবী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের ইন্তেকালের পর তাহার খলীফা কে হইবেন, এবিষয়ে আলোচনা কালে মাওলানা মাঞ্জুর নোমানী সাহেব বলিয়াছেন– 'আমি আমার সম্পর্কে পরিস্কার বলিতেছি, "আমি বড় কঠিন ওহাবী।" ইহার উত্তরে তাবলিগী নেসাব এর লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেব বলিয়াছিলেন, — "মৌলবী সাহেব! আমি নিজেই তোমার থেকে বড় ওহাবী।" (সাওয়নেহে ইউসুফ ১৯১/১৯৩ পৃষ্ঠা)

উলামায় দেওবন্দ যেমন নিজদিগকে ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন তেমনই তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে হানাফী মাজহাব বিরোধী

আমল আরম্ব করিয়া দিয়াছেন। এই জামায়াতের অধিকাংশ আমীর এবং যে সমস্ত মানুষ উক্ত জামায়াতের সহিত খুব ভাল রকম যোগাযোগ করিয়া চলিয়া থাকেন তাহারা নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকেন না। নাভীর উপরে হাত বাঁধিয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে আট রাকয়াত তারাবীহ চালু করিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি।

দেওবন্দ মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন

ইসমাঈল দেহলবীর 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর মাধ্যমে দেশের সর্বত্রে অশান্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিয়াছিল। এশিয়া মহদেশের মুজাদ্দিদিয়াতের সূর্য ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর জন্মের পূর্বে আহলে সুন্নাতের শতাধিক আলেম উক্ত কিতাবের খন্ডনে বহু পুস্তক প্রনয়ন করিয়া ছিলেন। অখন্ড ভারতের সুন্নী মুসলমানেরা ইসমাঈল দেহলবী এবং তাঁহার কুখ্যাত কিতাব 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর প্রতি চরম ক্ষুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে ইসমাঈল ভক্ত ওহাবী আলেমগণ উপলদ্ধি করিয়াছিলেন যে, তাহাদের পদতল হইতে দিনের পর দিন মাটি সরিয়া যাইতেছে এবং কেবল কিতাব লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া দেশের সুন্নী মুসলমানদের ধারণা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বিশেষ প্রয়োজন একটি বৃহত্তম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা। যেই মাদ্রাসার মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষার নামে মুসলমানদের মানষিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে। বাস্তবে তাহাই হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের ঘোর শত্রু ইংরেজরা মুসলমানদের ঐক্য ভাঙ্গন ধরাইবার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে দিল্লীতে এ্যারাবিক কলেজ কায়েম করিয়াছিল। মাওলানা কাসেম নানুতুবী ছিলেন উক্ত কলেজের সনদ প্রাপ্ত ছাত্র। তিনি ইংরেজদের সহানুভূতিতে ১৮৬৭ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। ইংরেজ সরকার সবদিক দিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৫ সালে এই নয় বৎসরের শিশু মাদ্রাসাকে নিম্নরুপ ভাষায় সনদ প্রদান করিয়াছিল ঃ— ("এই মাদ্রাসা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সরকারের বিপক্ষে নয় বরং সরকারের সপক্ষে সাহায্যকারী এবং দরদী।"(নঈদুনইয়া মাদানী নং, পৃষ্ঠা ৪৩, কলম নং-২)

নিরপেক্ষ পাঠক নিশ্চয় চিন্তা করিবেন যে, দেওবন্দ মাদ্রাসা বৃটিশ বিরোধী প্রতিষ্ঠান কিনা। সত্যই যদি উহা বৃটিশ বিরোধী প্রতিষ্ঠান হইত, তাহা হইলে ধুরন্ধর ইংরেজ সুন্দর রিপোর্টটি প্রদান না করিয়া মাদ্রাসার ভিত্তিস্থাপনের প্রথম ইটটি পর্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া দিত। যে দেওবন্দ মাদ্রাসা ইংরেজদের সাহায্যকারী ও দরদী, সেই মাদ্রাসাকে আজ বৃটিশ বিরোধী কেন্দ্র বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। হইা কি আশ্চর্য নয় ? গোলাম মোর্তজা লিখিয়াছেন–"মাওলানা কাসেম দেওবন্দ মাদ্রাসাকে ব্রিটিশ বিরোধী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।" (এ সত্য গোপন কেন ? পৃষ্ঠা১৪)

গোলাম মোর্তজা সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসা সম্পর্কে যতটুকু লিখিয়াছেন তাহা দেওবন্দী আলেমদের নিকট হইতে মৌখিক শোনা কথা মাত্র। দেওবন্দ মাদ্রাসার কর্ম কর্তাদের সম্পর্কে তিনি আদৌ অবগত নহেন। মাদ্রাসার অধিকাংশ সদস্যদের সহিত বৃটিশ সরকারের সুসম্পর্ক ছিল। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রয়াত সম্পাদক কারী তৈয়াব সাহেব লিখিয়াছেন—"দেওবন্দ মাদ্রাসার কর্মকর্তাদের মধ্যে অধিকাংশ বুজর্গ এমনই ছিলেন; যাহারা বৃটিশ সরকারের পুরাতন চাকুরে এবং বর্তমান পেনশনার ছিলেন। যাহাদের সম্পর্কে সরকারের কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিলনা।" (হাশিয়ায় সাওয়ানেহে কাসেমী ২য় খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা)

কারী তৈয়াব সাহেব এমন কোন মামুলী মানুষ ছিলেন না যে, যদু, মধুর ন্যায় তাহার কথার গুরুত্ব নাই। দেওবন্দী সম্প্রদায় কারী সাহেবকে হাকিমুল ইসলাম বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন। এইবার বলুন! যাহারা বৃটিশ সরকারের বেতন খোর প্রাক্তন অফিসার এবং কর্ম বিরতির পর সরকারের পেনসন পাইতে ছিলেন; তাহারা সরকার বিরোধী মাদ্রাসা গড়িয়া ছিলেন ? মাদ্রাসা যদি সরকার বিরোধী হইত, তাহা হইলে সরকারী ইন্‌কোয়ারীতে নিশ্চিয় ধরা পড়িয়া যাইত

এবং মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের পেনসন বন্ধ হইয়া যাইত। এখনও পর্যন্ত দেওবন্দী লেখকেরা মানুষের চোখে ধুলা দিয়া কারবার করিতে চান!

কাহারো অজানা নাই যে, দেওবন্দ মাদ্রাসা আজ হানাফী মাজহাব বিরোধী কেন্দ্র হইয়া দাড়াইয়াছে। এই মাদ্রাসার ট্রেনিং প্রাপ্ত ওহাবী ছাত্ররা মীলাদ, কিরাম, উরূস, ফাতিহা ও কবর জিয়ারত ইত্যাদি বিষয়কে শির্ক বিদআত বলিয়া ফতওয়া প্রদান করতঃ যেমন একদিকে সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালাইতেছে, তেমনই অপর দিকে নামাজে কান পর্যন্ত হাত না উঠাইয়া, নাভির নিচে হাত না বাধিয়া, আমিন উচ্চস্বরে বলিয়া, আট রাকাত তারাবীহ আরম্ভ করিয়া দিয়া হানাফী মাজহাবকে সমুলে নির্মল করিবার চেষ্টা চালাইতেছে।

কাসেম নানুতবী ও রশীদ অহমাদ গাংগুহী

'তাহজীরুন্নাস' ও 'বারাহিনে কাতিয়া' প্রভৃতি কুখ্যাত কিতাব গুলি প্রণয়ন ও সমর্থন করিবার কারণে মাওলানা কাসেম নানুতুবী ও মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী শরীয়তের সুবিচারে এমনই কলংক হইয়াছেন যে, কিয়ামতের প্রাক্কাল পর্যন্ত কোন মুসলমান উহাদের ক্ষমা করিতে পারেন না। অবশ্য দেওবন্দী জগতে নানুতুবী ও গাংগুহী যথেষ্ঠ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেওবন্দী উলামাগণ নানুতুবী সাহেবকে 'কাসেমুল উলুম অল্ খয়রাত' এবং গাংগুহী সাহেবকে 'ইমানে রব্বানী' বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন। কেবল তাই নয়, বর্তমানে উহাদিগকে ইংরেজ বিরোধী মুজাহিদ বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হইতেছে যে, উহারা প্রত্যেকেই ছিলেন ইংরেজ হিতৈষী ও ইংরেজদের নিমোকখোর দালাল। এই কথার স্বপক্ষে এমন কোন ঐতিহাসিকের ইতিহাস হইতে প্রমান করানো হইবেনা যে, কাহারো সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে । খুব নিকটের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ না হইলে কাহারো জীবনী লেখা সম্ভব নয়। মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী একজন সুদক্ষ দেওবন্দী আলেম এবং গাংগুহী সাহেবের খুবই নিকটের ভক্ত। মিরাঠী সাহেবের রচিত গাংগুহী সাহেবের জীবনীর নাম 'তাজকিরাতুর রশীদ'। এই কিতাবটির প্রতি কোন দেওবন্দীর সন্দেহ থাকিতে পারেনা। মিরাঠী সাহেব 'তাজকীরাতুর রশীদ' এর প্রথম খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—(''১৮৫৯ সালটি এমন বৎসর ছিল যে, ঐ বৎসর ইমামে রব্বানী (রশীদ আহমাদ গাংগুহী) কুদ্দিসাসির্রুহুর প্রতি অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি সরকার বিরোধী হইয়া গিয়াছেন এবং বিদ্রোহীদের দলভুক্ত হইয়াছেন।'') প্রকাশ থাকে যে, মিথ্যা অভিযোগকে অপবাদ বলা হইয়া থাকে, মিরাঠী সাহেবের উক্তি হইতে দিবালোকের ন্যায় বোঝা যাইতেছে যে, না গাংগুহী সাহেব বৃটিশ বিরোধী ছিলেন,না বিদ্রোহীদের সহিত তাহাদের কোন যোগ সাজশ ছিল। কারণ জীবনীকার এই গুলিকে সরাসরি মিথ্যা অভিযোগ ও নিছক অপবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিরাঠী সাহেব উক্ত পৃষ্ঠায় বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহীদের নিন্দা করতঃ লিখিয়াছেন—''যাহাদের মাথার উপর মৃত্যু খেলা করিতেছিল তাহারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে নিরাপদ ও আরামদায়ক যুগকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিলনা এবং নিজেদের দয়ালু সরকারের সামনে বিদ্রোহের পতাকা উঠাইয়া দিল''।

মিরাঠী সাহেবের বাচন ভঙ্গিতে প্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহার পর ম পূজনীয় গাংগুহী সাহেব সরকার বিরোধী আন্দোলনের সীমানায় পা পর্যন্ত রাখিয়াছিলেন না। এই কারণে সরকারকে দয়ালু আখ্যা দিয়া জোর গলায় বিদ্রোহের নিন্দা করিয়াছেন মিরাঠী। থানাভুনের নবাবের ফাঁসি হইয়া যাইবার পর সেখানকার মানুষেরা একজন নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতঃ হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, —''কোন নেতার নেতৃত্ব ছাড়া চলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সরকার বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের কারণে নিরাপত্তা উঠাইয়া নিয়াছে এবং বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে যে, নিজেদের রক্ষাণাবেক্ষনের দায়িত্ব নিজেদের গ্রহণ করিতে হইবে। এই কারণে, যেহেতু

আপনি ধর্ম্মীয় নেতা। এই জন্য দুনিয়াবী রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতঃ আমিরুল মু'মেনীন হইয়া আমাদের ঝগড়া মীমাংসা করিয়া দিন।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া লইয়াছিলেন এবং বেশ কিছু দিন পর্যন্ত শরীয়তের কাজী হইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারীর সমস্ত মুকাদ্দামাহ মীমাংসা করিয়া ছিলেন। ইহাতে সাংবাদিকরা সুযোগ পাইয়াছিল এবং সত্য, মিথ্যা মিলাইয়া বিদ্রোহীদের সহিত ইহাদের যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিল।'' (তাজকীরাতুর রশীদ ১ম খণ্ড ৭৪ পৃষ্ঠা)

মিরাঠী সাহেবের বুজর্গগণ যে আদৌ সরকার বিরোধী ছিলেন না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন—''একদা একটি ঘটনা ঘটিয়া যায় যে, হজরত ইমামে রব্বানী (রশীদ আহমাদ গাংগুহী) তাঁহার প্রাণের বন্ধু মাওলানা কাসেমুল উলুম (কাসেম নানুতুবী) এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু আ'লা হজরত হাজী (ইমদাদুল্লাহ) সাহেব ও হাফিজ জামিন এর সঙ্গে ছিলেন। হঠাৎ বন্দুকবাজদের সহিত মোকাবিলা হইয়া গেল। এই যোদ্ধার দল নিজ সরকারের বিরোধী বিদ্রোহীদের সামনে থেকে হটিয়া পলায়নকারী ছিলেন না। এই কারণে অটল পাহাড়ের ন্যায় শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সরকারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া গেলেন''। (তাজকীরাতুর রশীদ ১ম খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)

পাঠক লক্ষ্য করুন, লেখক কি বুঝাইতে চাহিতেছেন! কাসেম নানুতুবী ও রশীদ আহমাদ গাংগুহী এবং উহাদের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব কেবল সরকার পক্ষের মানুষ ছিলেন না, বরং উহারা সরকার বিরোধীদের সহিত অটল পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া লড়াই করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইহার পরেও যদি কেহ নানুতুবী ও গাংগুহীকে বৃটিশ বিরোধী মুজাহিদ ছিলেন বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি প্রকৃত ইতিহাসকে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিরাঠী সাহেব আরও লিখিয়াছেন — "যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা শেষ হইয়া গেল এবং দয়ালু সরকার দ্বিতীয়বার পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিয়া বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে অরম্ভ করিল, তখন সেই সমস্ত সংকীর্ণ মনের ফাসাদ কারীরা যাহাদের এই ছাড়া বাঁচিবার কোন রাস্তা ছিলনা যে, সত্য, মিথ্যা মিলাইয়া কাহারও নামে অভিযোগ ও অপবাদ দিয়া সরকারের নিকট নিজেদের সাধুতা প্রকাশ করা, তাহারা খুবই নিজেদের রং জমাইয়াছে এবং এই সমস্ত দুনিয়া ত্যাগী হজরতদের প্রতি অপবাদ দিয়াছে এবং এই রিপোর্টও দিয়াছে যে, থানাভুনের হাঙ্গামায় ইহারাই মূল আসামী এবং শামিলীর কাছারীর উপর ইহারাই আক্রমণ করিয়াছিলেন"। (তাজকীরাতুর রশীদ ১ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)

জনাব মিরাঠী সাহেব এখানেও বৃটিশ গভর্নমেন্টকে দয়ালু সরকার বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং থানাভুন ও শামিলীর হাঙ্গামাতে কাসেম নানুতুবী ও রশীদ আহমাদ গাংগুহী তথা দেওবন্দী কোন বুজর্গ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন না, বরং দুস্কৃতিকারীরা বাঁচিবার জন্য উহাদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল বলিতে চাহিয়াছেন। তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় তাঁহার সাধু সন্ন্যাসী বুজর্গদিগের পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া আরও লিখিয়াছেন যে, উহারা এই হাঙ্গামা হইতে শত মাইল দূরে ছিলেন। যদি দেশের হাঙ্গামাতে নাক গলাইতেন, তাহা হইলে এই অবস্থা হইবে কেন! উহারাতো বড় বড় পদ পাইয়া যাইতেন। শেষ পর্যন্ত মিরাঠী লিখিয়াছেন – "ইহারা প্রকৃতই নিস্পাপ ছিলেন। কিন্তু শত্রুগণ অথবা সেই সাংবাদিক উহাদিগকে বিদ্রোহী, হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, অপরাধী ও সরকার বিরোধী বলিয়া গণ্য করিয়া দিয়াছিল। এই কারণে গ্রেফতারের সমন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হিফাজত ছিল।এই কারণে কোন ক্ষতি হয় নাই। যেমন ঐ হজরতগণ নিজ দয়ালু সরকারের প্রতি আন্তরিক কল্যানকামী ছিলেন, তেমনই আজীবন কল্যানকামী প্রমাণ হইয়াছেন"। (তাজকীরাতুর রশীদ ১ম খণ্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)

পাঠক নিরপেক্ষ হইয়া ভাবিয়া দেখিবেন! থানাভুন ও শামিলীর যে হাঙ্গামাকে ১৮৫৭ সালের সহিত জুড়িয়া দিয়া দেওবন্দী আলেমগণ নানুতুবী ও গাংগুহীকে বৃটিশ বিরোধী মর্দে মুজাহিদ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। সেই

হাঙ্গামাতে উহাদের আদৌ কোন ভূমিকা ছিলনা বলিয়া মিরাঠী হাজার বার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। কেবল তাই নয়, তাঁহারা যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাদের দয়ালু বৃটিশ সরকারের কল্যানকামী ছিলেন, মিরাঠী তাহাও লিখিতে কসুর করেন নাই। মিরাঠী সাহেব তাঁহার গুরু গাংগুহীর মুখমণ্ডলের কালিমা মুছিবার জন্য শেষ বারের মত লিখিয়াছেন — "হজরত ইমামে রব্বানী কুতবুল ইরশাদ মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর এই ব্যাপারে বড় পরীক্ষা ছিল। এই কারণে তিনি গ্রেফতার হইয়াছিলেন এবং ছয়মাস হাজতে ছিলেন। শেষে যখন তদন্ত এবং পূর্ণ অনুসন্ধানে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হইয়া গেল যে, বিদ্রোহীদের সহিত তাঁহার যোগসূত্রের কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অপবাদ মাত্র। তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।" (তাজকীরাতুর রশীদ ১ম খণ্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)

পাঠক ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন! নানুতুবী ও গাংগুহীর জীবনের যে কয়েদ ও গ্রেফতারকে দেখাইয়া দেওবন্দী আলেমগণ উহাদিগকে বৃটিশ বিরোধী মর্দে মুজাহিদ প্রমাণ করিয়া থাকেন, সেই কয়েদ ও গ্রেফতারের মূল কারণটি ভুয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন জীবনীকার মিরাঠী সাহেব। সরকারী তদন্তেও এই সন্ন্যাসীদের সাধুতায় কোন দাগ লাগিয়া ছিলনা। তাই ইহারা নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া খালাস পাইয়াছিলেন। মিরাঠী আরও লিখিয়াছেন — "হজরত মাওলানা (রশীদ আহমাদ গাংগুহী) জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম অপরাধীদের তালিকা ভুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার গ্রেফতারের জন্য আসিতে চাহিতেছে। কিন্তু তিনি সুদৃঢ় পাহাড় হইয়া খোদার হুকুমের উপর রাজী ছিলেন এবং তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে, আমি যখন প্রকৃতই সরকারের অনুগত রহিয়াছি, তখন মিথ্যা অভিযোগে আমার লোম পর্যন্ত বাঁকা হইবে না। আর যদি মরিয়াও যাই, তাহা হইলে সরকার মালিক। তাহার অধিকার রহিয়াছে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। নিজের জন্য চুলের পরিমাণ চিন্তা ছিলনা"। (তাজকীরাতুর রশীদ ১ম খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন দেওবন্দী কি দাবী করিতে পারিবেন যে, মিরাঠী সাহেব বেরেলবী আলেম ছিলেন এবং তিনি গাংগুহী সাহেবকে কলংক করিতে চাহিয়াছেন। না, কখনই না। বরং তিনি গাংগুহীকে কলংক মুক্ত করিবার জন্য বাস্তব সত্যকে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি গাংগুহীর মেজাজ যথার্থ বুঝিয়া তাঁহার মনের কথা কলমে প্রকাশ করিয়াছেন যে, (১) প্রকৃতই গাংগুহী বৃটিশের অনুগত ছিলেন (২) গাংগুহী বৃটিশ বিরোধীদের সঙ্গে ছিলেন ইহা মিথ্যা কথা (৩) তাই গাংগুহীর লোম কেহ বাঁকাইতে পারিবেনা (৪) বৃটিশ সরকার গাংগুহীর মালিক ইত্যাদি। দেওবন্দীদের প্রতি এমনই খোদাই গজব যে, গাংগুহী সম্পর্কে এত পরিস্কার বিবরণ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাহারা তাহাকে ইংরেজ বিরোধী বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছেন। নিজেদের নেতাকে এই ভাবে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবার নজীর পৃথিবীতে পাওয়া খুবই বিরল।

আরও একটি ঘটনা

মাওলানা কাসেম নানুতুবীর এক বিশেষ ব্যক্তি মৌলবী মান্‌ছুর আলী খান বলিয়াছেন — একদিন আমি মাওলানা নানুতুবীর সহিত নানুতায় যাইতে ছিলাম। পথের মাঝে মাওলানার হাজ্জাম দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে, নানুতার এক পুলিশ অফিসার জনৈকা মহিলার তাড়াইবার অভিযোগে আমাকে চালান করিয়া দিয়াছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বাঁচান। মৌলবী মানসুর আলী বলেন — নানুতায় পৌঁছিয়া মাওলানা নানুতুবী মুন্‌শী সুলাইমানকে ডাকিয়া অত্যন্ত রুক্ষ্ম আওয়াজে বলিলেন — "পুলিশ অফিসার এই গরীব নির্দোষীকে ধরিয়াছে। তুমি তাহাকে বলিয়া দাও, এই হাজ্জাম আমার লোক। ইহাকে ছাড়িয়া দাও। অন্যথায় তুমি বাঁচিবেনা। তুমি ইহার হাতে হাত কড়া দিলে তোমারও হাতে হাত কড়া দেওয়া হইবে।" (সাওয়ানেহে কাসেমী ১ম খণ্ড ৩২১/৩২২ পৃষ্ঠা)

মুন্‌শী সুলাইমান অফিসারকে নানতুবীর হুকুম অবিকল শুনাইয়া দিলে অফিসার বলিল — এখানে আর কি করা যাইবে! উহার নামতো ডাইরীতে নোট হইয়া গিয়াছে। এই জবাব শুনিয়া নানতুবী সাহেব আবার হুকুম করিলেন — যাও, অফিসারকে উহার নাম কাটিয়া দিতে বলিয়া দাও। এই হুকুম পাইয়া অফিসার স্বয়ং নানুতুবীর নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, ডাইরী হইতে নাম কাটিয়া দেওয়া অপরাধ। যদি নাম কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমার চাকুরী চলিয়া যাইবে। মাওলানা বলিলেন উহার নাম কাটিয়া দাও; চাকুরী যাইবে না। (সাওয়ানেহে কাসেমী ১ম খণ্ড ৩২৩ পৃষ্ঠা)

মৌলবী মানসুর আলী খান বলিয়াছেন — নানুতুবীর কথামত অফিসার হাজ্জামকে ছাড়িয়া দিয়া ছিল কিন্তু তাহার চাকরীতে কোন ক্ষতি হইয়াছিল না।

মাওলানা কাসেম নানুতুবী যদি বৃটিশ বিরোধী মানুষ হইতেন এবং বিদ্রোহীদের সহিত তাহার কোন যোগা যোগ থাকিত, তাহা হইলে সরকার তাহার অনুগত হইত না। একজন পুলিশ অফিসারকে তো সেই হুমকী দিবার স্পর্ধা রাখে, যাহার সহিত উপর মহলে যোগাযোগ রহিয়াছে। উপর মহলে খুব ভাল রকম হাত ছিল। তাই এক জন পুলিশ অফিসারকে হুমকি দিতে সাহস পাইয়া ছিলেন — তোমার হাতে হাত কড়া পরাইবো।

আশরাফ আলী থানুবী

১৩১৯ হিজরীতে মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব 'হিফজুল ঈমান' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র ইল্মকে পাগল ও জানোয়ারের ইল্‌মের সহিত তুলনা করতঃ নাবীউল আম্বিয়া হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাহু অলাইহি অ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লামের পবিত্র দরবারে চরম পর্য্যায়ের বে-আদবী করিয়াছেন। অপবিত্র ও কুখ্যাত 'হিফজুল ঈমান' এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বেরেলী শরীফ হইতে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। এশিয়া মহাদেশের মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেবী তথা উলামায় ইসলামের দাবী ছিল যে, 'হিফজুল ঈমান' এর ভাষায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাহি অ সাল্লামকে চরম অবমাননা করা হইয়াছে। তাই থানুবীকে বিনা আপত্তিতে শরীয়ত সম্মত তওবা করিয়া মুসলমান হইতে হইবে। কিন্তু থানুবীর দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার ভক্ত বৃন্দ তাঁহাকে বড় মাওলানা — এমনকি 'হাকীমুল উম্মাৎ বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকে যাহার কারণে তিনি তওবা করিতে লজ্জা বোধ করতঃ অপব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই ভাবে চির দিনের জন্য উম্মাতের মধ্যে একটি ফিৎনা সৃষ্টি হইয়া গেল।

যখন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমাহ নৈরাশ হইয়া পড়িলেন যে, থানুবী তওবা করিবেন না। তখন তিনি 'হিফজুল ঈমান' এর সেই আপত্তিকর অংশকে অবিকল আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র মক্কা ও মদীনা শরীফের মুফতী ও মাশায়েখগণের সামনে উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছিল তাঁহার মুজাদ্দিদিয়াতের দায়িত্ব। সুতরাং থানুবীর বিরুদ্ধে ১৩২৪ হিজরীতে 'হুসামুলহারামাইন' নামে মক্কা, মদীনা শরীফ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের মুফতী মাশায়েখগণের ফতওয়া প্রকাশ হইয়া যায়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থানুবী কুফরের কালিমায় কলংক হইয়াছিলেন। কিন্তু তওবা করিয়া ছিলেন না।

যদি থানুবী নিজ মেজাজে পুস্তক প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে উলামায় ইসলামের আপত্তিতে নিশ্চয় তওবা করিয়া ফেলিতেন। কয়েক পৃষ্ঠার 'হিফজুল ঈমান' পুস্তিকাটি কোরআনের কোন অংশ বিশেষ নয় যে, উহার পরিবর্তন করা চলিবেনা। অথচ কোরআনের বহু আয়াত আল্লাহপাক মানসুখ করিয়া দিয়ছেন। কোরআনের আয়াত যদি মানসুখ হইতে পারে, তাহা হইলে 'হিফজুল ঈমান' কি পরিবর্তন হইতে পারে না?

হিফজুল ঈমান লিখিবার দায়িত্ব ছিল থানুবীর কিন্তু উহা পরিবর্তন করিবার অধিকার ছিলনা। চাকুরে মালিকের যতটুকু নির্দেশ ততটুকু কাজ করিতে পারে। তাহার বেশি কিছু করিবার অধিকার রাখেনা। যদিও থানুবীর হাতের কলমে 'হিফজুল ঈমান' লেখা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লেখাইয়াছিল ইসলামের পরম শত্রু শয়তান জাতি বৃটিশ সরকার। ইহাদের প্ররোচনায় ও প্রলোভনে পড়িয়া হিফজুল ঈমান লিখিয়া ছিলেন থানুবী। থানুবীতো বৃটিশের বেতন খোর চাকুরে ছিলেন। লিখিবার দায়িত্ব ছিল তাহার। লিখিয়া দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবর্তন করিবার স্পর্ধা পাইবেন কোথায়?

অল ইন্ডিয়া জামীয়াতুল উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী বলিতেছেন–"মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী আমাদের সবার স্বীকৃত বুজর্গ ও নেতা ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে কিছু মানুষের বলিতে শোনা গিয়াছে যে, সরকারী তরফ হইতে তাঁহাকে মাসে ছয়শত করিয়া টাকা প্রদান করা হইয়া থাকে।" (মুকালামা তুস্ সাদরাইন পৃষ্ঠা ১০)

থানুবী স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলিতেছেন– "আন্দোলনের সময় আমার সম্পর্কে ইহা প্রচার করা হইয়াছিল যে, গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে মাসে ছয়শত করিয়া টাকা পাইয়া থাকে। এক ব্যক্তি এমন একজন দাবীদারের নিকট হইতে বলিয়াছেন যে, তাহার নিকট হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, তিনি ভীত নহে কিন্তু লোভী।" (ইফাজাতুল ইয়াওমীয়া ৪র্থ খণ্ড ৬৯৮ পৃষ্ঠা)

মাওলানা উসমানী থানুবীর মাসে ছয়শত করিয়া টাকা পাওয়া সম্পর্কে নিম্মোরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন–"উহার সহিত ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, মাওলানা থানুবী রহমাতুল্লাহি জানিতে পারিতেন না যে, সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এই টাকা প্রদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু সরকার এমন পদ্ধতিতে উহা প্রদান করিত যে, থানুবীর কোন প্রকারের সন্দেহ হইতনা। এখন এই প্রকারে যদি সরকার আমাকে অথবা অন্য কাহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সে যদি জানিতে না পারে যে, সরকার তাহাকে ব্যবহার করিতেছে, তাহা হইলে প্রকাশ থাকে যে, সে শরীয়তের বিধানে গ্রেফতার হইতে পারে না।" (মুকালাসা তুস্ সাদরাইন ১১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী আশরাফ আলী থানুবীকে নির্দোষ প্রমান করিবার জন্য যে অপব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াদিয়াছেন, উহাতে তাহার উদ্দেশ্য হইল থানুবীকে বাঁচানো নয়, বরং নিজেকে বাঁচানো। কারণ, জমীয়তে উলামায় হিন্দের পরিচালক মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব উসমানী সাহেবকে বৃটিশের বেতন খোর বলিয়া অভিযোগ উঠাইয়াছিলেন। সুতরাং মাওলানা হিফজুর রহমান বলিতেছেন–

"কলিকাতায় 'জামীয়াতে উলামায় ইসলাম' সরকারের আর্থিক সাহায্যে এবং সরকারী ইঙ্গিতে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। .....আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সরকার উহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে। সুতরাং একটি বড় রকমের অঙ্ক উহাদের জন্য অনুমোদন করা হইয়াছে। উহার একটি কিস্তি মাওলানা আযাদ সুবহানীকে অর্পণও করা হইয়াছে। এই টাকায় কলিকাতায় কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। মাওলানা হিফজুর রহমান বলিয়াছেন –এই বর্ণনাটি এমনই সত্য যে, যদি কেহ ইহার উপযুক্ত প্রমান চায়, তাহা হইলে উপযুক্ত প্রমান দেওয়া যাইবে।" (মুকালামা তুস্ সাদরাইন ৮ পৃষ্ঠা)

'জামীয়াতে উলামায় ইসলাম' এর উপর এই অকাট্ট অভিযোগকে খণ্ডন করিতে না পারিয়া মাওলানা উসমানী বলিতেছেন–"আপনি মাওলানা আযাদ সুবহানীর সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছেন আমি উহা স্বীকার করিতেছিনা এবং অস্বীকারও করিতেছিনা। সম্ভবতঃ আপনি সঠিক বলিতেছেন।" (মুকালামা তুস্ সাদরাইন ৯ পৃষ্ঠা)

পাঠক লক্ষ্য করুন! যখন মাওলানা উসমানী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, হিফজুর রহমান সাহেব তাহার রহস্য প্রকাশ করিয়াদিবেন। তখন তিনি বাধ্য হইয়া থানুবীর ভেদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন যে, সরকার থানুবী সাহেবকেও আর্থিক সাহায্য করিত। এখন যদি আমার জামীয়াতে উলামায়ে ইসলামকে সাহায্য করে, তাহা হইলে দোষ কি রহিয়াছে? অবশ্য উসমানী গায়ে কাদা লাগাইতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে না জানিবার ভান করিয়াছেন। উসমানী সাহেবের জানিয়া রাখা উচিৎ যে, ঐতিহাসিকগণ তাহাদের কৃতদাস

নহেন যে, উসমানী যাহা ব্যাখ্যা দিবেন তাহাই ঐতিহাসিকগণ মাথা ঝুঁকাইয়া মানিয়া নিবেন। সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে থানুবীর সম্পর্কে আরও একটি উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি ঃ-

মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী নিজেই বলিতেছেন-"জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, যদি রাজত্ব তোমাদের হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা ইংরেজদের সহিত কি ব্যবহার করিবে? আমি বলিয়াছি, উহাদিগকে অধীনস্থ করিয়া রাখিব। কিন্তু যখন খোদা রাজত্ব দিয়াছেন তখন অধীনস্থ করিয়া রাখিবই কিন্তু সেই সঙ্গে অত্যন্ত শান্তি ও আরামের সহিত রাখা হইবে। কারণ উহারা আমাদের আরাম দিয়াছে।" (ইফাজাতুল ইয়াওমীয়া ৬৯৭ পৃষ্ঠা)

ইহার পরেও যদি কেহ থানুবীকে ইংরেজ বিরোধী মানুষ বলিয়া গলা বাজাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। তবে আরও একবার নিরপেক্ষ পাঠকগণকে ইনসাফ্ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি যে থানুবী 'হিফজুল ঈমান' নিজে লিখিয়াছিলেন, না ইংরেজরা তাঁহার দ্বারায় লেখাইয়াছিল?

তাবলিগী জামায়াত

তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য' নামক পুস্তকখানা পাঠ করুন। এখানে এই জামায়াতের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হইবে যে, তাবলিগী জামায়াত সর্বপ্রথম কি ভাবে মার্কেটে আসিয়াছে ও এই জামায়াতের পিছনে কাহাদের হাত রহিয়াছে এবং 'জামায়াত' এর উদ্দেশ্য কি!

১৩০৩ হিজরীতে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের জন্ম হইয়াছিল। ১৩৩৪ সালে ইলিয়াস সাহেব একটি পঞ্চায়েত গঠন করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি সর্ব প্রথম 'তাবলিগী জামায়াত' এর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩৫১ হিজরী হইতে তাবলিগের কাজ আঞ্চলিক ভাবে আরম্ভ হইয়া যায় এবং ১৩৫৬ হিজরী হইতে বিভিন্ন স্থানে জামায়াত পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। ১৩৬০ হিজরীতে একটি বড় ইজতেমা হইয়াছিল। ইহার পর হইতে জামায়াত ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতে থাকে। ১৩৬৩ হিজরীতে ইলিয়াস সাহেব পরলোক গমন করেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফ ১৩২ পৃষ্ঠা হইতে ১৫২ পৃষ্ঠা)

ইংরেজদের প্ররচনায় ও আর্থিক সাহয্যে পুষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিল। উলামায় ইসলাম তাহাকে অমুসলিম বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিলেন। বর্তমানে কাদিয়ানীরা কাফের বলিয়া চিহ্নিত হইয়াগিয়াছে। সমাজে কাদিয়ানীদের চরিত্র উলঙ্গ হইয়া যাইবার কারনে ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য যথার্থ ভাবে পূর্ণ হয় নাই। তাই ইসলামের চির শত্রু ইংরেজরা মুসলমাদের মিল্লাত ও মাজহাবের মধ্যে ফাটল ধরাইবার ঘৃন্য উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্য দিয়া তাবলিগী জামায়াতকে পুষ্ট করিয়াছিল। যেমন জমীয়াতে উলামায় হিন্দের পরিচালক মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব দেওবন্দী বলিয়াছিলেন – "প্রথম অবস্থায় সরকারের পক্ষ হইতে হাজী রশীদ আহমাদের মাধ্যমে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহির তাবলিগী জামায়াত কিছু টাকা পাইতেছিল। পরে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" (মুকালামাতুস্ সাদরাইন ৮ পৃষ্ঠা)

ইংরেজদের আর্থিক সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবার কারণ এই নয় যে, তাবলিগী জামায়াত তওবা করতঃ ইংরেজদের দুশমন হইয়া গিয়াছে। বরং উহার কারণ ইহাই যে, যে মুসলমান অফিসার তাবলিগী জামায়াতকে ক্রয় করতঃ ইংরেজদের এজেন্ট করিয়া দিয়াছিলেন তিনি পরিবর্তন হইয়া অন্যত্রে চলিয়া যান এবং তাহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন একজন কট্টর হিন্দু অফিসার। খুবই সম্ভব এই অফিসারের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকিবার কারনে চাহিয়া ছিলেন যে, ইংরেজদের মুসলিম এজেন্টদের স্থানে হিন্দু এজেন্টরা সরকারের আর্থিক সাহায্যে উপকৃত হউক। এই অফিসারের প্রচেষ্টায় বন্ধ হইয়াছিল তাবলিগী জামায়াতকে আর্থিক সাহায্যদান করা। যথা, মাওলানা

হিফজুর রহমান সাহেব বলিয়াছেন — "এই মুসলমান অফিসার পরিবর্তন হইয়া যান এবং তাঁহার স্থানে একজন হিন্দু অফিসার আসিয়াছেন। যিনি একটি রিপোর্টে সরকারকে জানাইয়াছেন যে, এই প্রকার লোকেদের অথবা কোন সংস্থার পিছনে সরকারী টাকা পয়সা ব্যয় করা বৃথা। ইহাদের জন্য ভবিষ্যতে সাহায্য বন্ধ হইয়া যাক।" (মুকালামা তুস্ সাদরাইন ৮ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে তাবলিগী জামায়াত বিদেশী লক্ষ লক্ষ ডলার ও রিয়াল পাইয়া থাকে। যথাঃ- কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে ১০৬ টি জামায়াতের উপর নির্দেশ জারী করা হইতেছে যে, সরকারের বিনা অনুমতিতে উহারা কোন বৈদশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। উক্ত ১০৬ টি জামায়াতের মধ্যে ২ টি জামায়াতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথাঃ-অল্ইণ্ডিয়া মজলিসে মোশাওরাত এবং তাবলিগী জামায়াত বস্তী নিজামুদ্দিন দিল্লী। (দৈনিক 'সঙ্গম' পত্রিকা, পাটনা হইতে ছাপা , ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ সাল, সংগৃহীত অভিশপ্ত মাযহাব পৃষ্ঠা ৩১০)

পি.টি.আই ঃ-ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা ১৯৭৬ সালের বিদেশী অর্থ সাহায্য সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়ে এমন ১৪১ টি সংস্থার নাম জানান। এখন থেকে এই সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন বিদেশী সাহায্য নিতে পারবেন না। উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলি হল ঃ- ১) জামায়াতে ইসলামি ২) আর. এস. এস. ৩) তাবলিগ জামায়াত, ৪) সি. পি. এম. ৫) সি.পি.আই ইত্যাদি। (যুগান্তর, ২০ শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে, সংগৃহীত ও অভিশপ্ত মযহাব ৩১১ পৃষ্ঠা)

যদি তাবলিগী জামায়াত সত্যিকারে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত থাকিত, তাহা হইলে দুশমনে ইসলাম ইংরেজরা কি উহাদের পশ্চাতে আর্থিক সাহায্য করিত? আজও ঐ জামায়াতের পিছনে বিদেশী পয়সা প্রচুর পরিমানে কাজ করিতেছে। মুবাল্লিগরা যতই আল্লাহ বিল্লাহ করুক না কেন প্রত্যেকেই বেতন খোর। তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেব লিখিয়াছেন- "আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম দিকে বেতন ভুক্ত মুবাল্লিগদের স্বপক্ষে ছিলাম। প্রথম অবস্থায় আমার জিদে অনেকগুলি বেতন ভুক্ত মুবাল্লিগ রাখা হইয়াছিল কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, বেতনভুক্ত মুবাল্লিগদের থেকে বিনা বেতনের মুবাল্লিগরা ভাল কাজ করে। (আবুল হাসান) আলী মিয়াঁ লিখিয়াছেন- দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে তাবলিগের জন্য কয়েক বৎসর পাঁচজন বেতনভুক্ত মুবাল্লিগ রাখা হইয়াছিল। উহারা তাবলিগের প্রচলিত সাধারণ কাজগুলি করিত। উহারা প্রায় আড়াই বৎসর কাজ করিয়াছে।" (তাবলিগী জামায়াত পার ই'তে রাজাত আওর উসকে জওয়াবাত- ২০২ পৃষ্ঠা)

মাওলানা জাকারিয়া ও মাওলানা আবুল হাসান নদবী একেবারে ছোট খাটো মানুষ ছিলেন না। ইহারা প্রত্যেকেই ছিলেন ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগীদের সর্ব ভারতীয় নেতা। ইহারা তো প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন যে, মুবাল্লিগদের বেতন ছিল। 'ছিল' পর্যন্ত তাহারা সত্য কথা বলিয়াছেন। পরে বেতন দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং মাত্র পাঁচজনকে বেতন দেওয়া হইত; অন্যদের দেওয়া হইত না ইত্যাদি সবই মিথ্যা কথা। উহারা সব কথা সত্য বলিবেন কিংবা উহাদের সমস্ত কথা মানিয়া নিতে হইবে এমন কথা নয়। যদি মুবাল্লিগদের বেতন না থাকে, তাহা হইলে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা আসিতেছে কেন? ভারত সরকার ঐ জামায়াতের নাম উল্লেখ করিয়া বিদেশী মুদ্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিতেছে কেন? তাবলিগী জামায়াতের পক্ষ হইতে সরকারকে প্রতিবাদ জানানো হইতেছে না কেন?

তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে ইলিয়াস সাহেব আশরাফ আলী থানুবীর শিক্ষাকে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। যথা, ইলিয়াস সাহেব বলিয়াছেন– "হজরত মাওলানা থানুবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি খুব বড় কাজ করিয়াছেন। সুতরাং আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, শিক্ষা হইবে তাঁহার এবং প্রচার মাধ্যম হইবে আমার তাবলীগ। এই প্রকারে তাঁহার শিক্ষা সবার নিকটে পৌঁছিয়া যাইবে।" (মালফুজাতে ইলিয়াস ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতি হইতে ইলিয়াস সাহেবের উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া গেল যে, ইলিয়াস সাহেব তাবলীগের মাধ্যমে থানুবী সাহেবের শিক্ষাগুলি প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। থানুবী সাহেবের শিক্ষার দুই একটি নমুনা প্রদান করা হইতেছে। যাহাতে সাধারণ মানুষ সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, থানুবীর শিক্ষা কি ছিল এবং তাবলিগী জামায়াত মানুষকে কালেমা ও নামাজের আড়ালে কোথায় পৌঁছাইতে চাহিতেছে।

থানুবী সাহেব বলিয়াছেন –"আমি মুসলমানদের বলিয়া থাকি যে, তোমরা বর্তমান সরকারকে অসন্তুষ্ট করিবে না। ইহা খুবই ক্ষতিকারক।" (আল্ ইব্কা, মাসিক পত্রিকা খণ্ড ১৫ নং ১০ পৃষ্ঠা ৪০, মে - সংখ্যা, ১৯৪৪ সাল, দিল্লী হইতে ছাপা)

থানুবী সাহেব সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন যে, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করিবে না। ইহাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। থানুবীর এই শিক্ষা যদি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত হইতো, তাহা হইলে ইহাতে কেহ গুরুত্ব দিত না। কিন্তু তিনি কোরআনের আলোকে প্রমান করিতে চাহিয়াছেন যে, বৃটিশ বিরোধীতা ধ্বংসের কারণ বিশেষ। যথা, তিনি বলিতেছেন– "শরীয়তের নির্দেশ যে, "লা তুলকু বি-আইদীকুম ইলাত তাহলুকাহ" অর্থ্যাৎ নিজে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিওনা। তাই এমন কাজ না করাই উচিৎ; যাহাতে সরকার অসন্তুষ্ট হইয়া যায়। কারণ, ইহার পরিনাম ধ্বংসমুখি হওয়া এবং দীর্ঘ দিন ধরিয়া মুসলমানদের কষ্টভোগ করিতে হয়।" (আল্ ইব্কা, মাসিক, খণ্ড ১৫, নং-১০, জুন সংখ্যা, ১৯৪৪ সাল, দিল্লী হইতে ছাপা, পৃষ্ঠা ৪১)

বৃটিশের বেতনখোর থানুবী হাকীমূল উম্মাত সাজিয়া মুসলমানদের জিহাদী মনোভাবকে দুর্বল করিবার জন্য কোরআন দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কোন সময় সরকারের বিরোধীতা করা শরীয়ত সম্মত কাজ নহে। ইলিয়াস সাহেব থানুবীর এই শিক্ষাকে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিবার জন্য তাবলিগী জামায়াত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইলিয়াস সাহেব বলিতেছেন–"হজরত থানুবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহমাতুল্লাহির সহিত সম্পর্ক গাঢ় করিতে, তাঁহার বর্কাত হইতে উপকার লইতে, সেই সঙ্গেই পদোন্নতির চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিতে এবং তাঁহার আত্মার সন্তুষ্টি বাড়াইবার জন্য সব চাইতে বড় এবং মজবুত মাধ্যম ইহাই যে, তাঁহার যথাযথ শিক্ষা ও নির্দেশের উপর দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া থাকা এবং ঐগুলি ব্যাপক ভাবে প্রচার করিবার চেষ্টা করা।" (মালফুজাতে ইলিয়াস ৬৭ পৃষ্ঠা)

সাধারণ মানুষকে শিকার করিবার জন্য তাবলীগের আমীরগণ কোন সময়ে ইলিয়াস সাহেবের এই আসল কথাগুলি শোনাইয়া থাকেন না। বরং উহারা জাকারিয়া সাহেবের লিখিত নেসাবটি পাঠ করিয়া শোনাইয়া থাকেন। মনে হয় যেন তাবলীগের লোকেরা আল্লাহ ও তাহার রসুলকে সন্তুষ্ট করিয়া জান্নাত লাভ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তো তাহা নয়! থানুবীর আত্মাকে সন্তুষ্ট করা, তাঁহার মত ও পথের উপর দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া থাকা, তাঁহার শিক্ষাকে ব্যাপক প্রচার করাই জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য।

থানুবী চরিত্রের আরও একটি নমুনা প্রদান করা হইতেছে ঃ — কোন এক সময়ে থানুবী কানপুরে 'মাদ্রাসা জামে উল উলুম' এর মোদাররিস ছিলেন। সেই সময়ে সেখানকার পরিবেশে মীলাদ কিয়াম ইত্যাদি সব কিছুই হইত। সুতরাং পরিস্থিতির চাপে তিনি বহুদিন পর্যন্ত নিজ ধারণার বিরুদ্ধে মীলাদ কিয়াম করিতেন। পরে যখন উলামায় দেওবন্দ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন- "সেখানে মীলাদ কিয়াম না করিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। এবং সেখানেই আমার থাকা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, উপকার ছিল যে, মাদ্রাসা হইতে বেতন পাইতাম।" (সায়ফে ইয়ামানী ২৪ পৃষ্ঠা)

নিরপেক্ষ পাঠক ইনসাফ করিয়া বলুন! একজন ধর্ম্মীয় পথ প্রদর্শকের চরিত্র এই প্রকার হওয়া কি উচিত যে, অর্থের বিনিময়ে নিজের ঈমান ও আক্বীদাহকে জবাই করিয়া দিবে। যদি দ্বীন ইসলাম থানুবী সাহেবের নিকট প্রিয় হইত, তাহা হইলে আল্লাহ তাআলার বিশাল জমীনের অন্যত্রে রুজির সন্ধানে চলিয়া যাইতেন। নিজের মতের বিরুদ্ধে মীলাদ কিয়াম করিতেন না। কিন্তু যাহার নিকটে পয়সাই সব কিছু তাহার নিকটে ঈমান আক্বীদার কোন

মূল্যই নাই। যিনি পয়সার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করিতে পারেন, তিনি অপরকে বিক্রয় করিয়া দিবেন, ইহা কি অসম্ভব? যথা ঃ- থানুবী সাহেব কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে বলিয়া ছিলেন– "যদি আমার নিকটে দশ হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে সবাইকে বেতন করিয়া দিব। অতঃপর নিজেই ওহাবী হইয়া যাইবে।" (আল্ ই ফাদাতুল ইয়াউমিয়া ৩য় খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

নিশ্চয় থানুবীর নিকটে ইসলাম অপেক্ষা ওহাবীয়াত পছন্দ ছিল। তাই তিনি পয়সার বিনিময়ে মুসলমান বানাইবার পরিবর্তে ওহাবী বানাইতে চাহিয়াছেন। থানুবী সাহেবের এই সমস্ত শিক্ষা সমাজে ব্যাপক করিবার উদ্দেশ্যে তাবলিগী জামায়াত কায়েম করিয়াছেন।

উদ্ধৃতির আলোকে প্রমান হইতেছে যে, ইংরেজ সরকার আশরাফ আলী থানুবী ও ইলিয়াস সাহেবকে পয়সা দিয়া পুষিয়াছিল। থানুবী সাহেবের দ্বারা উহারা ইসলাম বিরুদ্ধ পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া নিয়াছে এবং ইলিয়াস সাহেবের দ্বারায় তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে ঐগুলি প্রয়োগ করিয়াছে। যাহার কারণে আজ পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ফিরকাবন্দী হইয়া গিয়াছে। শয়তান জাতির এটাই ছিল মূখ্য উদ্দেশ্য। –দারুল উলুম দেওবন্দ ও তাবলিগী জামায়াতের পিছনে যেমন বৃটিশ সরকারের পয়সা প্রচুর পরিমানে কাজ করিয়াছে, তেমনই ওহাবীরাজ সৌদী সরকার বর্তমানে ঐ দুই সংস্থার পিছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া চলিতেছে। উহাদের উদ্দেশ্য, রিয়ালের পরিবর্তে ওহাবী মতবাদ প্রচার করা। যাহা পদে পদে সার্থক হইয়াছে। যেমন উপমহাদেশে ফিরকা বন্দী হইয়াছে, তেমনই ওহাবী মতবাদের চরম প্রভাব পড়িয়াছে।

ইংরেজ ও ওহাবীদের নিমকখোর ও নিমক হালাল দুই দালাল আশরাফ আলী থানুবী ও ইলিয়াস সাহেব একে অপরের সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে উহাদের নিমকখুরি ও নিমক হালালী সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারেনা। যেমন ইলিয়াস সাহেব থানুবী সমন্ধে বলিয়াছেন – "হজরত মাওলানা থানুবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি খুব বড় কাজ করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, শিক্ষাটি হইবে উহার এবং প্রচার করা হইবে আমার তাবলীগের মাধ্যমে। এই প্রকারে উহার শিক্ষা ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া যাইবে।"—অনুরূপ থানুবী সাহেব ইলিয়াস সাহেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন--"ইলিয়াস নৈরাশাকে আশায় পরিণত করিয়া দিয়াছে।"—(চাশমায়ে আফতাব ১৪ পৃষ্ঠা)

ইলিয়াস সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, আমি ও থানুবী দুইজনেই ইংরেজ ও ওহাবীদের নিমকখোর এজেন্ট। কিন্তু থানুবী সাহেব নিমক হালালী করিতে গিয়া 'হিফজুল ঈমান' লিখিবার কারণে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন এবং উলামায় ইসলামের ফতওয়ায় কলঙ্ক হইয়া গিয়াছেন। সেইহেতু সাধারণ মানুষ তাহার শিক্ষা গ্রহণ করিবে না। তাই আমার তাবলীগের মাধ্যমে তাহার শিক্ষা প্রচার করা হইবে। অনুরূপ থানুবী সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, আমি ও ইলিয়াস দুইজনেই ইসলাম দুশমনদের অন্নে ও অর্থে পুষ্ট। কিন্তু উহাদের নিমক হালালী করিতে গিয়া আমি এমনই কলঙ্কিত হইয়াছি যে, মানুষ আমার নাম শুনিলে শত হাত দুরে সরিয়া যায়। আমি কোন দিন আশা করিতে পারি নাই যে, মানুষ কোন দিন আমার শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কিন্তু আমার পরম ভক্ত ইলিয়াস আমার নৈরাশাকে আশায় পরিণত করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ তাবলীগের মাধ্যমে আমার শিক্ষাকে সুকৌশলে সাধারণ মানুষের নিকটে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
২। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খণ্ড)
৩। 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
৪। ব্যাংকের সুদ প্রসঙ্গ
৫। মাসায়েলে কুরবানী
৬। সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামায শিক্ষা
৭। সলাতে মুস্তফা বা সহী নামায শিক্ষা
৮। দুয়ায়ে মুস্তফা
৯। দাফনের পূর্বাপর
১০। বালাকোটে কাল্পনিক কবর
১১। 'আল্ মিসবাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
১২। মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ্ আলাইহিস সালাম
১৩। নারীদের প্রতি এক কলম
১৪। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
১৫। তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সালাম
১৬। সম্পাদকের তিন কলম
১৭। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত
১৮। হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
১৯। নফল ও নিয়াত
২০। 'সুন্নী কলম' পত্রিকা - তিনটি সংখ্যা
২১। সেই মহানায়ক কে?
২২। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
২৩। সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
২৪। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খণ্ড)

pdf By Syed Mostafa Sakib